মাসুদ রানা

আমি সোহানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

দাঁড়াল পাইথন, তার বিশাল দুই হাত ঝুলে পড়ল, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে রানার দিকে। 'আমি কি তোমাকে বলেছি, হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে যে ভালবাসি? বলিনি...?'
রানাকে ছাড়িয়ে আরও দূরে সরে গেল তার দৃষ্টি। 'দেখা যাচ্ছে,' উল্লাসে অধীর শোনায় তার কণ্ঠস্বর, 'মাসুদ রানা একা নয়, সাথে সোহানা চৌধুরীও আছে!'
প্যাসেজের শেষ মাথায়, দরজার বাইরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সোহানা, বিশ গজ দূরে। মুখটা ফ্যাকাসে, চোখ দুটো বড় বড়। গায়ে শার্ট নেই, বাহুর ব্যান্ডেজটা দেখা যাচ্ছে। একমাত্র আল্লাহই বলতে পারে কিভাবে তার ঘুম ভাঙল। ধীরে ধীরে, অনেক কষ্টে, দরজার পাশে হেলান দিল ও, তাকিয়ে আছে রানার দিকে, হাত দুটো কোলের ওপর। সমস্ত শক্তি এক করে গলায় জোর আনার চেষ্টা করল ও, বলল, 'এখন তোমাকে জিততে হবে, রানা।' রানার অস্তিত্বের গভীরে গর্জে উঠল হিংস্র একটা বাঘ। সোহানার কথা ভাবছে। ওকে বাঁচাতে হবে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা আমি সোহানা [দুইখণ্ড একত্রে] কাজী আনোয়ার হোসেন

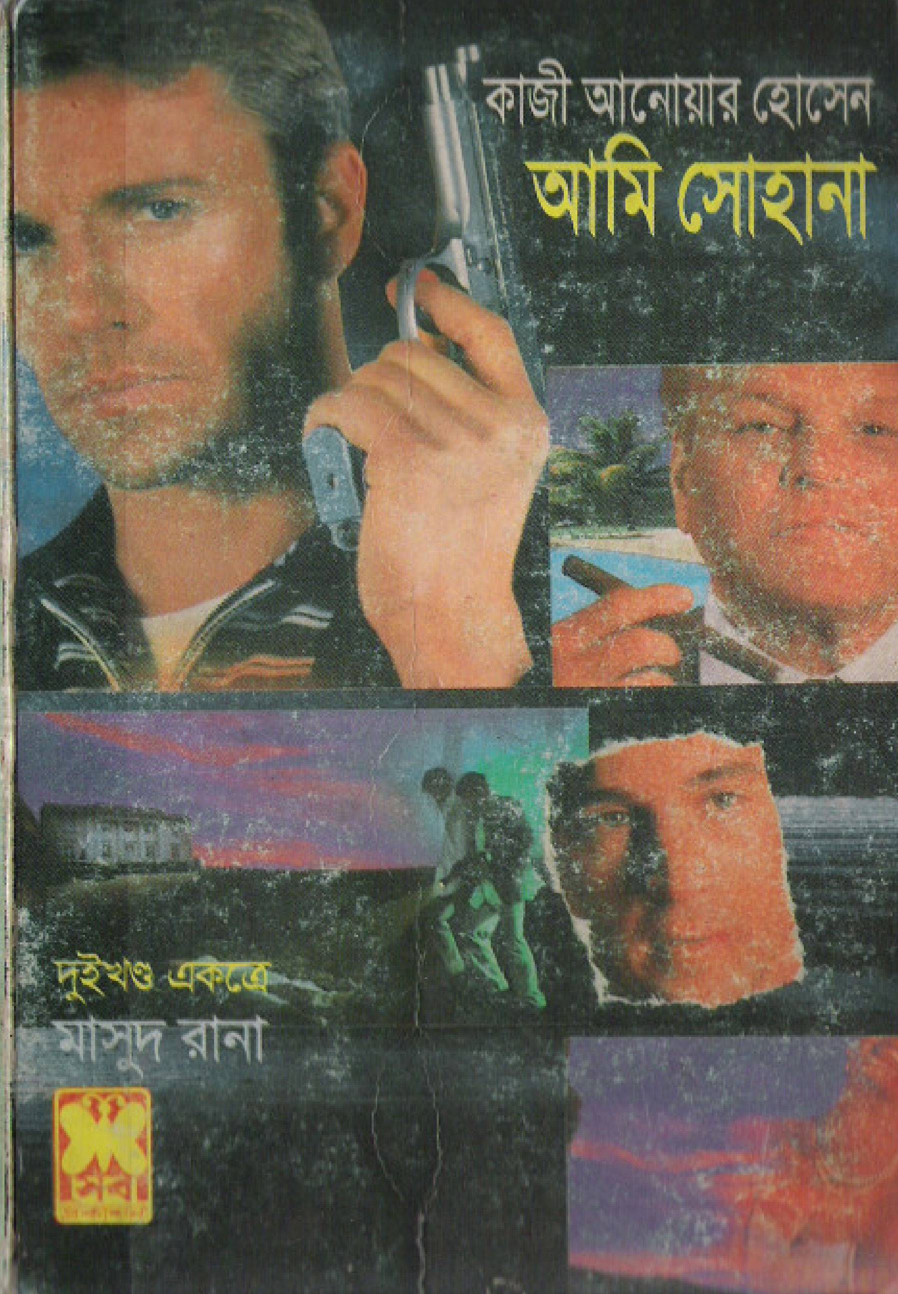

সাঁইত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7201-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩
তৃতীয় প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
AMI SOHANA
(Part I & II)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আমি সোহানা-১ : ৫—১১৮
আমি সোহানা-২ : ১১৯—২৪০

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক *শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

আমি সোহানা-১

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৯৩

এক

মানুষটা সতর্ক, কাজেই অসন্তুষ্ট হবার কারণ আছে মাসুদ রানার।

পানিতে নামার আগে ও পরে পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে স্কুবা গিয়ার নিখুঁত অবস্থায় আছে কিনা। মাস্ক-এর বাইরেটা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ দিয়ে ঘষেছে, লেন্সের ওপর দিয়ে পানি যাতে অবাধে বয়ে যেতে পারে, কারণ জানে, তা না হলে সামনের দৃশ্য কাঁপা কাঁপা লাগবে চোখে। ভেতরটা ঘষেছে কেল্প দিয়ে, লেন্সে যাতে বাষ্প না জমে। খানিক পরপর এয়ার ডিমান্ড রেগুলেটর অ্যাডজাস্ট করেছে, কারণ গভীরতা কয়েক ইঞ্চি কমবেশি হলেও অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

রানা আরও জানে, কব্জিতে বাঁধা স্টেনলেস স্টীল রোলেক্স ওকে জানিয়েছে, এবারের ডাইভে চল্লিশ ফুট গভীরতায় সতেরো মিনিট ধরে রয়েছে ও। এটা ওর দিনের সপ্তম ডাইভ। তারমানে, সব মিলিয়ে দু'ঘণ্টার ওপর থাকা হয়ে গেছে পানির তলায়। সারফেস থেকে দশ ফুট নিচে দু'মিনিটের জন্যে থামতে হবে ওকে, ডিকমপ্রেশন-এর জন্যে—ওঠার সময়।

স্কুবা ডাইভিঙের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলার পরও, মুহূর্তের অসতর্কতায় বিপদ একটা ঘটেই গেল। সাগরের মেঝেতে শুধু বালি নয়, প্রবালও রয়েছে; এমনভাবে পা ছুঁড়ল ও, রাবার ফিন পরা পায়ের নগ্ন গোড়ালি একটা স্টার ফিশের তীক্ষ্ণ-মুখ কাঁটাবিহুল মেরুদণ্ডে বাড়ি খেল।

পানির তলায় শব্দে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কর্কশ ভাষায়, মনে মনে, ক্ষোভ প্রকাশ করাও কঠিন, কারণ তা করতে গেলে দম আটকে রাখার একটা ঝোঁক এসে যায়, স্কুবা ডাইভিঙের সময় তা বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে শান্তভাবে চিন্তা করায় কোন বাধা নেই। 'তুমি একটা গর্দভ, কারণ এ-ধরনের ভুল শুধু আনাড়িদেরই মানায়,' ধরনটা অলস ভাবনার মত, তবে শব্দ নির্বাচনে নির্দয়তার পরিচয় দিল রানা, গালিটা যেন মনে থাকে।

ধৈর্যের সঙ্গে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত, রশি দিয়ে বানানো বড় বাস্কেটটা নামিয়ে রাখল ও, পা থেকে খুলে ফেলল ফ্লিপার। হাতের প্রাইং-আয়রন দিয়ে পাথরের গা থেকে ছাড়িয়ে আনল সী স্টারকে। বিশাল, চামড়াসর্বস্ব শরীরটা প্রায় দু'ফুট, টকটকে লাল কাঁটাগুলো নড়াচড়া করছে। ওগুলোরই কিছু ডগা, নিজস্ব বিষসহ, ভেঙে রয়ে গেছে রানার পায়ের তলার মাংসে।

প্রাইং-আয়রনের সাহায্যে কাঁপতে থাকা শরীরটা চিৎ করল রানা, উল্টোদিকের নরম শোষকের মুখে চেপে ধরল পায়ের গোড়ালি। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র

টান অনুভব করল মাংসে, শুষে নিচ্ছে।

দু'মিনিট পর তীব্র ব্যথা কমে এল। পা ছড়িয়ে নিয়ে সী স্টারের স্তূপটাকে প্রাইং-আয়রনের ডগা দিয়ে সরিয়ে দিল দূরে, আবার ফ্লিপার পরল, তারপর পরবর্তী দশ মিনিটের জন্যে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল রানা। চারপাশের পানি শান্ত ও স্বচ্ছ, বিশ সেকেন্ড পরপর থামল ও, চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কোন হাঙর বা মোরে ঈল আসছে কিনা।

ঝিনুকের বড় খোল খুঁজে পেতে হলে অভিজ্ঞ চোখ থাকা চাই, বিশেষ করে ওগুলো যদি বালির নিচে আংশিক গাঁথা থাকে। কাউকে এগোতে দেখলে মুখ বন্ধ করে ফেলে ওগুলো, কিংবা বুদবুদ ছাড়ে, কিন্তু তা এতই মৃদু ও খুদে যে সাধারণত কারও চোখে ধরা পড়ে না। মুক্তো সংগ্রহ দীর্ঘদিনের শখ রানার, ওর চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। বালি খুঁড়ে, পাথরের খাঁজে আঙুল গলিয়ে ওগুলোকে বের করে আনল ও। বোটটা চল্লিশ ফুট ওপরে, সাগরের তলায় প্রকাণ্ড ছায়া ফেলেছে।

দেখতে দেখতে ভরে গেল বাস্কেট, ঝুলে থাকা রশির কাছে ফিরে এল রানা, বাস্কেটের হাতলের সঙ্গে রশির প্রান্তটা বাঁধল। উঠতে শুরু করবে, তার আগে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল আরেকবার। না, হাঙর বাবাজিরা নেই আশপাশে। অলস ভঙ্গিতে উঠছে, লক্ষ রাখছে প্রতিদ্বন্দ্বী বুদবুদগুলো যেন আগে থাকে।

তিন মিনিট পর পানির ওপর মাথা তুলল রানা, ফিশিং বোটের পাশে বাঁধা ধাপ বেয়ে উঠে পড়ল ওপরে। একটানা কয়েকটা দিন রোদে থাকায় ওর চামড়া পুড়ে গেছে, পরনের একদা নীল ডেনিম ট্রাঙ্ক প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। মাস্ক ও ফ্লিপার খুলে ফেলল ও, তারপর পিছন ফিরল জার্কার দিকে, সত্তর-কিউবিক-ইঞ্চি অ্যাকুয়ালাঙটা খোলার জন্যে তার সাহায্য দরকার।

'সী স্টার,' বলে বসে পড়ল রানা, পা-টা তুলল। ভাঙা টোবাকো পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বোটের বাইরে থুথু ফেলল জার্কা, তারপর রানার পায়ের তলায় তাকাস শিরাবহুল আঙুল দিয়ে টেপাটেপি করল মাংস।

'ইউ ওকে,' বলল জার্কা, তার ইংরেজি শুনে এখন আর হাসে না রানা। পাইপটা আবার মুখে তুলে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকটা। বাস্কেটের ঝিনুকগুলো বোটের মেঝেতে ঢালা হয়েছে। জার্কার হাতে ছোট একটা ছুরি, দ্রুত অভ্যস্ত হাতে প্রতিটি ঝিনুক খুলছে সে, ওপরের পিচ্ছিল চামড়ার আবরণে আঙুলের চাপ দিচ্ছে, খোলের চকচকে ভেতরটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখার পর কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলছে পিছন দিকে।

জার্কা একজন আদিবাসী, চোদ্দপুরুষ ধরে আর্কিপিলাগো দে লাস পারলাস-এ বসবাস করছে ওরা, বড় হয়েছে পালোটো গ্রামে। পানামার মেইনল্যান্ড পারোটো থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে, সারা জীবনে একবারই মাত্র সেখানে গেছে জার্কা। তার বয়স পঞ্চাশ, দেখে মনে হয় সত্তর, কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করার পরও এতটুকু ক্লান্ত হয় না বা চোখের পাতা নেমে আসে না। সারাটা জীবনই মুক্তো সংগ্রহ করছে জার্কা, ফলে তার পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে। দশ বছর আগে ডাইভিঙের সময় এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে তার স্ত্রী। পরে অল্প বয়েসী একটা

মেয়েকে বিয়ে করেছে সে। বিয়ে করে বিপদেই পড়েছে জার্কা, কারণ নতুন বউয়ের জেদ, ডাইভিং ছাড়তে হবে তাকে। কাজের অভাবে আদিবাসীরা বেশিরভাগ চোর-ডাকাত হয়ে গেছে, জার্কা সৎভাবে বেঁচে থাকতে চায়, ডাইভিং ছেড়ে দিলে সংসার চালাবে কিভাবে সে? বউয়ের ইচ্ছে শহরে গিয়ে বসবাস করে তারা, ফুটপাথে বসে ব্যবসা করলে তাদের সংসারে আর কোন অভাব থাকবে না। তার কথায় যুক্তি আছে, কারণ ট্যুরিস্টরা এদিকে প্রায় না আসায় জার্কার রোজগার খুবই কম হয়, তাতে সংসার চালানো অত্যন্ত কঠিন। বছরে দু'একজন ভবঘুরে টাইপের ট্যুরিস্ট যা আসে, তারা সবাই আমেরিকান হলে কি হবে, হয় পকেট খালি নয়ত হাড় কিপটে, মজুরি বা মুক্তোর দাম, কোনটাই ন্যায্য পাওয়া যায় না। এই প্রথম একজন অ-আমেরিকানকে মক্কেল হিসেবে পেয়েছে জার্কা। লোকটার আচরণ লক্ষ করে তার মনের সমস্ত দুঃখ যেন উথলে উঠেছে। এ আবার কেমন লোক, খেতে বসলে ভাগ দেয় তাকে, দশটা মুক্তো পেলে ন'টাই তাকে দিয়ে দেয়? আবেগে অস্থির জার্কা তার সমস্ত দুঃখবেদনার কথা গলগল করে বলে ফেলেছে ওকে। একটুও বিরক্তবোধ করেনি তার নতুন মক্কেল, মন দিয়ে শুনেছে কথাগুলো। তবে কোন মন্তব্য করেনি। যদিও কাজটা ভাল হয়নি বলে সন্দেহ হচ্ছে তার, কারণ কথাগুলো শোনার পর জার্কাকে আর একটি মুক্তাও দান করেনি ও। কে জানে, তার গল্প হয়তো বিশ্বাস করেনি। হয়তো মনে মনে তার ওপর খেপে গেছে, ধরে নিয়েছে নির্লজ্জ সাহায্যপ্রার্থী। সেই থেকে লজ্জায় মরে যাচ্ছে সে।

'ওরা দু'জন একা,' বিড়বিড় করল জার্কা, হাত দুটো মুহূর্তের জন্যে থেমে নেই। 'খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা!' একটা করে ঝিনুক খুলছে সে, ছুরির ডগা দিয়ে পেশী ছিঁড়ছে, ভেতরে কোন ফোসকা বা ফুসকুড়ি দেখলে সেটাও কাটছে, কারণ অনেক সময় ওগুলোর ভেতরও আড়াল করা থাকে মুক্তো। না থাকলে পিছনের স্তূপে ফেলে দিচ্ছে খোলটা। 'সাথে কোন পুরুষমানুষ নেই। নির্ঘাত বিপদে পড়বে।'

কি যেন নাম তার মক্কেলের? মাসুদ আনা। আনা না রানা? নাম যা-ই হোক, ভারি কাজের লোক। আজ পনেরো-ষোলো দিন একসঙ্গে রয়েছে ওরা, ওর কেরামতি দেখে রীতিমত তাজ্জব বনে গেছে জার্কা। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক, বাছাই না করে কোন ঝিনুক তোলে না। তারপরও প্রতিদিন দুশো করে তুলছে। প্রায় গোলাকার দুটো বড় মুক্তো পেয়েছে ওরা। ঈশ্বরই বলতে পারে কত দাম হবে ওগুলোর। আঠারোটা মুক্তো দিয়ে বোতাম তৈরি করা যাবে। ছয় জোড়া মুক্তো পেয়েছে পানির ফোঁটা আকৃতির। আরও বত্রিশটা ছোট মুক্তো, ছোট হলেও রঙ আর নকশার জন্যে চড়া দামে বিক্রি হবে ওগুলো।

নির্দয় সূর্যের নিচে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করছে ওরা। পুব দিকে চার মাইল দূরে রয়েছে আইলা দেল রেই, পশ্চিমে ঘন বাষ্পে ঢাকা পড়ে আছে সান হোসে উপকূল। মাঝখানে গাছপালা নিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপ বিন্দুর মত ছড়িয়ে আছে, সাগরের তলা থেকে খাড়াভাবে উঠে এসেছে পানির ওপর। নিচের দিকে নামছে সূর্য, তবে এখনও এত গরম লাগছে যেন তন্দুরের ভেতর রয়েছে ওরা। 'মাত্র দু'জন!' বিস্ময়ে আবার বিড়বিড় করে উঠল জার্কা। 'বিপদ হলে কেউ

সাহায্য করার নেই।'

শেষ ঝিনুকটা ফেলে দিয়ে পানি থেকে নোঙর তুলল রানা, জার্কার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

যেন একটা ধাক্কা খেল জার্কা। 'কোথায়, বস্? কেন?'

'আরও পুব দিকে সরে যাব, আমার আরও বড় ঝিনুক দরকার।'

'আমিও যাব, বস্।' দৈনিক পাঁচ ডলার সমমূল্যের বালবোয়া মজুরি হিসেবে পাচ্ছে জার্কা, এই টাকায় পনেরো দিন খাটিয়ে নেয় তাকে আমেরিকান ট্যুরিস্টরা।

'না,' বলল রানা। 'তোমার অন্য কাজ আছে।'

'অন্য কাজ, বস্?'

শর্টস-এর পকেট থেকে ছোট একটা প্লাস্টিকের থলে বের করে জার্কার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'বল তো, কত দাম হবে এগুলোর?' তার দিকে পিছন ফিরে পাল তুলতে শুরু করল ও।

থলের মুখ খুলে হাতের তালুতে মুক্তোগুলো বের করল জার্কা। দেখল, গত পনেরো দিনে তোলা সবগুলো মুক্তোই রয়েছে ওর হাতে, শুধু দুটো বড় মুক্তো ও তাকে দান করা কয়েকটা মুক্তো বাদে। মনে মনে হিসাব কষছে জার্কা। পাল তুলে বোটটাকে বাতাসের দিকে ঘুরিয়ে নিল রানা।

'সতেরো থেকে উনিশ শো ডলার, বস্—নির্ভর করে কোথায় আপনি বিক্রি করবেন,' বলল জার্কা। মুক্তোগুলো থলেতে ভরে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'ওই টাকাটা তোমার পুঁজি,' বলল রানা। 'যাও, বউ-বাচ্চাদের নিয়ে শহরে চলে যাও, দেখ কোন ব্যবসা করতে পারো কিনা।' প্রথম পক্ষের চারটে, দ্বিতীয় পক্ষের একটা, মোট পাঁচটা বাচ্চা জার্কার। বড় দুটোই মেয়ে, তাদের বিয়ে দিতে হবে। গত বছর আমেরিকান ট্যুরিস্টদের অন্তত তিনজন আভাসে ইঙ্গিতে প্রস্তাব দিয়েছে, মেয়ে দুটোকে শহরের হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলবে তারা, বিনিময়ে ভাল টাকা পাবে জার্কা। রাগে ও ঘৃণায় তাদের কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে জার্কা। কিন্তু রানা জানে দারিদ্র্যের কষাঘাতে তার রাগ পানি হয়ে যেতে পারে।

রানার আচরণ স্রেফ পাগলামি বলে মনে হলো জার্কার, কাজেই বিশ্বাস করল না। গম্ভীর হলো সে, বলল, 'বস্, আপনিও দেখছি ওদেরই মত—গরীব মানুষের সঙ্গে কৌতুক করেন।' থলেটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সে, রানা ধরতে না পারলে পানিতে পড়ে যেত।

জার্কার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কিছু বলল না। বুঝতে পারল শুধু যে কৌতুক মনে করে রেগে গেছে জার্কা তা নয়, এটা দান হলেও হতে পারে এই সন্দেহ করে অপমান বোধ করছে সে।

রানার জায়গায় নিজে বসে বোটের হাল ধরল জার্কা। আরও দু'মাইল উত্তরে তার গ্রাম পালোটো। চারশো গজ বামে খয়েরি ও সবুজ একটা দ্বীপ। দ্বীপের একটা প্রান্ত কয়েকটা সরু ভাগে ভাগ হয়ে সাগরের ওপর অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা হয়ে আছে। 'ওরা ওখানে গেছে,' বিড়বিড় করল জার্কা, হাতের পাইপটা তাক করল দ্বীপের দিকে। 'আমার মেয়ে দুটোর মতই বয়স হবে। তবে আরও সুন্দরী। ওরা বোধহয় আমেরিকান। বোটটাও ভারি সুন্দর।'

'আমেরিকান সুন্দরী?' হাসল রানা। 'ঠাট্টা করছ তুমি। ট্যুরিস্ট রুট থেকে অনেক দূরে রয়েছি আমরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল জার্কা। তার মক্কেল ঠিক বলছে। তবে এ-ও সত্যি যে সাদা ও নীল একটা বোট দেখেছে সে, এক ঘন্টা আগে তাকে পাশ কাটিয়ে এদিকে চলে এসেছে, রানা তখন পানির তলায় ছিল। মেয়ে দুটো তাকে উদ্দেশ করে হাত নেড়েছে। সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ ছিল না। এমন হতে পারে, ট্যুরিস্টদের মধ্যে যারা ভুল করে পানামা সিটি থেকে আইলা দেল রেই-তে চলে আসে, মেয়ে দুটো তাদেরই দলের। কিংবা হয়তো খুব বেশি সাহসী, আশপাশের দ্বীপগুলো দেখার লোভে একা একাই চলে এসেছে। 'দুটো মেয়ে,' আবার বলল সে। 'আমি দেখেছি।'

তাহলে সত্যি দেখেছে, ভাবল রানা। 'বোটে বসে ঝিমোচ্ছিলে, স্বপ্ন দেখেছ,' বলল ও। হাতের থলেটা বোটের ওপর রাখল। 'এসো, বাজি ধরি। দ্বীপটায় যদি কোন আমেরিকান সুন্দরী থাকে, ওগুলো তোমার। আর না থাকলে আমার সঙ্গে পুবদিকে যাবে তুমি, বিনা মজুরিতে পনেরো দিন কাজ করবে। রাজি?'

'আপনি, বস্, জেনেশুনে হারতে চাইছেন,' অভিযোগ করল জার্কা।

'শোন,' বলল রানা। 'এটাকে দান মনে কোরো না। আমি শুধু দুর্লভ মুক্তো খুঁজছি, পেয়েওছি দুটো, বাকিগুলো তুমি না নিলে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে হবে।'

পায়ের কাছ থেকে আধ ভাঙা একটা ঝিনুক তুলে নেড়েচেড়ে দেখছে জার্কা, আঙুলের চাপ দিতেই ভেতর থেকে হড়কে বেরিয়ে এল বাদাম আকৃতির একটা মুক্তো।

'দেখি দেখি!' আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়াল রানা। হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল জিনিসটা। মূল্যহীন হলেও, ফেলনা নয়। ঘষে বা চেঁছে একটা মুক্তোকে নিষ্কলঙ্ক করতে হলে চর্চা দরকার, দরকার একজন দক্ষ শিল্পীর হাত। কাজটা অত্যন্ত কঠিন, তবে সফল হলে একটা মুক্তোর দাম পাঁচগুণ বেড়ে যেতে পারে, ব্যর্থ হলে ওটার আর কোন মূল্যই থাকবে না। চীনা বাদাম আকৃতির এই মুক্তোটা হাত পাকাবার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। 'এটা আমাকে দেবে, জার্কা?' রানার গলায় আবেদন।

'দিতে পারি,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল জার্কা। 'এক শর্তে। খোঁজ নিয়ে আপনাকে দেখতে হবে, মেয়ে দুটো এখানে কি করছে। ওরা যদি এদিকে বেশিক্ষণ থাকে, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ!'

মুক্তোটা পকেটে রেখে দিল রানা। 'বেশ, এত করে যখন বলছ—তীরে ভেড়াও তরী।'

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে দ্বীপের দিকে এগোল জার্কা, সৈকতে পৌঁছুবার আগেই বালিতে ঠেকে গেল খোল। বড় পালটা নামাচ্ছে, গুটিয়ে উঠল পুলিগুলো। পায়ে স্যান্ডেল গলাল রানা, তুলে নিল রাকস্যাকটা, হাঁটু সমান পানি দিয়ে হেঁটে উঠে এল দু'জন গরম হলুদ সৈকতে।

ওদের সামনে আধখানা চাঁদের আকৃতি তৈরি করেছে পামগাছগুলো। জমিন ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, আরও সামনে একটা রিজ। রাকস্যাক থেকে

বিনকিউলারটা বের করল রানা। 'তুমি সংসারী মানুষ, জার্কা, একজোড়া আমেরিকান সুন্দরীর পিছু নেয়া উচিত হবে না। আমার জন্যে অপেক্ষা করো, কেমন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে পামগাছের তলায় বসল জার্কা, পাইপটা ধরাল। গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোল রানা। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে ঢাল বেয়ে।

এদিকের দ্বীপপুঞ্জে মাত্র পনেরো শো মানুষ বাস করে। জার্কাদের গ্রামে বাস করে বাষট্টিজন, তার ভাষ্য অনুসারে তাদের মধ্যে ষোলোজন সক্ষম যুবক, সবাই তারা অসহায় অবস্থায় পেলে ট্যুরিস্টদের টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়। বাষট্টিজনের মধ্যে ষোলোজন, পনেরো শো জনের মধ্যে তাহলে কত? এতগুলো লোকের মধ্যে কারও চোখে যদি পুরুষ সঙ্গী ছাড়া দুটো মেয়ে পড়ে যায়, কি অবস্থা হবে তাদের?

নরম মাটি আর পাথরকে জায়গা ছেড়ে দিল বালি, এদিকটায় দোর্দণ্ড প্রতাপ সূর্যের নিচে বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ঝোপ ও গাছগুলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রিজ-এর মাথায় উঠে এল রানা। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখে বিনকিউলার তুলল। ওর নিচে খাঁড়িটা নির্জন, খাঁ-খাঁ করছে; তবে জমিনের সরু ফালিগুলোর ওপর প্রকৃতির তৈরি রিজ-এর দূর প্রান্তটা নিচু, পরবর্তী সৈকতটা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, সিকি মাইল দূরে। বালির গায়ে কি যেন একটা নড়ে উঠল বলে মনে হলো। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল ও, পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল শরীরটা, উত্তেজনায় টান পড়ল পেশীতে।

অসুস্থবোধ করল রানা। অসুস্থ ও অসহায়। চোখের সামনে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে।

শক্তিশালী বিনকিউলারে প্রতিটি খুঁটিনাটি পরিষ্কার ধরা পড়ল। দু'জন লোক, কেউ তারা স্থানীয় নয়। তাদের একজন একটা মেয়েকে ধরে আছে, মেয়েটার চুল মধু রঙা, পরনে সুইমস্যুট, তার হাত মুচড়ে পিঠের ওপর দিকে তোলা হয়েছে। বিশ গজ দূরে, পানির কিনারায়, অপর লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে, সামনের দিকে ঝুঁকে। তার নিচে ফর্সা একজোড়া নগ্ন পা দুর্বলভাবে বালিতে লাথি মারছে। দ্বিতীয় মেয়েটার ওই পা দুটো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না রানা, কারণ উপুড় হয়ে রয়েছে সে, লোকটা প্রায় উঠে বসেছে তার পিঠে, দু'হাত দিয়ে মেয়েটার মাথা চেপে ধরেছে নরম, ভিজে বালির ওপর।

দ্রুত শ্বাস টানল রানা, সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। হাতে রাইফেল থাকলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লোক দু'জনকে মারতে পারত ও। এমনকি পিস্তল থাকলেও ফাঁকা আওয়াজ করে ওদেরকে ভয় দেখাতে পারত। এখান থেকে সরাসরি সৈকতে পৌঁছুনো সম্ভব নয়, ঘোরা পথ ধরে যেতে হবে। সময় লাগবে দশ মিনিট। আর যদি খাঁড়িতে নেমে সাঁতরে যাবার চেষ্টা করে, আরও বেশি সময় লাগবে, কারণ খাঁড়ির ওপারে আরও একটা রিজ রয়েছে—প্রায় খাড়া।

দশ মিনিট…

লম্বা পা দুটো স্থির হয়ে গেল। লোকটাকে দাঁড়াতে দেখল রানা। মেয়েটা বালির ওপর পড়ে আছে, নড়ছে না। এখন তাকে আগের চেয়ে ভালভাবে দেখতে

পাচ্ছে। বিকিনি পরে আছে সে; বান্ধবীর চেয়ে তাঁর চুল অনেক বেশি ঘন ও কালো। মুহূর্তের জন্যে লোকটার মুখ দেখতে পেল রানা, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল—চেহারাটা নয়, ধরনটা, গোটা দুনিয়া জুড়ে এরকম চেহারা কয়েকশো দেখেছে ও। একজন খুনীর চেহারা। ঠাণ্ডা, নিষ্প্রভ ও নীচ—একজন পেশাদার খুনী। লোকটা সম্ভবত ভাড়াটে, ধারণা করল রানা। এই টাইপের লোকেরা শত্রুতাবশত কাউকে খুন করে না, খুন করে শুধু টাকার বিনিময়ে। লোকটা পেশীবহুল নয়, তবে লম্বা-চওড়া। কালো, স্ল্যাকস আর সাদা শার্ট পরে আছে, হাফহাতা। মুখ আর বাহু পুড়ে গেছে রোদে। শোল্ডার হোলস্টারের অস্তিত্ব শার্টের বাইরে থেকেও পরিষ্কার টের পাওয়া গেল।

অসহায় রাগে এখনও কাঁপছে রানা, হাঁপিয়ে উঠেছে। দেখল বালুর ওপর দিয়ে মেয়েটাকে টেনে পানির দিকে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। মেয়েটার মাথা পানির নিচে চেপে ধরল সে।

তারমানে দুর্ঘটনা বলে চালানো হবে। ডুবে মারা গেছে। নীল ও সাদা বোটটা এক সময় পাওয়া যাবে, অল্প পানিতে নোঙর ফেলে আছে কোথাও। লাশটা যদি আদৌ পাওয়া যায়, ফুসফুসে থাকবে পানি, আঘাতের কোন চিহ্ন থাকবে না।

কিন্তু লোক দু'জন কারা? এল কোত্থেকে? কিভাবেই বা এল?

তাড়াতাড়ি বিনকিউলার ঘোরাল রানা। ঠাণ্ডা মাথায়, নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে খুন করা হচ্ছে মেয়েটাকে, দেখতে গিয়ে প্রথম মেয়েটার কথা মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিল ও। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে, ওদের কুকর্মের সাক্ষী আছে জানলে হয়তো মেয়েটাকে ছেড়ে পালাবে ওরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। একটানা বাতাস লাগছে ওর মুখে, চিৎকার করলেও ওদের কানে তা পৌঁছুবে না।

প্রথম লোকটা এখনও ধরে আছে তাকে। ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা। তাকেও কি খুন করবে ওরা? সেরকম ইচ্ছে থাকলে একজন একজন করে কেন? এ-সব প্রশ্ন না তুলে চেষ্টা করা উচিত ওদের কাছে পৌঁছুনোর।

বিনকিউলার নামিয়ে নেবে রানা, আকস্মিক একটা নড়াচড়া লক্ষ করে স্থির হয়ে গেল ও। মেয়েটা কিছু একটা করেছে, সম্ভবত পা ছুঁড়েছে পিছন দিকে। ভাগ্য ভাল, লোকটার শরীরের স্পর্শকাতর জায়গায় লেগেছে, তা না হলে তলপেটের নিচেটা দু'হাতে চেপে ধরে ওভাবে বসে পড়ত না।

মেয়েটা মুক্ত, ছুটছে সে। ধীরে ধীরে সিধে হলো লোকটা, ব্যথায় কুঁচকে আছে হিংস্র মুখ। তবু মেয়েটাকে ধাওয়া করল সে। সঙ্গীর মতই, সে-ও একটা শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে। একই টাইপের চেহারা দু'জনের, নির্দয় পাষণ্ড।

মেয়েটার ওপর ফোকাস স্থির করল রানা।

'শাবাশ, ছুট লাগা…আরও জোরে।' নিজের অজান্তে, মরিয়া হয়ে, বিড়বিড় করে উঠল রানা। 'চলে আয় এদিকে!' মেয়েটার মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন। বয়স খুব কম, আঠারো কি উনিশ, ভয়ে ভাঁজ খেয়ে আছে মুখের চামড়া। দৌড়াবার প্রাণপণ চেষ্টায় সরু হয়ে আছে মুখ, যেন শিস দিচ্ছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, ছোটার মধ্যে থাকলেও হাত দুটো নিজের সামনে পুরোপুরি লম্বা করে রেখেছে সে। একটু কোনাকুনিভাবে, সাগর থেকে দূরে সরে আসছে। তার সামনে

বালির বিস্তৃতি, তবে খানিকটা দূরে নিচু পাঁচিলের মত উঁচু হয়ে আছে পাথর। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা। পাথরটার কাছে এসেও মেয়েটা তার ছোটার গতি কমাল না। রানা বুঝল, লাফ দিয়ে পেরিয়ে আসবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তেও লাফ দেয়ার কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। সে যেন পাথরের নিচু পাঁচিলটা দেখতেই পায়নি। পাঁচিলটা চওড়া, লাফ দিলে ওপরে উঠতে পারত, টপকাতে পারত না। টপকাতে হলে আরও একটা বা দুটো লাফ দেয়ার দরকার। পাঁচিলের অস্তিত্ব টের পেয়ে সেটাকে এড়াবার চেষ্টা করল মেয়েটা, কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। শরীরটা শুধু ঘুরল, পাঁচিলে পা লেগে পড়ে গেল সে।

মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই আবার সিধে হলো সে, ছুটতে শুরু করল।

'ইয়াল্লা!' আটকে রাখা দম ছাড়ল রানা, দু'চোখে অবিশ্বাস। মেয়েটা আবার ছুটছে বটে, কিন্তু দাঁড়াবার পর দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে, জানে না কোন দিকে যাচ্ছে। 'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা। সরাসরি খুনীটার দিকে চলে মেয়েটা।

এবারও লোকটার উপস্থিতি একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে টের পেল না সে। আগের মতই হাত দুটো সামনে লম্বা করা।

লোকটা এখন আর ছুটছে না। স্থির দাঁড়িয়ে আছে সে, আলিঙ্গন করার জন্যে সামনে মেলে ধরেছে হাত দুটো। মাংসল প্রকাণ্ড মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটছে, পরিষ্কার দেখতে পেল রানা।

সরাসরি লোকটার বাহুর ভেতরে ঢুকে পড়ল মেয়েটা। ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়া হলো, শরীরটা মুচড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল বন্ধন থেকে, কিন্তু তার কাঁধ শক্ত করে ধরে ফেলল লোকটা। পরমুহূর্তে দু'জনেই পড়ে গেল বালির ওপর। হাত-পা ছুঁড়ে ধস্তাধস্তি করছে মেয়েটা, শরীরের ওপর থেকে লোকটাকে সরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ওদের দিকে ছুটে আসছে লোকটার সঙ্গী, চিৎকার করে কি যেন বলল সে। মেয়েটার ওপর থেকে হঠাৎ নেমে পড়ল প্রথম লোকটা, তারপর হাতের কিনারা দিয়ে প্রচণ্ড একটা কোপ মারল তার ঘাড়ের পাশে। স্থির হয়ে গেল শরীরটা

'ইয়াল্লা, মেয়েটা অন্ধ!' ফিসফিস করল রানা। ঘামে ভিজে গেছে ওর হাতের তালু। ওরা যদি একেও খুন করতে চায়, ওর কিছু করার নেই। আর যদি···

দু'জনেই এখন মেয়েটার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। তার হাত নিয়ে কি যেন করছে ওরা। উজ্জ্বল ধাতব কিছু চকচক করে উঠল, ধরা পড়ল রানার চোখে। সম্ভবত হাইপডারমিক। মনে মনে প্রার্থনা করল, তা-ই যেন হয়।

সিধে হলো লোক দু'জন। নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করল। তারপর একজন ঝুঁকে নিজের কাঁধে তুলে নিল মেয়েটাকে। ঘুরল ওরা, ফিরে যাচ্ছে। ফিরছে সৈকতের দিকে নয়, ঢালের দিকে। সৈকত থেকে বেরুতে হলে ওই ঢাল বেয়ে উঠে ওপারে যেতে হবে ওদেরকে।

বিনকিউলার নামিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল রানা। 'অন্ধ একটা মেয়ে!' কর্কশ শোনাল নিজের গলা। এরইমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে ও। খাঁড়ির দিকে পিঠ, সামনে সামান্য উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাথুরে জমিন। ছুটছে ও, জানে কি করতে হবে ওকে।

চিরতরুণ মাসুদ রানা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের

প্রতিনিধিত্ব করছে, জীবনানন্দ দাশ ও জসীমউদ্দিনের রোদনক্লিষ্ট বাংলা মায়ের এক দামাল সন্তান। বুক ভরা দেশপ্রেম আর গোটা অস্তিত্ব জুড়ে রোমাঞ্চের নেশা, তারই সংক্ষিপ্ত নাম এম. আর. নাইন। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট রানা, এম. আর. নাইন ওর কোড নেম। দুনিয়ার যে-কোন দেশে, যে-কোন পরিবেশে নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে ও। ছদ্মবেশ ধারণের সমস্ত কৌশল ওর জানা। সব ক'টা মহাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকায় যে-কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনায়াসে এক হয়ে মিশে যেতে পারে ও।

বর্তমানে বিসিআই-এর কোন দায়িত্ব নেই রানার কাঁধে, কারণ ছুটিতে রয়েছে ও। এবারের ছুটিতে ল্যাটিন আমেরিকায় এসেছে শুধু মুক্তো সংগ্রহ করার জন্যে। এ-ও এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার। তবে শিকারের কোন ইচ্ছে না থাকায় সঙ্গে করে রাইফেল আনেনি। আর সাধারণত ছুটিতে থাকার সময় সঙ্গে কোন পিস্তল বা রিভলভার রাখে না ও। এই মুহূর্তে অস্ত্র বলতে শুধু ছুরি রয়েছে ওর কাছে, সাগরের তলায় নামার সময় দরকার হতে পারে বলে সঙ্গে রেখেছে। ছুরিগুলো দীর্ঘদিনের পুরানো, বহুকাল ধরে ব্যবহার করছে।

ছুটছে রানা, ঠাণ্ডা মাথার ভেতর কাজ চলছে। সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করছে ও, রণকৌশল ঠিক করে রাখছে। খুনী দু'জন নিশ্চয়ই কোন বোট থেকে এসেছে। বোটটা নির্ঘাত বড় আকৃতিরই হবে, সেজন্যেই কম পানিতে ঢুকতে পারেনি সেটা। পাহাড়ী ঢালটা পায়ে হেঁটে পেরিয়ে এসেছে ওরা। সেই পথেই ফিরে যাচ্ছে, অজ্ঞান মেয়েটিকে নিয়ে।'

ওদের বোটটা দেখতে চায় রানা। আরও জরুরী ব্যাপার হলো, পাহাড়ী ঢালের মাথায় ওদের আগে পৌঁছুতে হবে ওকে। ছোটার গতি ক্রমশ বাড়ছে ওর। গাছপালা ঢাকা ঢালের মাথায় উঠে এল, লোক দু'জনকে এখনও দেখতে পাচ্ছে না। ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছে।

কিনারার কাছে পৌঁছুতেই বোটটা দেখতে পেল রানা। তীর থেকে দুশো গজ দূরে নোঙর ফেলেছে। চল্লিশ ফুট লম্বা, দুই এঞ্জিনের একটা ইয়ট, সেলুন ও ফ্লাই ব্রিজ উঁচু মঞ্চের ওপর। বোটের নিচে, পানিতে, নীল ও সাদা ডোরাকাটা শার্ট পরা এক লোককে দেখা গেল। বড় একটা ডিঙি নৌকোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ডিঙিটা বোটের গায়ের কাছে ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। দেখে মনে হলো, তীরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। ডান দিকে চট করে একবার তাকিয়ে দেখে নিল রানা খুনী দু'জন ফিরছে কিনা। ঘন একটা ঝোপের ভেতর বসে পড়ল, আবার বিনকিউলার তুলল চোখে। ইয়টের ফোরডেকে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজনের কাপড়চোপড় ডিঙিতে দাঁড়ানো লোকটার মত, দাঁড়িয়ে আছে গ্যাংওয়েতে। বাকি দু'জনের দিকে ফোকাস ফেলল রানা। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল সঙ্গে সঙ্গে।

দু'জনের একজন রোগা, মুখটা সরু। হাঁটার সময় প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে তার শরীর সামান্য ঝাঁকি খাচ্ছে, ঘন ঘন হাত ও মাথা নাড়ার মধ্যে ভাঁড়সুলভ একটা ভঙ্গি আছে। তাকে রানা চেনে। তবে ওর মনোযোগ কেড়ে নিল দ্বিতীয়

লোকটা, যে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন একটা মূর্তি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তীরের দিকে।

মুখের রঙ প্রায় ধূসর, কান দুটো অসম্ভব খাড়া। এতটা দূর থেকে চোখের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তবে না দেখেও ওগুলোর বর্ণনা দিতে পারবে রানা। চোখের সাদা অংশটুকু কালচে হয়ে গেছে, তার ওপর লাল সরু দাগ পড়ছে অনেকগুলো। দু'বছর আগে লোকটার চুল ছিল রেশমের মত ঝলমলে ও কালো, এখন সব সাদা হয়ে গেছে। তার চুলের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের জন্যে দায়ী রানা ও সোহানা।

কোন লোকের কাছ থেকে চুরি যাওয়া বিশ লাখ ডলারের হীরে কেড়ে নাও, তারপর তাকে তিনদিন ধরে ধাওয়া করো, বাজি ধরে বলা যায় তার চুল সাদা হয়ে যাবে। বিশেষ করে লোকটা যদি পেনিফিদার হয়, যার জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই।

পেনিফিদার ও ক্রুনেল।

চোখে বিনকিউলার তোলার পর পাঁচ সেকেন্ড পেরিয়েছে। ওটা নামিয়ে ধীরে ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে পিছু হটতে শুরু করল ও, যতক্ষণ না জমিনের একটা ভাঁজের আড়ালে পড়ে গেল ইয়টটা। এখন ও জানে, খুনটা কার নির্দেশে হয়েছে। একটা মেয়েকে খুন, আরেকটাকে অপহরণ। এর মধ্যে আরও বড় কিছু আছে। কি হতে পারে, সেটা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। আপাতত ওর কর্তব্য পরিষ্কার। ওদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে অন্ধ মেয়েটাকে।

উত্তর দিকে এগোল রানা, সরু একটা পথ ঢালের ঠোঁটের দিকে এগিয়ে গেছে, যেদিক দিয়ে উঠে আসবে খুনী দু'জন। ভাল বা নিরেট কোন আড়াল নেই এদিকে। লোকগুলো ঢালের ঠিক যেখানটায় উঠে আসবে বলে ধারণা করল ও, তার বিশ গজ সামনে একটা গাছ রয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক নিচে নেমে এসেছে সূর্য, পথের ওপর লম্বা ছায়া পড়েছে গাছটার। খাপ থেকে ছুরি বের করে গাছের দিকে ফিরে দাঁড়াল রানা। অপেক্ষা করছে।

রানার অপেক্ষার মধ্যে কোন অস্থিরতা নেই। ওর মন খালি হয়ে আছে, স্থির হয়ে আছে শরীরটার মতই। নিষ্পলক চোখের নড়া বাদে প্রাণের আর কোন লক্ষণ নেই। ওই গাছ, মাটি বা আশপাশের বাতাসের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই ওর। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে।

এ হলো নিনজুৎসু-র একটা কৌশল, পুরোপুরি চোখের সামনে থেকেও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে ধরা না পড়া। বলা হয় আগেকার দিনে নিনজায় সুদক্ষ গুরুরা নাকি কারও চোখে ধরা না পড়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন। ঢালের মাথায় উঠে দশ গজ না এগোনো পর্যন্ত খুনীরা যদি ওকে দেখতে না পায়, তাতেই সন্তুষ্ট রানা। লড়ার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে ও, কিন্তু লক্ষ রাখবে লোক দু'জন যাতে গুলি করতে না পারে। গুলি হলে ইয়ট থেকে শুনতে পাওয়া যাবে, তাহলে...

ঢালের মাথায় প্রথমে একজনকে দেখা গেল, যে লোকটা মেয়েটাকে ধরে রেখেছিল। সামান্য হাঁপাচ্ছে সে, ঘামে ভিজে গেছে মুখ। সাদা শার্ট ও কালো

স্ল্যাকস পরা অপর লোকটা কয়েক পা পিছনে রয়েছে। এ লোকটা আকারে বড়, কাঁধে অজ্ঞান মেয়েটা পড়ে থাকায় সামান্য ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, বলল, 'আমাকে একটু বিশ্রামে দাও, বব।' গলাটা বেসুরো, কর্কশই বলা যায়।

ঠাণ্ডা, প্রায় নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। একজনের কাঁধ থেকে আরেকজনের কাঁধে চলে গেল মেয়েটা। দু'জনেই জর্জ লরেন্স হোলস্টার পরে আছে, স্প্রিং ক্লিপ সহ। প্রতিটি হোলস্টারে একটা করে .৩৮ স্পেশাল বডিগার্ড, ফাইভ শট হ্যামারলেস রিভলভার।

এবার সামনে থাকল বড় আকৃতির লোকটা, বালিবহুল জমিনের ওপর ক্লান্ত, ভারি পা ফেলে হেঁটে আসছে। দু'বার রানাকে ছুঁয়ে গেল তার দৃষ্টি, কিন্তু দেখতে পেল না। রানার কাছ থেকে আট কদম দূরে যখন, হঠাৎ বোধোদয় ঘটল তার, চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাতটা উঠে গেল শোল্ডার হোলস্টারে।

রানার ছুরি ধরা হাতের কব্জি ঝাঁকি খেল। ভারি ছুরিটার পিছু ধাওয়া করল ও। ছুরির এগারো ইঞ্চি লম্বা ফলা নাভির ঠিক ছয় ইঞ্চি উপরে ঢুকল, ওপর দিকে মুখ করে থাকায় বিঁধে গেল হৃৎপিণ্ডে। হোলস্টারের স্প্রিঙ ক্লিপ থেকে রিভলভারটা বের করে এনেছে লোকটা, এই সময় মারা গেল সে। সৈকতে খুন হওয়া মেয়েটার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি।

লোকটা পড়ে যাচ্ছে, লাফ দিয়ে বাধাটা টপকাল রানা। দ্বিতীয় লোকটার দৃষ্টিতে ভোজবাজির মত উদয় হলো ও—বাদামী ও অর্ধনগ্ন একটা প্রাণী, চোখ দুটো চকচকে কালো। রানাকে মানুষ হিসেবে চিনতে পারলেও, বিশ্বাস করতে পারল না, বিস্ময়ের মাত্রা এতই প্রবল। দীর্ঘ একটা বাহু লম্বা হলো; লোহার চিমটের মত রানার বুড়ো আঙুল ও তর্জনী চেপে ধরল তার ওপরের ঠোঁট, নাকের ঠিক নিচে—সামনের দিকে ঝাঁকি দিতেই ব্যথায় কাতর একটা চিৎকার বেরিয়ে এল লোকটার গলা থেকে।

মাটিতে মুখ থুবড়ে, উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা, তার গায়ের ওপর পড়ল মেয়েটা। মুখ থুবড়ে পড়ল বলেই রিভলভারের বাট ধরা তার হাতটা নিজের শরীরের নিচে চাপা পড়ে গেল।

লোকটার মাথার তেল-চকচকে চুল মুঠো করে ধরল রানা, কপালটা দ্বিতীয়বার সজোরে ঠুকে দিল মাটিতে, অপর হাত দিয়ে তার গা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল মেয়েটাকে। পরমুহূর্তে ঝট করে উঁচু করল মাথা, একই সঙ্গে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল লোকটার ঘাড়ের পিছনে।

অস্পষ্ট হলেও, মট করে একটা শব্দ ঢুকল রানার কানে।

সিধে হলো ও, ছুরিটা উদ্ধার করার জন্যে ফিরে এল প্রথম লোকটার কাছে। বালিতে ঘষে ফলাটা পরিষ্কার করল ও, ঢুকিয়ে রাখল খাপের ভেতর। মেয়েটার কাছে ফিরে এসে অনায়াসে তাকে তুলে নিল দু'হাতে, ফিরতি পথ ধরে দ্রুত হাঁটা ধরল, ঢাল বেয়ে বাম দিকে নেমে যাচ্ছে—এ-পথে গেলেই জার্কার বোটের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো যাবে।

সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে রানার মাথা, সম্ভাবনাগুলো বিবেচনা করছে। কম করেও

বিশ মিনিট পর সঙ্গীদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে পেনিফিদার, কি ঘটছে দেখার জন্যে তীরে কাউকে পাঠাবে সে। আরও পনেরো মিনিট পর আশপাশের পানিতে একটা বোট খুঁজতে বেরুবে তার ইয়ট। কোন বোট দেখলেই সেটাকে চ্যালেঞ্জ করবে ওরা, সার্চ করবে।

জার্কার বোট মান্ধাতা আমলের, এই সময়ের ভেতর সেটায় চড়ে পালানো সম্ভব নয়।

একমাত্র সমাধান হতে পারে গুহা। সাগর থেকে সরাসরি ওটার ভেতর ঢুকে পড়তে পারে ওরা। দ্বীপের উত্তর প্রান্তে ওটা, একটা বাঁকা বাহু আড়াল করে রেখেছে। শুধু আশপাশের দ্বীপবাসীরা চেনে, বাইরের কারও জানার কথা নয়। প্রবেশমুখটা যথেষ্ট চওড়া, পাল নামিয়ে নিলে অনায়াসে ভেতরে ঢোকা যাবে। ওখানে ওরা ঘণ্টা দুয়েক নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে পারবে। আর সন্ধের পর ওদেরকে খুঁজে পাওয়া পেনিফিদারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ওর হাতে নেতিয়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। হালকা শরীর, সম্ভবত এক শো দশ পাউন্ড হবে। সরু হাড়ের ওপর ভরাট মাংস, হাতগুলো যথেষ্ট লম্বা। কাছ থেকে দেখায় বয়স সামান্য বাড়ল, বিশ কি একুশ হবে। মুখে কোন তিল বা দাগ নেই, নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো যে-কোন মেয়ের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করবে। চেহারাটা সুন্দর, সন্দেহ নেই, তবে যতটা না সুন্দর তার চেয়ে বেশি মিষ্টি ও সরল। রানার মনে হলো, অসহায় একটা শিশুকে ধরে আছে ও। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর—লোভ নয়, গোপন কোন আকাঙ্ক্ষা নয়, রোমাঞ্চ বা পুলকও নয়, মেয়েটা যেন ওর ভেতর কোথাও একটা ছিপি খুলে দিয়েছে, বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে কোমল স্নেহ।

যা ঘটার ঘটে গেছে, কিন্তু মেয়েটা জানে না। জ্ঞান ফিরলে, অন্ধ চোখের পাতা খুললে, রানার মুখে শুনতে হবে তাকে, তার বান্ধবী বেঁচে নেই।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। বালিময় পথের ওপর, যেখানে একটা পাম গাছ দাঁড়িয়ে আছে, দু'জন লোককে দেখা গেল।

একটা লাশের পাশ থেকে সিধে হয়ে দাঁড়াল ক্রুনেল ম্যাকার্থি, ভেজা হাতটা শার্টের কিনারায় মুছল। 'ববকে মারা হয়েছে ঘাড়ের হাড় ভেঙে,' বলল সে, সরে এসে দ্বিতীয় লাশটার পাশে বসল।

ট্রাউজারের পকেটে হাত গলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টমাস পেনিফিদার, চেহারা দেখে মনে হতে পারে সাংঘাতিক একঘেয়েমিতে ভুগছে সে। 'মারা হয়েছে ঘাড় মটকে,' বিড়বিড় করল, জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা দিল দ্বিতীয় লাশটার পাঁজরে। 'আর এটাকে মারা হয়েছে ছুরি দিয়ে?'

'হ্যাঁ, বোঝাই তো যাচ্ছে, বস্।'

'কি ধরনের ছুরি?'

'বড় কোন ছুরি।' ক্ষতটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ক্রুনেল। 'এত বড় গর্ত পেন্সিল দিয়ে সম্ভব নয়।' নিজের চারপাশে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সে, হাড়সর্বস্ব মুখে সরু হয়ে উঠল চোখ দুটো। 'আমার ধারণা, ছুরিটা ছোঁড়া হয়েছিল। অচেনা

কাউকে কাছাকাছি হেঁটে আসতে দিয়ে ভুল করেছে ফারগুসন। ভুল করলে তার মাসুল তো দিতেই হবে।'

নিষ্প্রাণ চোখ মেলে পশ্চিম দিকে তাকাল পেনিফিদার, অস্তগামী সূর্য সাগরটাকে লাল টকটকে ইস্পাতের বিশাল একটা চাদরে পরিণত করেছে। 'রানা?' প্রায় কোমল শোনাল তার গলা, প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল সে।

'রানা? মাসুদ রানা?' ক্রুনেলের ভুরু জোড়া আরও একটু কোঁচকাল। 'এখানে কোত্থেকে আসবে সে? বস্, আপনার কি…!'

কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল পেনিফিদার। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন ভাবছে সে, চেয়ে আছে কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হল না।

'কেন, এ-কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন, বস্?' আবার জিজ্ঞেস করল ক্রুনেল।

'তার ছুরি খেয়ে মারা গেছে, এমন লোক আমি দেখেছি,' বিড়বিড় করছে পেনিফিদার, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

'কিন্তু বস্, আপনার মত আমিও জানি রানা ছোট ছুরি ব্যবহার করে,' বলল ক্রুনেল। 'এটার তুলনায় সেগুলো আলপিন।'

'রানা,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল পেনিফিদার, এখন আর ক্ষীণ সন্দেহটুকুও নেই। 'কেন বা কিভাবে, তা বলতে পারব না,' দৃষ্টিতে প্রাণ ফিরে এল। 'তবে রানা যে এখানে ছিল, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু…।'

'কোন কিন্তু নেই। এরকম যে ঘটবে, আমি জানতাম। তোমাকে বলিনি, তাকে আমি অনুভব করতে পারি? গত বছর আমি আমস্টারডামে ছিলাম, মনে হলো আশপাশে কোথাও আছে সে। কি, মনে পড়ে? তোমাকে বললামও কথাটা, আর তার দু'ঘণ্টা পরই তাকে আমরা দেখতে পেলাম—রেলস্টেশন থেকে মেয়েটার হাত ধরে বেরিয়ে আসছে। সেবার আমার কাছে অস্ত্র ছিল না, তাই লাগাতে চেষ্টা করিনি। আরও দু'বার আমার অনুভূতি সাবধান করে দিয়েছে আমাকে। দু'বারই জরুরী কাজে ছিলাম, পিছু নিতে পারিনি। কিন্তু আমি জানি, ওর নিয়তিই ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এবারই বোধহয় শেষ বার। অর্থাৎ এবার আমার প্রতিশোধ নেয়ার পালা।'

'কিন্তু একা শুধু রানা নয়, বস্, ওর বান্ধবীও আপনার অনেক ক্ষতি করেছিল,' মনে করিয়ে দিল ক্রুনেল। রানা ও সোহানা প্রসঙ্গে আলোচনা করা বসের একটা বাতিকে পরিণত হয়েছে, জানে সে। বসের জীবনে ওরা দু'জন একটা অভিশাপ। দু'বছর আগে বিশ লাখ ডলার দামের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল ওরা। বসের এই বাতিকটা নিয়ে ক্রুনেল খানিকটা চিন্তিতও বটে। দু'বছর আগে সেই দিনটির পর থেকে বসের মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব লক্ষ্য করছে সে। প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব কষার গুণ অটুটই আছে, তবে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে সামান্য হলেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ক্রুনেল অনেক বছর ধরে পেনিফিদারের সঙ্গে আছে, তার ধারণা বস্ একা মাসুদ রানার সঙ্গে এখন আর পেরে উঠবেন না। গত এক ঘণ্টায় যা ঘটেছে, সেজন্যে মনে মনে খুশিই হলো

ক্রুনেল। এই দ্বীপে এমন কেউ আছে যার সঙ্গে পাল্লা দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। 'আমাদের এই ক্ষতি দৈত্যটা পছন্দ করবে না, বস্,' আসলে ঠিক উল্টোটা বোঝাতে চাইল সে।

'সে হাসবে,' আক্রোশে হিসহিস করে উঠল পেনিফিদার।

দৈত্যটা হাসবে, কোন সন্দেহ নেই; জানে ক্রুনেল। মনে মনে স্বস্তিবোধ করল সে। পেনিফিদারের পরাজয় উপভোগ করবে দৈত্য, দলের পরাজয় তার কাছে তেমন গুরুত্ব পাবে না। হাসবে সে, মেয়েটাকে আটক করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে। তবে পেনিফিদার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, এ-কথা এখনও বলা যায় না। 'সে কি লন্ডনে, বস্?' জানতে চাইল ক্রুনেল।

'তাই তো থাকার কথা। ড. জিমসনকে সরাতে হবে না?'

'ও, হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় ড. জিমসনকে ইহলোক থেকে ছুটি দিতে হবে,' বলে হাসল ক্রুনেল। 'যাক, অন্তত কয়েকটা দিন দৈত্যটা আমাদেরকে বিরক্ত করতে পারবে না। আর মেয়েটাকে যে বা যারাই কেড়ে নিয়ে যাক, এখনও খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি।' কপালে হাত রেখে সাগরের দিকে তাকাল সে, একজোড়া জেলে নৌকা ধীরগতিতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। 'সন্ধের আগ পর্যন্ত খুঁজব আমরা। তারপর ফিরে যাব পানামায়। ভাড়াটে যত লোক পাওয়া যায়, সবাইকে ডাকবে তুমি। রেডিওতে এখনই খবর পাঠাও শহরে। এয়ারপোর্ট ও হাইওয়েতে পাহারা বসাও। শহর আর বন্দরগুলোয় স্থানীয় লোকদের কাজে লাগাও। সবাইকে জানিয়ে দাও কি রকম দেখতে সে।'

'সে? মাসুদ রানা? বস্, ব্যাপারটা স্রেফ আপনার অনুমান!'

চোখ নামিয়ে লাশটার দিকে তাকাল পেনিফিদার, চেহারায় কোন ভাব ফুটল না, সজোরে লাথি মারল লাশের গায়ে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে। 'হ্যাঁ, অনুমানই। কিন্তু ওর ব্যাপারে আমার অনুমান কখনও মিথ্যে হয় না।'

দুই

আকস্মিক দ্রুতগতিতে পরপর কয়েকবার পরস্পরকে আঘাত করল লম্বা ফলা দুটো।

'না-না-না!' মাথা নেড়ে, চিৎকার করে, পিছিয়ে এলেন প্রফেসর মালটেজি নিগুয়েডা, তীক্ষ্ণাগ্র অসি নিচু করে ছাদের অ্যাসফল্ট মেঝের দিকে তাক করলেন। 'আপনাকে আগেও আমি বলেছি, সিনোরিনা—আক্রমণটা নিচের দিকে হলে তলোয়ারটাকে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করবেন না, বিশেষ করে আপনার প্রতিপক্ষ যদি দক্ষ ফেনসার হন। ষাট দাগে বা তার ওপরে আক্রমণ হলে, অবশ্যই ঠেকাবেন। পঁচিশ বা তার নিচের রেখায় হামলা করা হলেও প্রতিপক্ষের ফলাকে ঠেকানো কঠিন। কিন্তু আরও নিচে হলে যদি ঠেকাবার চেষ্টা করেন, সেটা হবে

স্রেফ নির্বুদ্ধিতা!' রেগে গিয়ে কখনও ফ্রেঞ্চ কখনও স্প্যানিশ ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ভদ্রলোক।

'কিন্তু কাজ তো হলো,' মাস্কের পিছন থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল সোহানা। 'ঠেকিয়ে তো দিলাম।'

'ঠেকিয়ে দিলেন! ঠেকিয়ে দিলেন?' ফেনসিং মাস্টারের গলা চড়ল আরও, এক ঝটকায় মুখের মাস্ক সরিয়ে ফেললেন তিনি। 'আমি আপনাকে এখানে শেখাতে এসেছি, তাই নয় কি? আপনার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে এসেছি কি, সিনোরিনা? তরবারি চালনার শিল্প শিখতে চান আপনি, ঠিক? ট্যাকটিকস, ম্যানিপুলেশন, স্টাইল, আর্ট—এসবই আপনাকে শেখাতে হবে। কাজেই, শিখতে হলে সঠিক পদ্ধতিতে শিখতে হবে আপনাকে, সিনোরিনা!'

'দুঃখিত,' ম্লান গলায় বলল সোহানা। 'ভুলে গিয়েছিলাম।'

কটমট করে তাকালেন প্রফেসর মালটেজি নিগুয়েডা, টেনে নামালেন মাস্কটা, নির্দেশ দিলেন, 'এনগেজ!'

তরবারির ফলা দুটো এক হলো।

পেন্টহাউস-এর ছাদে, একটা বেতের চেয়ারে বসে রয়েছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মারভিন লংফেলো। সাদা কাপড়ে মোড়া মূর্তি দুটোর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাঁর অফিস হোয়াইট হলে, সোহানার এই পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট তাঁর যাবার পথেই পড়ে, সুযোগ পেলেই একবার দেখা করে যান ওর সঙ্গে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট সোহানা চৌধুরীকে বয়সের কারণে তিনি যেমন স্নেহ করেন, তেমনি ওর যোগ্যতার কারণে সমীহও করেন। বিএসএস যখন অসংখ্য দু'মুখো সাপের ছোবল খেয়ে ধসে পড়তে যাচ্ছিল, বিসিআই তখন অনুরোধে সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়—ধার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল প্রথমে মাসুদ রানাকে, পরে সোহানা চৌধুরীকে। এখনও ওরা দু'জন বিএসএস-এর উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সেই সূত্রেই রানা ও সোহানাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হয়েছে মারফিন লংফেলোর। ওদের দু'জনের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে বিএসএস, সেজন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কখনও কুণ্ঠিত হন না তিনি। তবে সম্পর্কটা শুধুই অফিশিয়াল বা আনুষ্ঠানিক নয়, ব্যক্তিগতভাবে ওদের দু'জনকে তিনি ভারি পছন্দ করেন, রীতিমত সামাজিক একটা সম্পর্কও গড়ে তুলেছেন।

বিরাট ধনী পিতার একমাত্র কন্যা সোহানা, ইংল্যান্ডে ওর বহু সয়-সম্পত্তি আছে। রানার মত ওরও আছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট।

বিএসএস-এর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করলেও, বিসিআই-এর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে হয় রানা ও সোহানাকে। তবে এবার রানার মত সোহানাও ছুটিতে রয়েছে। কাজ নিয়ে রাশিয়ায় ছিল সোহানা, ছুটি পাবার পর ওখান থেকে আশরাফ চৌধুরীকে নিয়ে চলে এসেছে ইংল্যান্ডে। আশরাফ চৌধুরী ওর মামাতো ভাই, বয়েসে সোহানার চেয়ে দু'চার বছরের বড় হলেও সম্পর্কটা বন্ধুর মত। আশরাফ চৌধুরী মস্কোয় একটা ইউনিভার্সিটিতে অঙ্কশাস্ত্র পড়ায়। শুধু যে অঙ্কেই তার আগ্রহ তা নয়, বিভিন্ন শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য তার। 'পণ্ডিতপ্রবর ভীতুর ডিম,'

বলে তাকে খেপায় সোহানা। অভিযোগটা সত্যি বলেই এতদিন মুখ বুজে মেনে নিয়েছে আশরাফ চৌধুরী। কিন্তু এবার ইউনিভার্সিটি থেকে পাওনা ছুটি পেয়ে সোহানার খোঁচার জবাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে সে, বড় কোন বিপদে ফেলে পরীক্ষা করো আমাকে, দেখা যাক সত্যি আমি ভীতু কিনা। খুশি মনেই মস্কো থেকে তাকে লন্ডনে নিয়ে এসেছে সোহানা, যদিও ছুটির মধ্যে বিপদে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে ওর নেই, আর নিরীহ গোবেচারা মামাতো ভাইটিকে বিপদে ফেলার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার পিছনে গোপন একটা ইচ্ছে আছে ওর। বছর কয়েক আগে প্রেমে বিফল হওয়ার পর মেয়েদের দিক থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আশরাফ, প্রতিজ্ঞা করেছে 'নারী জাতীয় গোটা প্রাণীকূলকে' সযত্নে এড়িয়ে চলবে সে। সোহানার জেদ, তার এই ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙতেই হবে। লন্ডনে ওর যত বান্ধবী আছে তাদের সবার সঙ্গে আশরাফের পরিচয় করিয়ে দেবে ও, তারপর দেখবে কিভাবে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে সে। ইতিমধ্যে কয়েকটা পার্টিতে তাকে নিয়েও গেছে সোহানা, ওর বান্ধবীদের সঙ্গে পরিচিত হতে আপত্তি করেনি আশরাফ। এটাকে সুলক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছে ও।

ফেং, সোহানার প্রৌঢ় বাটলার, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ছাদে, তার পিছু পিছু এল একহারা গড়নের এক বাঙালী তরুণ—মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে, কি কারণে যেন সারাক্ষণ লজ্জা পাচ্ছে।

'শুনলাম আপনি নাকি আমেরিকায় পালাবার কথা ভাবছেন?' তরুণের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন মারভিন লংফেলো, ইঙ্গিতে বেতের একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। আশরাফ চৌধুরীর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে তাঁর।

'আমি ছুটিতে লন্ডনে এসেছি শুনে ডিউক ইউনিভার্সিটির হেড অব দ্য স্ট্যাটিসটিক্স একটা প্রস্তাব দিয়েছেন,' ঠোঁটের লাজুক হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। 'সাতদিনে সাতটা লেকচার দিতে হবে। কিন্তু সোহানা মানা করায় ওদেরকে আমি বলে দিয়েছি সময় করতে পারলে আগামী বছর যাব।'

ওদেরকে কফি পরিবেশন করল ফেং।

আশরাফ চৌধুরীর শখ হলো অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে গবেষণা। এসব তার পোষায়, কারণ বছর কয়েক আগে তার লেখা একটা অঙ্কের বই যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্কুলে পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় প্রতি বছর রয়্যালিটি বাবদ প্রচুর টাকা পায় সে।

যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত পদশব্দ উঠল, তারপরই শোনা গেল ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষ। 'না!' ক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রফেসর মালটেজি নিগুয়েডা। 'কোথায় আপনার ইন্টেলিজেন্স, সিনোরিনা? নাকি আপনাকে আমি সাধারণ মেয়ে বলে ধরে নেব? আপনাকে আমি স্টপ-হিট করার সুযোগ দিয়েছি, ঠিক? আই মেক আ ওয়ান-টু উইথ আ স্টেপ ফরওয়ার্ড অন দ্য ফার্স্ট ফেইনট, দেন ডিজএনগেজড টু লাঞ্জ। বাট ডু ইউ মেক দ্য স্টপ-হিট? নো! ইউ ডিফেন্ড উইথ আ সিম্পল প্যারি। দেখা যাচ্ছে এখানে স্রেফ সময়ের অপচয় করছি আমি,' শেষ কথাটা বললেন

স্প্যানিশ ভাষায়।

'আপনার লাঞ্জ আমাকে ছুঁতে পারত,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল সোহানা।

'আপনার আঘাতটা আসবে আগে,' চিৎকার করছেন প্রফেসর নিগুয়েডা। 'হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার ইফ মাই ওউন হিট ফলোজ?'

'ইট উড ম্যাটার…,' থেমে গেল সোহানা। এক মুহূর্তের জন্যে মাস্ক খুলে ঝলমলে হাসি উপহার দিল ও, ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, 'আসুন, আবার শুরু করি।'

খানিক নরম হলেন প্রফেসর নিগুয়েডা। 'আমাকে বলা হয়েছে ফেনসিঙে আপনি মাসুদ রানার কাছে হাতেখড়ি নিয়েছেন। শুনে ভাবলাম, আমাকে তাহলে বেশি খাটতে হবে না। কারণ তাকে আমি শিখিয়েছি, জানি সে কেমন শেখাবে। কিন্তু আপনাকে দেখে…,' তিনিও মাঝপথে থামলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আবার।'

তরবারির ফলা এক হল, সেই সঙ্গে মুচকি হাসি ফুটল মারভিন লংফেলোর ঠোঁটে। আশরাফ বলল, 'অবাকই লাগছে আমার। ভেবেছিলাম খুব ভাল ফেনসিং জানে সোহানা।'

'প্রফেসর নিগুয়েডার আলোচনা শুনে বিভ্রান্ত হবেন না,' বললেন মারভিন লংফেলো, হাসছেন তিনি। 'তাঁর রাগের কারণ হলো, অত্যধিক ঝুঁকি নিচ্ছেন মিস সোহানা। দেখছেন না, ট্রেনিঙের সময়ও ফয়েল নয়, আসল ইস্পাতের সোর্ড ব্যবহার করেছেন উনি। ঝুঁকি নেয়াটা ওঁর স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য। মুশকিল হলো, শেখাতে এসে বারবার বিপদের মুখে পড়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক।'

'সত্যি নাকি, রানার কাছ থেকে হাতেখড়ি নিয়েছে সোহানা?'

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'ওঁর কাছ থেকেই তো শিখেছেন সোহানা, নিয়মের কথা ভুলে গিয়ে সুযোগ পেলেই আঘাত হানো। তবে মি. রানার বৈশিষ্ট্য হলো, ইচ্ছে করলে নিয়মের বাইরে না গিয়েও লড়তে পারেন। কিন্তু সোহানা অধৈর্য, নিয়ম ধরে শিখতে হলে খাটতে হবে তাঁকে।'

'আঙুল! আঙুল! আপনি আঙুল ব্যবহার করবেন, সিনোরিনা!' আবার বিস্ফোরিত হলেন প্রফেসর নিগুয়েডা। 'কবজি দিয়ে ব্লেড চালাবে একটা বোকা! আপনার হাতে ওটা তরবারি, সিনোরিনা, টেনিস ব্যাট নয়!'

'র‍্যাকেট,' পরামর্শ দেয়ার সুরে বলল সোহানা।

'আই বেগ ইওর পার্ডন, ওটা টেনিস র‍্যাকেট নয়। কাজেই ওটাকে আপনি আঙুল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করুন। নিন, আবার শুরু করুন, প্লীজ।'

'আপনি, মি. লংফেলো?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ। 'খেলাটা জানেন? ওদের সঙ্গে কখনও খেলেছেন?'

'খেলাটা জানি, তবে যুদ্ধটা জানি না,' মৃদু হেসে বললেন বিএসএস চীফ। 'তবে আজকাল আর খেলি না, বয়স বেড়ে গেলে ক্ষিপ্রতা কমে যায়। হ্যাঁ, মি. রানার সঙ্গে খেলেছি বটে, বেশ কয়েকবারই খেলেছি। ওর কোঅর্ডিনেশন অত্যন্ত ভাল। ফেনসিং-এর আসল কথা হলো, সেন্স অব পয়েন্ট…।'

'মানে?'

'প্রতিপক্ষ আর তার ব্লেডের কাছ থেকে কতদূরে, কোথায়, কি অবস্থায় রয়েছে আপনার পয়েন্ট, এটা সঠিকভাবে জানতে হবে আপনাকে, শুধু অনুভবের দ্বারা। কাজটা সহজ নয়। চোখ বুজে চেষ্টা করে দেখুন, দেখবেন এক ফুট ভুল জায়গায় আন্দাজ করছেন আপনি। এ-ব্যাপারে মি. রানার সেন্স দারুণ।'

'আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম। ফেনসিং সম্পর্কে রানার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলুন, প্লীজ।' মুচকি হাসি ফুটল আশরাফ চৌধুরীর ঠোঁটে, জানে রানার প্রশংসা করতে পছন্দ করেন মারভিন লংফেলো। 'যদি কখনও ওর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় আমাকে, কাজে লাগবে।'

হেসে ফেললেন বিএসএস চীফ। 'রানার কোন অভ্যেস বা ঝোঁক নেই। এনগেজমেন্ট, থার্স্ট, প্যারি—কোন ব্যাপারেই নির্দিষ্ট কোন ভঙ্গি বিশেষভাবে প্রিয় নয় ওর। কখন কি করতে যাচ্ছে, আন্দাজ করা কঠিন। ওহ্ মাই গড!' মুখে একটা হাত তুললেন মারভিন লংফেলো, চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন। এইমাত্র একটা পর্ব শেষ হলো। এক মুহূর্তের জন্যে প্রফেসর নিগুয়েডা ও সোহানা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর ফেনসিং মাস্টার ঘুরলেন, পিস্ট-এর কাছে দাঁড়ানো টেবিলের কাছে হেঁটে এলেন, নামিয়ে রাখলেন তরবারি ও মাস্ক।

সোহানা বলল, 'আমি দুঃখিত।'

প্রফেসর নিগুয়েডা ওর দিকে তাকালেনই না।

'কি ঘটল বলুন তো?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'ছুটে এসে আক্রমণ করেছিলেন প্রফেসর,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'প্রথমে পিছু হটার কথা সোহানার, কিন্তু তিনি তা না করে প্রথমে ঠেকান। এরপর ওঁর নিচের দিকে আক্রমণ করেন প্রফেসর। তবু পিছু হটেননি আপনার বোন। এবার শুধু ঠেকাননি, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পাল্টা আঘাত করেছেন। নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, তবে কাজ হয়েছে।'

ওদের দিকে হেঁটে এল সোহানা, তরবারিটা ডান হাতে, মাস্কটা ওই একই দিকের বগলের তলায়। ওকে আসতে দেখে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল।

'ওস্তাদ বোধহয় খেপে গেছেন,' বললেন মারভিন লংফেলো।

ঠোঁট ওল্টাল সোহানা। 'প্রথমে আমি আক্রমণ করেছিলাম, সেটা ব্যর্থ হওয়ায় আমাকে পিছু হটতেই হবে, এর কোন মানে আছে?' আশরাফের দিকে তাকাল সে। 'কফি খেয়েছ, আশরাফ?'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'তোমার মুখ ঘামে ভিজে গেছে। লেডিজ আর ওনলি সাপোজড টু গ্লো।'

'ফেনসিং জ্যাকেট আর একজোড়া ব্রেস্ট প্রোটেক্টর পরে কিছুক্ষণ লাফাও, দেখো কি হয়।'

'ব্রেস্ট প্রোটেক্টর?' আশরাফের চোখে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। 'আচ্ছা! তবে, না, চ্যালেঞ্জটা আমি গ্রহণ করব না—ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে...।'

প্রফেসর নিগুয়েডাকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল সে।

নিজের মাস্ক ও তরবারি নিয়ে আসছেন প্রফেসর, চোখ গরম করে তাকিয়ে আছেন সোহানার দিকে।

গলা সামান্য একটু চড়িয়ে মারভিন লংফেলো সোহানাকে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, প্রফেসর ডেবরানকে খবর দিলেই হবে। আরও ভাল হয় যদি প্রফেসর হেমারকে ডাকি। দু'জনেই ওরা খুব নাম করেছেন...।'

'হেমার? ডেবরান?' অবিশ্বাসে প্রায় চমকে উঠলেন প্রফেসর নিগুয়েডা। মারভিন লংফেলোর দিকে কটমট করে তাকালেন তিনি, তারপর ফিরলেন সোহানার দিকে। হঠাৎ করে তাঁর সরু, অভিজাত চেহারায় বিষণ্ণ হাসি ফুটল। বাম হাতটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, একটা বাউট শেষ হলে সেটাই নিয়ম। 'আমার ডিসকার্টেসি ক্ষমা করবেন, সিনোরিনা—তবে, সত্যি আপনি বিপদকে মোটেও ভয় পান না।'

'আমি জানি। আগামী হপ্তায় ভয় পাবার চেষ্টা করব।' উষ্ণ হাসি দেখা গেল সোহানার সুন্দর মুখে। 'আপনি আসছেন তো?'

'না এসে উপায় নেই।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রফেসর নিগুয়েডা। 'হপ্তায় মাত্র এক ঘণ্টা, এতে কাজ হবে না, সিনোর।' সোহানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'নিজেকে আপনি প্রতিদিন তিন ঘণ্টার জন্যে আমার হাতে ছেড়ে দিন, ছ'মাসের মধ্যে আপনাকে আমি এমন একজন ফেনসারে পরিণত করব, আপনার তুলনায় হেমারকে মনে হবে...মনে হবে কাঠুরে।'

প্রফেসর নিগুয়েডা চলে যাবার পর মারভিন লংফেলোর উদ্দেশে হাসল সোহানা। 'ধন্যবাদ। আপনার কৌশলে কাজ হয়েছে।'

'আমি এক প্রাচীন কৌশলী,' বলে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন বিএসএস চীফ। 'এবার আমাকে ওই গুণটা চর্চা করতে যেতে হয়।'

'ডেস্কের কাজ পাঁচ মিনিট পড়ে থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বসুন দেখি, আরেক কাপ কফি খান।'

'একান্তই যদি না ছাড়েন, আধ কাপ,' বলে আগের চেয়ারটায় বসে পড়লেন মারভিন লংফেলো। আশরাফও বসল, তার পাশের চেয়ারে বসল সোহানা। 'ভাল কথা, বৃহস্পতিবারে আমার সঙ্গে ডিনার খাওয়া সম্ভব কিনা?' এক মুহূর্ত থেমে আশরাফের দিকে তাকালেন তিনি। 'প্রশ্নটা আপনাকেও করছি, আপনি যদি লন্ডনে থাকেন।'

অমায়িক হেসে আশরাফ বলল, 'ইতিমধ্যে আপনি জেনে ফেলেছেন, আমাকে ফেলে কোথাও যাবে না সোহানা।'

'ডিনারের আমন্ত্রণ কখনও প্রত্যাখ্যান করতে নেই,' হেসে উঠে বলল সোহানা। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো? হঠাৎ ডিনারের আমন্ত্রণ—স্রেফ সামাজিকতা, নাকি আপনার অপ্রীতিকর কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্ক আছে?'

'সামাজিকতাই বলা যায়, গত হপ্তায় আপনি আমাকে ডিনার খাইয়েছেন,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'না, অপ্রীতিকর কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তবে ডিনারের পর আমার এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ড. জিমসন, ড. প্যাকার্ড জিমসন, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু।'

'জিমসন...ড. জিমসন...,' এক মুহূর্ত চিন্তা করল সোহানা। 'ও, হ্যাঁ, হিস্টোরিয়ান। ইন সালাহ্‌তে যে রোমান প্যাপিরাস পাওয়া গেছে তার অর্থ উদ্ধার

করেছেন ভদ্রলোক।'

ড. জিমসনের সঙ্গে পরিচয় নেই, তবে আশরাফও তাঁর নাম শুনেছে। তাঁর কৃতিত্বের খবরটা কাগজে পড়েছে সে। রোমান আমলের কিছু প্যাপিরাস পাবার পর বহু চেষ্টা করেও লেখাটার কোন অর্থ উদ্ধার করা যাচ্ছিল না। অবশেষে ড. জিমসন সফল হয়েছেন। প্যাপিরাসে পাওয়া সূত্র ধরে খোঁজার পর মাটির তলায় পাওয়া গেছে গোটা একটা শহর। কোথায় যেন জায়গাটা...।

'টাডেমাইট মালভূমিতে,' সোহানাকে বললেন মারভিন লংফেলো। 'ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, ইচ্ছে করলে আপনি একবার বেড়িয়েও আসতে পারেন। যদি যান, ছুটির সময়টা ভালই কাটাতে পারবেন। খুব ছোট একটা আর্কিওলজিক্যাল টীম কাজ করছে ওখানে, প্রফেসর হোয়াইটস্টোন-এর অধীনে। কথাটা তুললাম এই জন্যে যে আপনি যদি যান, বৃহস্পতিবারের আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ, ড. জিমসনকে বললে তিনি আপনার যাবার সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

'বলছেন, এটা কোন কাজ নয়?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সোহানা।

'নয়,' বললেন মারভিন লংফেলো, ভাবলেশহীন চেহারা। 'কাজ একটা আছে বটে, তবে সেজন্যে মি. মাসুদ রানাকে দরকার হবে আমার। বলতে পারেন, এই মুহূর্তে কোথায় ছুটি কাটাচ্ছেন তিনি?'

'ছুটির সময় আমি কোন কাজ করতে রাজি নই,' বলল সোহানা। 'প্রশ্ন হলো, সাহারার মাঝখানে কেন আমি ছুটি কাটাতে যাব? প্রত্নতত্ত্ববিদরা কি নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন? নাকি তাদের রাঁধুনি দরকার?' রানার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল সোহানা।

'সঙ্গ দেয়ার বা রাঁধার জন্যে মিসেস হোয়াইটস্টোন আছেন,' অন্যমনস্কভাবে বললেন মারভিন লংফেলো। 'স্টকহোমে একটা কনভেনশনে রয়েছেন ড. জিমসন। আমাকে ফোন করেছিলেন। খানিকটা ব্যাকুল, খানিকটা সতর্ক বলে মনে হলো তাঁকে আমার। মনে হলো তাঁর ধারণা মালভূমিতে গোলমেলে কিছু ঘটছে। সেটা কি হতে পারে, আমার কোন ধারণা নেই। তবে আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন কাউকে একবার পাঠাই ওখানে, স্রেফ একটু নজর রাখার জন্যে।'

আশরাফ বলল, 'ব্যাপারটা অস্পষ্ট, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানি।' কাঁধ ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'ড. জিমসন আমার পুরানো বন্ধু, আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে চাই।' সোহানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'অফিস থেকে কাউকে পাঠাতে পারি না, জানা কথা। ভাবলাম আপনি ছুটিতে আছেন, বললে হয়তো ওদিকে বেড়াতে যেতে পারেন। আশা করি বৃহস্পতিবারে দেখা হলে ড. জিমসন সব কথা খুলে বলবেন।'

'ঠিক আছে, আগে ভদ্রলোকের কথা শোনা যাক। কাজটার খরচ জোগাচ্ছে কে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন মারভিন লংফেলো, তারপর বললেন, 'ক্যানিং, তবে ব্যাপারটা গোপনীয়। ভদ্রলোক নিজের প্রচার একেবারেই পছন্দ করেন না। কত বছর ধরে জনহিতকর কাজ করছেন তিনি, কিন্তু নিজের নাম কখনও প্রকাশ হতে দেননি।'

'আমাদের অফিসে যতগুলো চ্যারিটি সার্কুলার আসে, তার অর্ধেকেরই প্যাট্রন

তিনি,' বলল সোহানা। 'স্যার ভিক্টর ক্যানিং। উনি কি রাজকীয় পদক পেতে যাচ্ছেন?'

'দু'বার প্রত্যাখ্যান করেছেন।' দাঁড়ালেন মারভিন লংফেলো। 'বৃহস্পতিবার কখন ও কোথায়, ফোন করে জানাব আমি।'

'ঠিক আছে।'

আকাশের অনেক ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ। ঠাণ্ডা জোছনায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে মেয়েটার মুখ। জার্কার বোটের তলায় শুয়ে আছে সে, পিঠের নিচে মোটা একটা কম্বল, গায়ে উলের চাদর। জার্কার বাড়ি থেকে রানার ব্যাগগুলো নিয়ে আসা হয়েছে, এক ঘণ্টা হলো বাতাস আর স্রোত পেয়ে নর্থ প্যাসেজ ধরে তরতর করে এগোচ্ছে বোটটা।

অবশেষে নড়ে উঠল মেয়েটা। চোখের পাতা বার কয়েক কাঁপল, খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড আর নড়ল না সে। পাশেই বসে আছে রানা, হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে গিয়েও ছুঁলো না ও। ধীরে ধীরে সতর্ক একটা ভাব ফুটছে মেয়েটার চেহারায়। হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মোচড় খেল শরীরটা, চোখে বিহ্বল দৃষ্টি, হাত-পা ছুঁড়ে গা থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল চাদরটা।

'ভয় পাবার কিছু নেই,' নরম সুরে বলল রানা। 'তোমার বিপদ কেটে গেছে।' হাত বাড়িয়ে মৃদু চাপ দিল কাঁধে।

স্থির হলো মেয়েটা। দৃষ্টিহীন চোখে সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তের জন্যে তার নাকের ফুটো দুটো চওড়া হলো, দ্রুত শ্বাস টানল সে। 'কে?'

'তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ,' আশ্বাস দিল রানা। 'সৈকতে যারা তোমাকে ধরেছিল তাদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

'জানি,' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা, উচ্চারণ ভঙ্গিই বলে দেয় উত্তর আমেরিকার মেয়ে। 'আমি জানি। তোমার গায়ে অন্য রকম গন্ধ।'

হেসে ফেলল রানা। 'শুনে খুশি হলাম।'

মেয়েটার মাথা সামান্য একটু ঘুরল। 'বোটে আরেকজন আছে।'

বোটের পিছনে কালো ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকাল রানা। 'হ্যাঁ, ও জার্কা। ওকেও তোমার ভয় পাবার দরকার নেই। আমরা দু'জনেই তোমাকে সাহায্য করছি। অনেস্ট।'

'প্লীজ...,' দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে ধরার চেষ্টা করল মেয়েটা। '...আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি...।' একটা গড়ান দিয়ে রানার কোলের ওপর উঠে পড়ল সে, গলা লম্বা করে বোটের বাইরে বমি করল। এক সময় শান্ত হলো সে, আবার একটা গড়ান দিয়ে উঠে বসল, হেলান দিল রানার বুক আর কাঁধে। লোনা পানিতে রুমাল ভিজিয়ে তার মুখটা মুছে দিল রানা। 'দুঃখিত,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটা।

'চিন্তার কিছু নেই, তোমাকে ওরা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল, এ তারই প্রভাব।'

ধীরে ধীরে মেয়েটার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। তার মুখ দেখে রানা বুঝতে পারল, কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা করছে সে। তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল, শরীরটা মুচড়ে রানার দিকে ফিরল খানিকটা, ওর একটা কাঁধ খামচে ধরল।

'জুলি?'
চাদর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা খালি হাত, শক্ত করে সেটা ধরল রানা। 'জুলি মানে তোমার সঙ্গে যে মেয়েটা ছিল?'
'হ্যাঁ। আমার বোন। কোথায় সে? প্লীজ?' আশঙ্কায় ভেঙে গেল গলাটা।
'মনটাকে শক্ত করো,' নরম সুরে বলল রানা। 'খবর ভাল নয়। পৌঁছুতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। তোমার বোন···জুলি বেঁচে নেই।'
ভাঁজ খেয়ে ফুলে উঠল মেয়েটার মুখ। দু'চোখ বেয়ে হড়হড় করে পানি গড়াল। রানার বুকে মুখ গুঁজে কপালটা ওর কাঁধে ঘন ঘন ঘষল। খানিক পর ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'ওরা তাকে খুন করেছে?'
'হ্যাঁ। বিনকিউলার দিয়ে দেখেছি আমি। অনেক দূরে ছিলাম, কিছুই করতে পারিনি।'
'কি দেখেছেন বলুন আমাকে।'
'নিজেকে কষ্ট দিয়ো না,' পরামর্শ দিল রানা।
'না, আমি শুনতে চাই।'
মৃদু গলায়, ধীরে ধীরে, সৈকতে দেখা দৃশ্যটা বর্ণনা করল রানা। একসময় থামল ও। ওর কাঁধে মুখ ঘষল মেয়েটা। তারপর স্থির হয়ে গেল। দশ মিনিট এক চুল নড়ল না। এটা তার একার যুদ্ধ, মেনে নেয়ার চেষ্টা। জার্কা বা রানা, কেউ কোন কথা বলল না। শুধু পানির ছলছলাৎ আর বোটের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ শোনা গেল। তারপর একসময় রানার কাঁধ থেকে মুখ তুলল মেয়েটা, ঘৃণায় কুঁচকে আছে। গলাটা তিক্ত কান্নার মত শোনাল। 'কেন? জুলিকে কেন? এর কোন অর্থ নেই! ওর মত ভাল মেয়ে হয় না। ওহ্ গড, হোয়াই?'
'নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ওকে মারল, তোমাকে মারল না। এখন থাক, পরে এ ব্যাপারে কথা বলা যাবে। আগে তুমি সুস্থ হও।'
মনে হলো রানার কথা শুনতে পায়নি মেয়েটা। খানিক পর নিচু গলায় বলল, অন্ধ চোখ আকাশের দিকে স্থির, 'আইন ওদের কিছুই করতে পারবে না। এখানে অন্তত নয়। ওহ্ গড, ওদেরকে আমি খুন করতে চাই! হ্যাঁ! জুলিকে যারা মেরেছে তাদেরকে খুন করতে পারলে জীবনে আর কিছু চাই না আমি।'
'কাজটা করা হয়েছে,' বলল রানা।
ঝট করে ওর দিকে ফিরল মেয়েটা। 'তুমি?'
মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর মনে পড়ল মেয়েটা অন্ধ। 'হ্যাঁ।'
'কিন্তু ওদের কাছে আর্মস ছিল! যে লোকটা আমাকে ধরেছিল···।'
'হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু ব্যবহার করার সুযোগ পায়নি।'
'আমার স্যার মাসুদ রানার কাছে ছুরি ছিল,' এই প্রথম কথা বলল জার্কা।
'মাসুদ রানা?'
'আমি,' বলল রানা।
'শুধু নামটা বলবে? পরিচয় দেবে না?'
'বাংলাদেশের নাম শুনেছ? ট্যুরিস্ট, বেড়াতে এসেছি।'
'তুমি···তুমি কালো?'

'হ্যাঁ।'
কয়েক মুহূর্ত পর মেয়েটা বলল, 'কিভাবে কি ঘটল সব বলো আমাকে।'
বলবে কি বলবে না ভেবে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। জেদি মেয়ে, না শুনে ছাড়বে না। কি ঘটেছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ও। কথা শেষ হতে রানার মুঠো থেকে নিজের আঙুলগুলো ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা, ওর বাহু ছুঁলো, তারপর আঙুল বোলাল কাঁধ ও বুকে। সবশেষে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'তুমি ওদেরকে খুন করতেই চেয়েছিলে?'
'না। আমাকে দেখে যদি রিভলভারে হাত না দিত, ওদেরকে আমি আটক করার চেষ্টা করতাম। তবে মেরেছি বলে দুঃখিত নই। এরপর আর কাউকে খুন করতে পারবে না ওরা।'
ক্লান্ত, আড়ষ্ট হাসি ফুটল মেয়েটার মুখে। 'তুমি নিশ্চয়ই অদ্ভুত···অসাধারণ একটা মানুষ। আমার ভাল লাগছে। কিন্তু এর জন্যে তোমাকে ঝামেলায় পড়তে হবে না তো?'
'না। অন্তত আইনগত কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না। ইয়টের লোকগুলো এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না। শোনো, মেইনল্যান্ডে যাচ্ছি আমরা, দক্ষিণ দিক থেকে পানামা সিটিতে উঠব। ভোর হবার আগে পৌঁছুতে পারব বলে মনে হয় না। তার আগে তোমার সব কথা জানা দরকার আমার। খানিক পরে হলেও···।'
'আমি এখুনি বলতে চাই।'
'লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি শুতে চাও?'
'না। আমি হেলান দিয়ে থাকায় তোমার কষ্ট হচ্ছে?'
'না-না!' মেয়েটার শোক ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে পারল রানা, এমন কি একজন অচেনা পুরুষের বাহুবন্ধনের ভেতরও খানিকটা সহানুভূতি ও সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছে সে। 'শুতে বলছিলাম আরও আরাম পাবে ভেবে। এবার, প্রথম কথা, পেনিফিদার নামে কোন লোককে তুমি চেনো কিনা?'
সরু ভুরু জোড়া কুঁচকে চিন্তা করল মেয়েটা। 'আমার চেনা উচিত?'
'তাকে আমি ইয়টে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, তোমাকে ধরার জন্যে ওদের দু'জনকে সে-ই পাঠিয়েছিল।'
'আমাকে ধরার জন্যে আর জুলিকে খুন করার জন্যে,' সজোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়েটা, হঠাৎ উথলে ওঠা শোক সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে। 'দুঃখিত। জুলি ছাড়া আর কেউ নেই আমার। ও না থাকায় সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম আমি। না, পেনিফিদার নামে কাউকে চিনি না। আমাকে সে ধরতে চাইবে কেন?'
'ওটাই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। পেনিফিদার মানে হলো বিপদ। সে আমেরিকান, আন্ডারগ্রাউন্ডের কুখ্যাত অপারেটর। সাধারণত ছোট কোন কাজে হাত দেয় না সে। আমার মনে হয় না মুক্তিপণ আদায় করার জন্যে তোমাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল সে। তোমার টাকা-পয়সা খুব বেশি নাকি?'
মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'সব মিলিয়ে আটশো ডলারের মত আছে ব্যাঙ্কে।'
'তুমি কি সরকারি কোন দফতরে চাকরি করো? এই ধরো···।'
'না। কি ধরব?'

'ইন্টেলিজেন্স?'

ভেতরে হাসি থাকলে ফেটে পড়ত মেয়েটা। 'তোমার ধারণা, অন্ধ মেয়েদেরও ইন্টেলিজেন্সে নেয়া হয়?'

'আরও অনেক অদ্ভুত ঘটনা জানি আমি। নেভার মাইন্ড। বড় কোন কোম্পানিতে আছ কি? ইনডাস্ট্রিয়াল সিক্রেটস?'

'কেন তোমার মনে হলো আমি কাজ করতে পারি?' মেয়েটার গলায় কৌতূহল।

'কাজ পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়, তোমার চেহারা অন্তত তাই বলে,' সুরটা স্বাভাবিক, তবে নিশ্চিত একটা ভাব আছে রানার গলায়; বোনকে হারাবার শোকে কাতর হলেও প্রশংসা শুনে মুহূর্তের জন্যে আনন্দময় পুলক অনুভব করল মেয়েটা। সে কিছু বলার আগে আবার বলল রানা, 'শোনো, সব কথা শোনা দরকার আমার। তুমি বরং প্রথম থেকে শুরু করো, শোনার পর আমি হয়তো বুঝতে পারব তোমার প্রতি এত কেন আগ্রহ পেনিফিদারের।'

'ঠিক আছে।' ধীরে ধীরে শুরু করল মেয়েটা, মাঝে মধ্যে দীর্ঘ বিরতি নিল, রানা তাকে বাধা দিল না।

তার নাম জেনি উডহাউস। মা-বাবা দু'জনেই মারা গেছেন। পরিবারটি কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসে, এগারো বছর বয়সে মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও, চোখ দুটো হারাতে হয়। এখন তার বয়েস বাইশ, জানে জীবনে কখনও দেখতে পাবে না। তার বোন, জুলি, ওর দেখাশোনা করত। এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় ভুগত জেনি, কারণ ও একা হয়ে যাবে বলে জুলি তার বয়ফ্রেন্ডকে বিয়ে করতে পারছিল না, ফলে নিজেকে অপরাধী লাগত তার। 'শেষ পর্যন্ত আমি একজন বয়ফ্রেন্ড খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করি,' বলল জেনি। 'মনের সায় ছিল না, কিন্তু সমস্যার আর কোন সমাধানও পাচ্ছিলাম না। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো আমার।' রানা অনুভব করল, জেনি কাঁধ ঝাঁকাল। 'মাত্র দু'জনের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেলাম। আমার জানা হয়নি কি রকম দেখতে তারা। নিজে আমি কি রকম দেখতে, এমন কি তা-ও আমি ভুলে গেছি। প্রথম ছেলেটার কাছে আমি সম্ভবত একটা খেলনার মত ছিলাম, কিছুদিন মেলামেশার পর আমার বিশ্বাস অর্জন করল সে, তারপর একদিন একসঙ্গে শুলাম আমরা—ব্যস, তার কাছে আমি পুরানো হয়ে গেলাম। আমাকে ফেলে চলে গেল সে। রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল জুলি। জীবনে সেই প্রথম ওকে আমি রাগতে দেখি। দ্বিতীয় ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছিল, কিন্তু আমার অন্ধত্বের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না তার। তবে খুবই ভদ্র ছেলে, এত ভদ্র যে আমাকে ছেড়ে যেতে বিবেকে বাধছিল তার। সম্পর্কটা আমিই ভেঙে দিই। কারণ এর কোন পরিণতি ছিল না। দুঃখিত, আসলে এসব তুমি শুনতে চাইছ না, তাই না?'

কথা বলার সুযোগ পেয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে জেনি, ওষুধ হিসেবে কাজ দিচ্ছে। 'তুমি বলে যাও, জেনি। তোমার সব কথাই আমি শুনতে চাই।'

বলার কথা অল্পই বাকি আছে। জুলি ছিল অত্যন্ত দক্ষ একজন সেক্রেটারি,

টপ এক্সিকিউটিভ অফিসাররা ঠিক যে-ধরনের সেক্রেটারি পছন্দ করেন। বোনের সঙ্গে থেকে ডিকটাফোন টাইপিস্ট হিসেবে ট্রেনিং নেয় জেনি...

কথাটা বলার সময় মাথাটা সামান্য একটু ঘোরাল জেনি। রানা ধারণা করল, কাহিনীর এই অংশটুকু বোধহয় সত্যি নয়। যে-কোন কারণেই হোক, এটুকু বানিয়ে বলছে মেয়েটা। কারণটা হয়তো আত্মমর্যাদা। কিছুই গোপন করছে না সে, কাজেই একটা মাত্র মিথ্যে বলায় তাকে চ্যালেঞ্জ না করার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

দুই বোন ওরা একসাথে কাজ করত, নির্দিষ্ট কোথাও নয়, বলা যায় ফ্রিল্যান্সার ছিল ওরা। কখনও কানাডায়, কখনও যুক্তরাষ্ট্রে, একনাগাড়ে বেশিদিন কোথাও থাকত না। বেশিরভাগ সময় কাজ করেছে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহকারী কোম্পানির সঙ্গে। দু'একটা খনি ও তেল কোম্পানির কাজও করেছে। তবে গোপন এমন কিছু জানত না জুলি যা ক্রিমিন্যাল অর্গানাইজেশনের কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। জুলিও না, সে-ও না।

'আমরা ছুটিতে ছিলাম,' বলল জেনি। 'জুলি একটা গাড়ি ভাড়া করে, মেক্সিকোর ভেতর দিয়ে এদিকে চলে আসি আমরা। ভারি রোমাঞ্চকর একটা জার্নি ছিল। জুলি ছিল আমার চোখ, চারদিকের দৃশ্য এত সুন্দর বর্ণনা করতে পারত, সব প্রায় দেখতে পেতাম আমি। তারপর আমরা ভাবলাম, এত দূরে যখন এসেই পড়েছি, পানামা না দেখে ফিরছি না। তা-ও দেখা হলো, এবার পানামা থেকে আমাদের ফেরার পালা। গাড়ি রেখে বোট ভাড়া করব, ওই বোটে চড়েই যাব নিউইয়র্কে, অথবা সান ফ্রান্সিসকোয়, প্ল্যান করা হলো।'

বুদ্ধিটা এল জুলির মাথায়, এত তাড়াতাড়ি না ফিরে পার্ল আইল্যান্ডে গেলে কেমন হয়? সে যুক্তি দেখাল, তারা দুই বোন চিরকাল তিন হাজার মাইল চওড়া একটা জমিনে বসবাস করছে, জীবনে কখনও কোন দ্বীপে পা ফেলেনি—শুধু লং আইল্যান্ড বাদে, তবে ওটাকে তো আর গোনার মধ্যে ধরা যায় না।

কাজেই ছোট একটা স্টীমারে চড়ে পানামা সিটি থেকে সান মিগুয়েল-এ চলে এল তারা। সেই একই বিকেলে একটা মোটর বোট ভাড়া করা হলো, উদ্দেশ্য ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপগুলোর মাঝখানে ঘোরাঘুরি, তারপর নির্জন কোন একটা দ্বীপে শুয়ে রোদ পোহানো ও গোসল করা।

'জানি গোটা ব্যাপারটাই এক ধরনের পাগলামি ছিল,' বলল জেনি। 'তবে পুরো ছুটির সময়টাই সমস্ত কিছু ঝোঁকের মাথায় করেছি আমরা, কোন বিপদ তো হয়ইনি, বরং প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। জুলি একটা বীচ পছন্দ করল। আমরা যখন তীরে ভিড়ছি, ছোট একটা ইয়টকে পাশ কাটাতে দেখে ও। মনে পড়ছে, ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাও বলি আমরা। কারণ তার আগে পর্যন্ত ওদিকে আমরা কোন মানুষ বা বোট কিছুই দেখিনি। বীচে আছি ঘণ্টাখানেক হবে, এই সময়...।'

গলাটা কেঁপে গেল জেনির, কষ্ট করে একটা ঢোক গিলল সে।

'হ্যাঁ, বলো,' তাগাদা দিল রানা।

'হঠাৎ জুলি বলল, দু'জন লোক আসছে। আমার মনে হয় আমরা দেখতে পাবার আগেই সৈকতে নেমে এসেছিল লোকগুলো। জুলির গলা শুনে বুঝতে

পারলাম অস্থির হয়ে উঠেছে সে, ভয় পাচ্ছে। আমাকে ধাক্কা দিয়ে বোটে তোলার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ওরা আমাদেরকে ধরে ফেলল।'

রানার বুকে হেলান দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জেনি, চোখ দুটো বন্ধ। তারপর বলল, 'এরপর কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমার চেয়ে তুমিই বোধহয় ভাল জান। এ-পর্যন্ত যা শুনলে, কোন লাভ হলো?'

'না, কোন তথ্য বা সূত্র পেলাম না,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'যতটুকু বুঝতে পারছি, ওদের শুধু তোমাকে দরকার ছিল। জুলিকে পালিয়ে যেতে দিলে অপরাধের একজন সাক্ষী থেকে যায়, তাই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওর ব্যাপারটাকে এমন ভাবে সাজাতে চেয়েছিল, দেখে যাতে মনে হয় তোমরা ডুবে মারা গেছ—জুলির লাশটা তীরে এসে ঠেকে, তোমারটা স্রোতের টানে ভেসে যায়। এ থেকে আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়।'

'কি ব্যাপার?'

'আগে বা পরে তোমাকেও ওরা মেরে ফেলত।'

'জীবনে কারও সঙ্গে আমাদের ঝগড়া পর্যন্ত হয়নি, কেন কেউ আমাদেরকে মেরে ফেলতে চাইবে?' জেনির গলায় নির্ভেজাল বিস্ময়। 'কিভাবে ঘটেছে সেটা না হয় জানলাম, কিন্তু কেন ঘটেছে তার উত্তর কে দেবে?'

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'ঘটনার এখানেই শেষ নয়। পেনিফিদারকে চিনি। তোমাকে যদি তার দরকার থাকে, হাল ছাড়বে না।' কেঁপে উঠল জেনি, আবার বোধহয় অসুস্থ বোধ করছে। ব্যাগ থেকে ব্র্যান্ডির ছোট্ট ফ্লাস্কটা বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'ধরো এটা, একটা চুমুক দিলে ভাল লাগবে।'

ফ্লাস্কটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে মেয়েটাকে সাহায্য করল রানা। ছোট ছোট ঢোক গিলে বেশ খানিকটা ব্র্যান্ডি খেল সে। একটু পরই তার কাঁপুনি থামল। 'দুঃখিত। লোকটাকে যে আমি ভয় পাচ্ছি তা নয়। জীবনের প্রতি যতটুকু মায়া থাকলে মৃত্যুকে ভয় পায় মানুষ, ততটুকু মায়া আমার ভেতর আর নেই—জুলি নেই, কাজেই কিছুই আর আমি গ্রাহ্য করি না। তবে তুমি যদি ওই লোকটাকেও খুন করতে, আমার ভাল লাগত।'

'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়াবেও তাই—হয় সে, নাহয় তুমি।'

রানার কোলের ওপর জেনির শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

রানা বলে চলেছে, 'বাস্তব পরিস্থিতি তুমি মেনে নিতে পারবে, বুঝতে পারছি বলেই কথাটা বললাম, জেনি। শোনো। যেখানেই তুমি পালাও, তোমাকে পেনিফিদার হাতের মুঠোয় না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটার ইতি ঘটবে না। কিংবা সে মারা না যাওয়া পর্যন্ত। কাজেই এখন থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে।'

ধীরে ধীরে শিথিল হলো জেনির পেশী। 'পানামা সিটিতে পৌঁছুলাম আমরা, তারপর তুমি আমাকে পুলিসের কাছে নিয়ে যাবে?'

'তুমি যদি চাও। তবে তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। পেনিফিদারের যোগাযোগ একটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের চেয়েও বেশি। ভোরের

মধ্যে পানামার প্রায় সব ক'টা গুণ্ডা তার পক্ষ থেকে তোমাকে খুঁজতে বেরুবে। পানামা পুলিসের বৈশিষ্ট্য হলো, ওদের কাছে প্রোটেকশন চাইলে মৃত্যুটা আরও তাড়াতাড়ি আসে। টাকা খেয়ে পুলিস অফিসাররাই খুনীদের সুযোগ তৈরি করে দেয়।'

'কিন্তু ক্যানাল জোনে? ওখানেও কি একই পরিস্থিতি? ওদিকটা তো আমেরিকানরা নিয়ন্ত্রণ করে।'

'সব জায়গায় একই অবস্থা। তাছাড়া, খানিক আগে দু'জন আমেরিকানকে পৃথিবী-থেকে ছুটি দিয়েছি আমি।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না জেনি। মাথাটা একদিকে সামান্য কাত হয়ে থাকল, যেন মন দিয়ে রানার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনছে। তার নাকের ফুটো বড় হতে দেখল রানা, অনুভব করল তার আঙুলগুলো ওর বাহুর ওপর নড়াচড়া করছে। বুঝতে পারল, নিজস্ব ভঙ্গিতে ওকে বুঝতে চেষ্টা করছে মেয়েটা, ওর সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পেতে চায়। অবশেষে মুখ খুলল সে, 'তোমাকে খুব অভিজ্ঞ মনে হলো আমার। কিন্তু নিজের সম্পর্কে সব কথা আমাকে জানাওনি।'

'শুধু এটুকু জেনে রাখো, আমার কাছে তুমি নিরাপদ।'

'আর কিছু যদি না জানাতে চাও, তোমাকে আমার রহস্যময় মানুষ বলে মনে হবে।'

'আর কি জানতে চাও তুমি?'

'মাসুদ রানার আসল পরিচয়।'

হেসে উঠল রানা। 'বললে বিশ্বাস করবে, বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করাটা আমার পেশার একটা অংশ বিশেষ? তবে ছুটিতে আছি আমি।'

'প্রাইভেট আই?' জিজ্ঞেস করল জেনি, তাকে রোমাঞ্চিত বলে মনে হলো রানার।

'না, আমি সরকারি চাকরি করি।'

'ও। তারমানে কি জেমস বন্ডের বাস্তব সংস্করণ?'

আবার হেসে ফেলল রানা। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাথেও লিয়াজোঁ আছে আমার,' বলল ও।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটা, তারপর বলল, 'আমার জন্যে অনেক করেছ তুমি, মাসুদ রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে, এরপর কি করবে তা-ও তুমি ভেবে রেখেছ। বলবে আমাকে?'

'পোয়ের্টো দে কোরেরা-র পিছনে, রাস্তার কাছাকাছি ছোট্ট একটা কটেজ আছে আমার। মাইল দুয়েক হাঁটতে পারবে তুমি?'

'পারব। চাদর মুড়ি দিয়ে?'

'জার্কার মেয়েরা তোমার জন্যে কিছু কাপড় ও এক জোড়া স্যান্ডেল দিয়েছে, আপাতত ওগুলো দিয়েই কাজ চালাতে হবে তোমাকে। কটেজের গ্যারেজে আমার একটা গাড়ি আছে বটে, তবে ওটা আমি ব্যবহার করতে চাই না। ওখানে স্রেফ গা ঢাকা দিয়ে থাকব আমরা।'

'কেন?'

'কারণ পানামা থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা খুব বেশি নেই, ইচ্ছে করলে সবগুলোর ওপর সহজেই নজর রাখা যায়। এয়ারপোর্ট বা পোর্টে পেনিফিদারের লোক থাকবে। হাইওয়ে বর্ডার ক্রসিঙেও থাকবে।'

'তার অর্গানাইজেশন এত বড়?'

'পানামায় গুণ্ডাপাণ্ডা ভাড়া করতে বেশি টাকা লাগে না।'

'গা ঢাকা দিয়ে থাকব—কতদিন?'

'সেটা এখনই বলতে পারছি না। দু'তিন দিন পর পরিস্থিতি বুঝে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারব বলে মনে করি। তবে চিন্তা কোরো না, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে না দিয়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না। দরকার হলে আমি আমার বন্ধুদের সাহায্য চাইব।'

'পানামায় তোমার বন্ধু আছে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা বলল, 'না, পানামায় নেই। তবে আমি ডাকলে দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুক তারা, ছুটে চলে আসবে।'

'তাহলে বলা যায় ভাল লোকের হাতেই পড়েছি আমি,' বিড়বিড় করল জেনি, নড়েচড়ে রানার কোলের ওপর পিঠ আর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল সে, চোখ বুজল। অনুভব করল, তার গায়ের চার ধারে চাদরটা গুঁজে দিচ্ছে রানা।

'তুমি ঘুমোও, জেনি,' কোমল সুরে বলল রানা। 'কোন চিন্তা নেই।'

প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁ মিডনাইট সান-এ ডিনার সারল ওরা।

'নক্ষত্ররাজির কক্ষপথ ইত্যাদি বিবেচনা করলে,' বলল আশরাফ চৌধুরী, 'আজ যেহেতু বৃহস্পতিবার, সমাজের উচ্চপদে আসীন কারও কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত একটা উপহার পাবার কথা আমার।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সে। 'দিনটার আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাকি আছে আর মাত্র নব্বুই মিনিট। ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড-এর রাশিচক্র মিথ্যে হতে পারে না। বিশাল সব সূর্য, আমাদের কাছ থেকে অকল্পনীয় দূরত্বে, মহাশূন্যে চক্কর দিচ্ছে, খানিকটা কাছাকাছি বেশ অনেকগুলো গ্রহও নিজেদের কক্ষপথ ধরে ঘুরছে—সবগুলো মিলে একযোগে চেষ্টা করছে ঘটনাটা ঘটাবার, সে-চেষ্টা যত সূক্ষ্মই হোক—সমাজের উঁচু পদে আসীন কারও কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত একটা উপহার পাবই পাব আমি। কিন্তু ঘটনাটা তবু ঘটছে না।'

টেবিলে কফি ও ব্র্যান্ডি দিয়ে গেল ওয়েটার।

'সমাজের উঁচু পদে নেই আমি,' বলল সোহানা।

'মি. মারভিন লংফেলো আছেন,' বলল আশরাফ চৌধুরী। 'আমি দেখতে পাচ্ছি, তাঁর হাতের কাছে একবাক্স ভাল চুরুটও রয়েছে।'

হেসে উঠলেন বিএসএস চীফ, বাক্স খুলে চুরুট অফার করলেন আশরাফকে। খাওয়াদাওয়ার পর পরিতৃপ্ত বোধ করছেন তিনি। সোহানার সঙ্গ সব সময়ই ভাল লাগে তাঁর। আশরাফের সান্নিধ্যও তাঁকে আনন্দ দান করছে। দু'জনকে নিমন্ত্রণ করার সময় মনে ক্ষীণ একটু সন্দেহ ছিল তাঁর, ওরা হয়তো নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে তাঁর উপস্থিতি টেরই পাবে না। বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি।

আশরাফ আর সোহানার সম্পর্কটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, দ্বিধাদ্বন্দ্বে আড়ষ্ট নয়, দু'জনের কেউই গোপন জটিলতায় ভুগছে না। যদিও, স্নেহপরায়ণ শুভানুধ্যায়ী হিসেবে মারভিন লংফেলো কামনা করেন, সোহানার এমন একজন বয়ফ্রেন্ড থাকা দরকার যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখবে সে। সোহানা যে সে-ধরনের কোন স্বপ্ন আশরাফ চৌধুরীকে নিয়ে দেখছে না, এটা আজ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

আজ রাতে উজ্জ্বল সবুজ একটা সিল্ক ড্রেস পরেছে সোহানা, স্লিভলেস, সঙ্গে ম্যান্ডারিন কলার। একটি মাত্র অলঙ্কার, একটা ব্রোচ, পরেছে কলারের নিচে—সাদা সোনার ওপর বসানো গাঢ় রঙের নীলা। তার চোখ, নীলার চেয়েও গাঢ়, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে আছে। খুবই কম কথা বলছে সোহানা, তবে মন দিয়ে শুনছে, আশরাফ চৌধুরীর হালকা রসিকতা ভালই লাগছে তার।

'কিন্তু বললে না তো কেন তুমি প্লেনে চড়তে পছন্দ করো না,' আগের কথার খেই ধরে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'ওড়াউড়ির ব্যাপারটা মানুষের জন্যে নয়, পাখির জন্যে,' অলস ভঙ্গিতে অজুহাত দেখাল আশরাফ চৌধুরী।

'আসল কথাটা বলছ না কেন? প্লেনে চড়তে তুমি ভয় পাও, তাই না?' বলল সোহানা। 'অথচ ভয় পাওয়ার সত্যি কিছু নেই। ফ্লাইং ইজ স্ট্যাটিসটিক্যালি ভেরি সেফ, তোমার জানা উচিত।'

'আমি একজন স্ট্যাটিসটিশিয়ান। তুলনামূলক সেফটি ফ্যাক্টর সম্পর্কে অবশ্যই জানি আমি। মস্কো থেকে লন্ডনে আসার পথে পুরোটা সময় হিসাব কষায় ব্যয় করেছি—দুর্ঘটনায় পড়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। কিন্তু আমরা হিথরোতে আসার পর যখন সেফটি-বেল্ট বাঁধতে বলা হলো, আমাকে বাঁধতে হয়নি। মস্কো থেকে প্লেন টেক-অফ করছে যখন, কাজটা তখনই করা হয়ে গেছে।'

হেসে উঠল সোহানা, তাকাল মারভিন লংফেলোর দিকে। 'আপনার বন্ধু ড. জিমসনের সঙ্গে কখন আমরা দেখা করতে যাব?'

'তাঁর প্লেন যদি সময় মত পৌঁছে থাকে, এইমাত্র বাড়ি ফিরে এসেছেন তিনি,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'বিশ মিনিট সময় দেয়া যাক তাঁকে। রওনা হবার আগে ফোনে যোগাযোগ করব আমি।'

'কি নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি, এখনও আমার তা জানা হয়নি,' বলল সোহানা। 'জায়গাটা যেন কোথায়?'

'প্যাপিরাসের লেখা অনুসারে জায়গাটার নাম মাস। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের পরপর নিউমিডিয়ায় একজন রোমান শাসক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ডোমিটিয়ান মাস। প্যাপিরাসের লেখাগুলো তাঁরই।'

'কিন্তু রোমানরা নিশ্চয়ই ইন সালাহ্ পর্যন্ত আসেনি।'

'না, দখল করেনি,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'তবে বার্বারদের অনেক গোষ্ঠীপতির সঙ্গে চুক্তি করেছিল তারা, কাজেই ধরে নেয়া চলে রোমান অফিসাররা ঘন ঘন আসা-যাওয়া করত। ডোমিটিয়ান মাস বার্বারদের এক রাজকুমারীকে বিয়েও করেন। শহরটা রোমানদের পরিচালনায় বার্বারদের দ্বারা তৈরি করা হয়। দীর্ঘদিন মেলামেশা করায় রোমানদের অনেক সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান শিখে

ফেলে তারা, অন্ততঃ ইতিহাস তাই বলে।'

'ইতিহাস মিথ্যে বলে না,' সায় দিল সোহানা। 'মিলটা এখনও চোখে পড়ে। মরোক্কান আর্কিটেকচারের দিকে তাকান।'

'জায়গাটা খুবই ছোট,' বললেন মারভিন লংফেলো, অ্যাশট্রেতে চুরুটের ছাই ঝাড়লেন। 'অনেকটা জর্দানের পেট্রার মত, আমার ধারণা, তবে আরও ছোট।'

'মাটি ফুঁড়ে প্রাচীন একটা শহর পাওয়া গেছে, ভাল কথা,' বলল আশরাফ। 'আবার গোলমাল বাধল কি নিয়ে? ড. জিমসন কোন আভাস দেননি?'

'না, ফোনে আলাপ করতে চাননি,' বললেন বিএসএস চীফ। 'তবে একটু পরেই জানতে পারব আমরা। ফোনে শুধু বারবার বলছিলেন, কিছু একটা গোলমাল আছে। প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের চিঠিগুলো কেমন যেন, ওগুলোয় কি যেন গোপন করার চেষ্টা হয়েছে। প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে কি ব্যাপারে সন্দেহ করেন তিনি, প্রশ্নটা করায় আমার ওপর রেগে গেলেন। জোর দিয়ে বললেন, হোয়াইটস্টোন আমার বাল্যবন্ধু, তাঁকে আমি নিজের মতই বিশ্বাস করি।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'মাস হলো দুনিয়ার শেষ প্রান্ত, ওখানে শুধু হোয়াইটস্টোনের টীম কাজ করছে, লোকাল শ্রমিকরা নেই—তারমানে লেবার প্রবলেমও তো থাকার কথা নয়।'

'আপনি চিঠির কথা বলছিলেন,' এক মুহূর্ত পর বলল সোহানা।

'হ্যাঁ। খোঁড়ার কাজে প্রচুর ব্যয় করেছেন ভিক্টর ক্যানিং। টীমটাকে সেরা ইকুইপমেন্ট দেয়া হয়েছে। আলজিয়ার্স থেকে প্রতি হপ্তায় সাপ্লাই নিয়ে যায় একটা প্লেন। চিঠি-পত্রও বহন করে।'

'ড. জিমসন নিজে কেন গিয়ে দেখে আসছেন না?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

নিজের বুকে একটা আঙুল তাক করলেন মারভিন লংফেলো। 'হার্ট। জায়গাটা অত্যন্ত গরম।' সোহানার দিকে তাকালেন তিনি, চোখে প্রশ্ন।

'খোঁড়াখুঁড়ি দেখতে আমার ভালই লাগবে বলে মনে হয়। আমি কি নিজের চেষ্টায় যাব?'

'গুড লর্ড, নো! আপনি যদি যেতে রাজি হন, ভিক্টর ক্যানিঙের সঙ্গে কথা বলে ড. জিমসনই সব ব্যবস্থা করবেন—আপনি যাতে আলজিয়ার্স থেকে সাপ্লাই প্লেনে চড়তে পারেন।'

'তিনি কি তাঁর উদ্বেগের কথা স্যার ভিক্টর ক্যানিংকে জানিয়েছেন?'

'বলেছেন। হাসেননি ভিক্টর ক্যানিং, মন দিয়ে শুনেছেন, অন্তত শোনার ভান করেছেন। তারপর সান্ত্বনাসূচক কিছু শব্দও উচ্চারণ করছেন। বন্ধু মহলে একটা কথা অনেক আগে থেকেই রটেছে, ড. জিমসন সব ব্যাপারেই একটু বেশি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।'

'ঠিক আছে, যাব আমি। বেড়ানও হবে, প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে আলাপও করা যাবে, ফিরে এসে আমিও কিছু সান্ত্বনাসূচক শব্দ উচ্চারণ করব।'

'আই শ্যাল বি রিয়েলি গ্রেটফুল।'

'কিন্তু একটার চেয়ে দুটো মাথা কি ভাল নয়?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ। 'মানে, বলতে চাইছি, সোহানার সঙ্গে আমিও যেতে পারি? আমার উপস্থিতি গোটা

ব্যাপারটায় অ্যাকাডেমিক কালার এনে দেবে বলে মনে করি। তাছাড়া একা একটা মেয়ে, হোক সে রণরঙ্গিণী, ধু-ধু মরুভূমিতে যদি হারিয়ে যায়, কে তাকে খুঁজে বের করবে?'

চিন্তিত ভাবে মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে।'

সোহানা বলল, 'ধন্যবাদ।' আশরাফের দিকে তাকাল সে। 'চিন্তা কোরো না, প্লেনে আমি তোমার হাত ধরে থাকব, আর স্ট্যাটিসটিক্স্ কোট করব।'

'তা কোরো, আমার টেকনিক্যাল প্রশ্নগুলোর উত্তর পাইলটের কাছ থেকে আদায় করার পর যদি সময় পাও। তবে যাই করো, খবরদার, আমার সেফটি-বেল্ট খোলার চেষ্টা কোরো না।'

তিন

সাত মিনিট পর হাইড পার্কে ঢুকল সোহানার মার্সিডিজ। রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার আগে সবুজ ড্রেসের সঙ্গে মানানসই একটা সিল্ক কোট পরেছে সে। পিছনের সীটে বসেছে আশরাফ, সোহানার পাশে মারভিন লংফেলো। খুক করে কেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ভদ্রলোক, তবে কিছু বললেন না।

'মনে হচ্ছে কি যেন বলতে চান আপনি?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'আভাসে কাজ হয়নি,' বললেন বিএসএস চীফ। 'কাজেই সরাসরি জিজ্ঞেস করি। মি. রানা এই মুহূর্তে কোথায় জানতে পারলে আমার একটা উপকার হত।'

'জানতে পারি, কি ধরনের উপকার?' মৃদু, আড়ষ্ট হাসি সোহানার মুখে।

'আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার, জাপানী টেরোরিস্ট গ্রুপ আকামুডা সম্পর্কে,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'মি. রানা একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, গ্রুপটা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন তিনি।'

আড়ষ্ট ভাবটুকু অদৃশ্য হলো সোহানার চেহারা থেকে। ড্যাশবোর্ডের একটা সুইচ অন করল সে। 'রানার ব্যাপারটা একটু রহস্যময়। গত পনেরো বিশদিন তার কোন খবরই পাইনি আমি। তবে এখন একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'হেঁয়ালি করছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ। 'রানার খবর তুমি রাখো না? কিংবা রানা তোমার খবর রাখে না?'

ইঙ্গিতটা না বোঝার ভান করল সোহানা, মারভিন লংফেলোকে বলল, 'তেইশ শো ঘণ্টায় রানার সঙ্গে প্রায় রোজই আমার কথা হয়, লন্ডন সময়। কিন্তু বেশ ক'টা দিন রানার সাড়া পাচ্ছি না। আপনি বললে এখুনি ওকে পাবার চেষ্টা করতে পারি।'

'তুমি কি রেডিওর কথা বলছ, সোহানা?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ। 'ড্যাশবোর্ডের নিচে অভিধান আকৃতির ওই জিনিসটা সত্যি একটা রেডিও?'

'কেডব্লিউ ২০০০-এ ট্রান্সসিভার, ব্যাটারিতে চলছে। দূরে কোথাও গেলে এই একই জিনিস একটা নিজের সঙ্গে রাখে রানা সাধারণত।'

'তুমি যে রেডিও অপারেটরও, আমার জানা ছিল না,' মন্তব্য করল আশরাফ।

'লাইসেন্সড রেডিও অ্যামেচার।' গ্রসভেনর গেটে ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে গাড়ি থামাল সোহানা, রেডিওর সঙ্গে মাউথপীসটা জোড়া লাগাল। মাউথপীসটা ওর মুখের সামনে ঝুলে রয়েছে।

'এমন কিছু বলো শুনে যেন দুর্বোধ্য লাগে,' আহ্বান জানাল আশরাফ।

'অটোমেটিক সুইচ আছে সেটটায়,' বলল সোহানা। 'কথা বলতে শুরু করলেই মেসেজ পৌঁছে যাবে, আমি থামলেই ওখান থেকে মেসেজ আসবে। হাতের কোন কাজ নেই। টোয়েনটি মিটার ব্যান্ড, স্পট ফ্রিকোয়েন্সি ফরটিন ওয়ান-ওহ্-থ্রী মেগস।'

'নির্ঘাত কৌতুক করছ তুমি,' বলল আশরাফ। 'তোমার কাছ থেকে আভাসে জেনেছি আমি, রানা এই মুহূর্তে আমেরিকা বা আরও দূরে কোথাও আছে—হাইড পার্কের ভেতর দিয়ে যাবার সময় একটা গাড়িতে বসে তার সঙ্গে তুমি কথা বলতে পারো না। এ-সব শুধু টিভির স্পাই-থ্রিলারে সম্ভব।'

'এর আগে এটার সাহায্যে ওর সঙ্গে কথা বলেছি আমি—হংকং, ইন্ডিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ব্রাজিলে ছিল ও।'

'অথচ লন্ডনেরই একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছি আমি, দশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হই!' সামনের দিকে ঝুঁকল আশরাফ। 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম না। তবু যদি যোগাযোগ হয়, ওকে আমি দু'একটা কটু কথা শোনাতে পারব, অনুমতি আছে?'

'অনুমতি নেই, কারণ হ্যালো বলতে হলেও লাইসেন্স লাগবে তোমার। আসলে, রয়্যাল পার্কে থাকার সময় এই রেডিও চালু করা নিষেধ। যদিও কয়েক মিনিটের মধ্যে পার্ক থেকে বেরিয়ে যাব আমরা। আইনটা অবশ্য তেমন কড়াও নয়।' ট্রাফিক লাইট বদলে গেল, মার্সিডিজ ছেড়ে দিল সোহানা।

'অ্যামেচার ব্যান্ড মনিটর করা হয়,' কাঁধের ওপর দিয়ে আশরাফের দিকে ফিরে বললেন মারভিন লংফেলো। 'আইনে আছে, ধর্মীয় প্রচারণা, রাজনীতি ও ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার করা যাবে না। সেক্সও নিষিদ্ধ।'

'শর্ট ওয়েভের মাধ্যমে সেক্স আমাকে বিপুলভাবে আলোড়িত করবে বলে মনে হয় না,' বলল আশরাফ। 'তবে...,' হঠাৎ যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনে চুপ করে গেল সে, পরমুহূর্তে শুনতে পেল মাসুদ রানার ভারী গলা।

'জিথ্রিকিউআরও, জিথ্রিকিউআরও—হিয়ার ইজ জিথ্রিকিউআরএম স্ট্রোক এইচপি কলিং। হাউ কপি?'

সোহানা বলল, 'জিথ্রিকিউআরএম স্ট্রোক এইচপি, হিয়ার ইজ জিথ্রিকিউআরও মোবাইল রিপ্লাইং। তোমার গলা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আমার সঙ্গে আশরাফ ও মারভিন লংফেলো রয়েছেন। হাউ কপি?'

রানা বলল, 'গুড অ্যান্ড ক্লিয়ার। আমার সঙ্গে পূর্ণিমা রয়েছে।'

আয়নায় চোখ পড়তে আশরাফ দেখল, সোহানার চেহারা বদলে গেল। 'হোল্ড ইট,' বলে মার্বেল আর্ক-এর বিশাল চক্করটা ঘুরল সে। খানিকটা এগিয়ে এসে রাস্তার ধারে মার্সিডিজ দাঁড় করাল, বন্ধ করল এঞ্জিন। তারপর মাইকে বলল,

'তোমার সঙ্গে ও কি অনেকক্ষণ থাকবে?'

'সেটা নির্ভর করে চাচা পেনস-এর ওপর।'

এবার মারভিন লংফেলোকে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল আশরাফ, ঝট করে সোহানার দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর চেহারা থেকে হাসিখুশি ভাবটুকু মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

'...আমাদের দু'জনেরই এখানে দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা,' বলছে রানা। 'তবে তারপরও আমি ব্যস্ত।'

'কি নিয়ে ব্যস্ত তুমি?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। তার চেহারায় ব্যগ্র একটা ভাব, আশরাফের মনে হলো কোন সূত্র পাবার আশায় কান খাড়া করে আছে সে।

'পুরানো আরবী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি,' বলল রানা। 'বিশ্বাস করো, দ্রুত শিখছি আমি। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে অনেক দূর এগিয়ে যাব বলে আশা রাখি।'

সোহানার পেশীতে ঢিল পড়ল। 'বেশ ভাল। আমার মনে পড়ছে, সা'দ-এর লম্বা কবিতাটা মুখস্থ করতে পারছিলে না।'

'এখন জিজ্ঞেস করে দেখো না,' রানার গলায় গর্ব। 'শোনো তাহলে...' আরবী কবিতাটা আবৃত্তি করল রানা। মাঝে মধ্যে একটু ইতস্তত করল ও, তবে থামল না। ওর কবিতার একটা বর্ণও বুঝল না আশরাফ। মারভিন লংফেলোও আরবী জানেন না।

ড্যাশবোর্ড থেকে প্যাড আর পেন্সিল নিয়ে তৈরি হলো সোহানা। প্রায় দু'মিনিট আবৃত্তি করল রানা। প্যাডে সোহানা শুধু একটা সংখ্যা লিখল। স্থির হয়ে বসে আছে আশরাফ, কথা বলছে না। রানা ও সোহানা নিজেদের পেশাগত বিষয় নিয়ে আলাপ করছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি আকৃতি পাবে জানা নেই তার, তবু তার তলপেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে।

'কি, কেমন লাগল?' জানতে চাইল রানা।

'মন্দ নয়। উচ্চারণ আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। তবে দ্বিতীয় স্তবকে ভুল আছে একটু। ওখানটায় হবে...,' আরবীতে কিছু বলল সোহানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'শোনো, ট্রাফিক বাড়ছে, কাজেই এখান থেকে সরে যেতে হচ্ছে আমাদের। পরে কথা বলব আবার। দিস ইজ জিথ্রিকিউআরও মোবাইল, অফ অ্যান্ড ক্লিয়ার উইথ এইটি-এইট।'

রানার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করল সোহানা, তারপর রেডিওর সুইচ অফ করে দিল।

'এইটি-এইট কি?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'স্ট্যান্ডার্ড কোড—লাভ অ্যান্ড কিস-এর।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা।

'পেনিফিদার,' ক্লান্তকণ্ঠে বললেন বিএসএস চীফ। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যারনেস ডফিন-এর বিশ লাখ ডলারের হীরে চুরি করেছিল পেনিফিদার দু'বছর আগে, কেসটা তিনি রানা ও সোহানাকে দিয়েছিলেন। সে-যাত্রা হীরে উদ্ধার

হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পেনিফিদার ধরা পড়েনি। তারপর থেকে একের পর এক অনেকগুলো অপরাধ ঘটিয়েছে পেনিফিদার, ব্রিটিশ পুলিস বা ইন্টারপোল তার টিকিটিও ছুঁতে পারেনি। পেনিফিদারের মত ক্রিমিন্যালদের সামলাবার কথা পুলিসের, কিন্তু তারা ব্যর্থ হওয়ায় উদ্বেগের মধ্যে আছেন তিনি।

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'আবার বাড়াবাড়ি শুরু করেছে সে।'

'ঠিক কি ঘটেছে বলুন তো?'

'অসুবিধের মধ্যে আছে রানা। সঙ্গে সঙ্গে কিউটিএইচ দেয়নি, তখনই আমি বুঝে ফেলি। তারপর পূর্ণিমার কথা বলল। পূর্ণিমা হলো বিপদ-এর কোড।' সীটের তলা থেকে ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ গাইড বের করে পাতা ওল্টাতে শুরু করল সোহানা।

'মেসেজ যখন পাঠাতে পেরেছেন, খুব একটা অসুবিধের মধ্যে নিশ্চয়ই নেই?' প্রশ্নের সুরে বললেন মারভিন লংফেলো।

'খুব নয়, জটিল। আরবী কোডে বললেও, অত্যন্ত সতর্ক ছিল রানা। ওর সঙ্গে অন্ধ একটা মেয়ে রয়েছে। পেনিফিদারের দু'জন শিষ্য তার বোনকে খুন করেছে, চেষ্টা করছে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেয়ার। কারণটা জানা নেই রানার। পানামা সিটি থেকে এক ঘণ্টার পথ, একটা কটেজে লুকিয়ে আছে ওরা।'

গম্ভীর হলেন মারভিন লংফেলো। 'পেনিফিদার হাল ছাড়ার লোক নয়।'

'রানা তা জানে বলেই গা ঢাকা দিয়ে আছে। পানামায় আরও ক'টা দিন থাকার ইচ্ছে ওর, বলছে মেয়েটাকে বের করে আনার ব্যাপারে কারও সাহায্য পেলে ভাল হত—এমন কেউ হলে ভাল হয় যার কাভার অটুট আছে।'

'মি. রানার জায়গায় আমি হলেও এরকম সতর্ক হতাম। বিশেষ করে পানামায়। ওঁর কাভার কি নষ্ট হয়ে গেছে?'

'ঠিক জানে না। বলছে, সম্ভবত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারভিন লংফেলো বললেন, 'দেরি হলে ড. জিমসনকে আমরা হয়তো পাব না।'

'আধ ঘণ্টা দেরি এমন কিছু নয়। হিথরো থেকে কাল সাড়ে আঠারো ঘণ্টায় যদি নিউ ইয়র্কের প্লেন ধরি, ওখান থেকে ডিসিএইট-এ চড়ে শনিবার সাড়ে উনিশ ঘণ্টায় পৌঁছুব পানামা সিটিতে।' মোটা বইটা বন্ধ করে স্টার্ট দিল সোহানা। 'অন্তত ড. জিমসনের কি বলার আছে শোনার সুযোগ পাব আজ—আর কাউকে যদি না পাওয়া যায়, পরে এক সময় যাবার প্রস্তাব দিতে পারি আমি।'

'মেয়েটাকে নিয়ে আপনি সরাসরি ইংল্যান্ডে চলে আসবেন?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো।

'তাই আসব বলে ভাবছি। এখানে নিরাপদ থাকবে সে।'

'তারপর?'

'তারপর মানে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহানা।

'আমি আমার অন্যতম উপদেষ্টার কাছ থেকে পরামর্শ চাইছি—পেনিফিদারের কি হবে?'

'আপনার উপদেষ্টা এই মুহূর্তে ছুটিতে আছেন।'

'আনঅফিশিয়ালি পরামর্শ চাওয়ার রীতি কি উঠে গেছে?'

হেসে ফেলল সোহানা। 'পেনিফিদারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত যদি নিতেই হয়, নেবেন আপনার সিনিয়র উপদেষ্টা, মাসুদ রানা। তা-ও সম্ভবত মেয়েটাকে নিরাপদ জায়গায় আনার পর।'

'শেষ পর্যন্ত আমরা দেখছি একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাব বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল আশরাফ।

'তুমি আবার এরমধ্যে আসছ কিভাবে?'

'আমরা মানে তুমি বা তোমরা।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল আশরাফ। সামান্য অপমান বোধ করছে সে। সোহানা তাকে অকস্মাৎ দল থেকে বের করে দিয়েছে। দলে থাকার জন্যে জেদ ধরবে, সে সাহস নেই—পানামা থেকে মেয়েটাকে আনার সময় হয়তো গোলাগুলি হবে। কল্পনার চোখে মারামারি, খুনোখুনির দৃশ্য দেখল সে। ঘেমে গেল হাতের তালু। তবু মরিয়া হয়ে নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষার চেষ্টায় বলল সে, 'কিন্তু ভেবে দেখো, সোহানা, পানামায় এমন একজনকে দরকার হবে তোমার, যার পরিচয় ফাঁস হয়নি। কি, ঠিক বলিনি?' মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিচ্ছে আশরাফ—ছুটি কাটাতে এসে পৈত্রিক প্রাণটা হারাতে চাও নাকি, হাঁদারাম?

নিজের সীটে ঘুরে বসলেন মারভিন লংফেলো, একটা ভুরু কপালে তুলে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'ওখানে কিন্তু কোন সেফটি-বেল্ট নেই।'

'ভেবেছেন আমি তা জানি না? তাহলে শুনুন, ভীতুর ডিম আমি একটা! কিন্তু সোহানার যদি এমন একজনকে দরকার হয়, যে মেয়েটাকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে খিচে দৌড়াবে, প্রতিপক্ষের দৃষ্টি অন্য দিকে সরাবার জন্যে নিজে যাবে আরেক দিকে—আমার চেয়ে আদর্শ প্রার্থী আর পাবে ও?'

মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল সোহানা। 'ওর কথায় যুক্তি আছে। এ আমাকে স্বীকার করতেই হবে, পালাবার ব্যাপারে আশরাফ ভারি ওস্তাদ।'

'মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই,' গম্ভীর সুরে বলল আশরাফ। 'এমনিতেই আজ রাত্তে আমার ঘুম আসবে না। ভাল কথা, পানামায় যাবার ভিসা নেই আমার। জানি, তোমাদের পরিচিত নিশ্চয়ই এমন কেউ আছে...।'

'পানামায় যেতে ভিসা লাগে না। তবু ড্যানিয়েল কারভিনকে ফোন করতে হবে, মেয়েটার জন্যে খালি একটা ফর্ম চাইব।'

পাঁচ মিনিট পর বেইজওয়াটার রোড ছাড়িয়ে এল মার্সিডিজ, বাঁক নিয়ে একটা বাড়ির বাইরে থামল। হাত ধরে সোহানাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করছে আশরাফ, ছোট ও সরু গলিটার শেষ মাথায়, সাদা দরজার সামনে একটা মূর্তিকে দেখতে পেল সে।

মুহূর্তের জন্যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না আশরাফ। ভাল করে দেখার আগেই তার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। অসম্ভব, একটা মানুষের শরীর এত বড় হয় কি করে! শুধু বিশাল তা নয়, আকৃতিটাও বেঢপ। আশরাফের মনে হলো, সে বোধহয় কোন ছায়া দেখছে। তারপর লোকটা নড়ে উঠল, হাত উঁচু করে দরজার গায়ে বসানো কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল। চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল

আশরাফের, ভয়ে সিঁটকে গিয়ে উপলব্ধি করল ব্যাপারটা বাস্তব, চোখ বা আলোছায়ার কোন চাতুরি নয়।

লোকটা সম্ভবত সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। তার কাঁধ দুটো প্রায় দরজার মতই চওড়া ও চৌকো, সেটার ওপর বসে আছে বিশাল গোল একটা মাথা। দেখে মনে হলো ঘাড় বলে কিছু নেই। প্রকাণ্ড ধড় অসম্ভব লম্বা, ধড়ের নিচ থেকে বেরিয়ে আছে খাটো আকৃতির একজোড়া পা, এতই খাটো যে কল্পনা করা কঠিন হাঁটু বলে কিছু আছে কিনা। অথচ, ধড়টা এত লম্বা হওয়া সত্ত্বেও, হাত দুটো প্রায় হাঁটু ছুঁয়ে আছে।

বিতৃষ্ণার একটা ভাব জাগল আশরাফের মনে, যদিও পরমুহূর্তে মনে মনে লজ্জা পেল।

'পথ দেখাই,' শান্তভাবে বললেন মারভিন লংফেলো, সরু গলি ধরে পা বাড়ালেন। সোহানা তার হাত ধরছে না দেখে আশরাফই তার হাত ধরে মারভিন লংফেলোর পিছু নিল। দরজার সামনে দাঁড়ানো লোকটা ঘুরল ওদের দিকে। গাঢ় রঙের একটা স্যুট পরে আছে সে, আশরাফের মনে হলো ওটা দিয়ে সোহানার মার্সিডিজটাকে ঢেকে দেয়া সম্ভব। কোটটা অবশ্য কোথাও ঝুলে নেই। মাথায় প্রচুর চুল, রঙটা কালো বলেই মনে হলো। ম্লান চাঁদের মত লাগল মুখটাকে, সেটাও এত বড় যে মনে হয় কাঁধের ওপর দুটো মুখ জোড়া লাগানো হয়েছে। চোখ, নাক, ঠোঁট ও কান, একটার সঙ্গে আরেকটার আকৃতিগত কোন মিল নেই।

সমীহের সঙ্গে মাথাটা একটু কাত করল লোকটা, মারভিন লংফেলোকে বলল, 'আপনি কি ড. জিমসন, স্যার?' অত্যন্ত মার্জিত কণ্ঠস্বর, অভিজাত বংশের লোক না হলে উচ্চারণ ভঙ্গির মধ্যে এত বিশুদ্ধ ভাব আনা প্রায় অসম্ভব। আওয়াজটাও ভরাট। তার আকৃতি যে রোমহর্ষক একটা ব্যাপার, প্রায় কিম্ভূতকিমাকার, এ-ব্যাপারে সচেতন বলে মনে হলো না, অপ্রতিভ তো নয়ই।

'দুঃখিত, না,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'ড. জিমসনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।'

'আমিও তাই এসেছি,' বলল লোকটা। 'উনি বাড়িতে আছেন বলে মনে হচ্ছে না।' চোখ ঘুরিয়ে সোহানা, তারপর আশরাফের দিকে তাকাল সে, চেহারায় বা চোখে কোন আগ্রহ ফুটল না। 'চারবার কলিংবেল বাজালাম। ভেতরে কোন আলোও দেখছি না।'

'বিশ মিনিট আগে তো ছিলেন, আমি যখন ফোন করি,' বললেন মারভিন লংফেলো, ভুরু জোড়া এক হলো। 'তাছাড়া, উনি জানেন আমরা আসছি।'

'আমি যে আসছি, তা-ও তো উনি জানেন,' লোকটার গলায় অস্বস্তির রেশ।

'একা থাকেন, হয়তো চিনি বা চা-পাতা কেনার জন্যে বেরিয়েছেন, এখুনি ফিরে আসবেন,' বলে, জোর করে হাসতে চেষ্টা করল আশরাফ। প্রকাণ্ড লোকটা তার দিকে তাকাল। হঠাৎ নিঃশব্দে হাসল সে। 'আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। তবে আমার আর অপেক্ষা করা চলে না। আপনারা যদি ক্ষমা করেন…।'

বিশাল দেহটাকে যেতে দেয়ার জন্যে দু'পাশে সরে আসতে হলো ওদেরকে। মারভিন লংফেলো জানতে চাইলেন, 'কে এসেছিল বলব তাঁকে?'

'কেগান। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডান কেগান। দয়া করে তাঁকে যদি জানান, কাল আমি ফোন করব, আমার খুব উপকার হয়। গুড নাইট।' সরু পথটা জুড়ে এগোল সে, পা দুটো অসম্ভব ছোট হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে বয়ে নিয়ে চলেছে বিশাল ধড়টাকে। গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠল সে, বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আপনার ড. জিমসনের বন্ধুদের বামুন বলা যাবে না,' বলল আশরাফ, দরজার দিকে এগোল। 'এখন আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি, সাধারণত সেটাকে অন্যায় বলে আখ্যায়িত করা হয়—কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি এটাকে অন্যায় বলে মনে করছি না।' ঝুঁকল সে, লেটার বক্সের ঢাকনি সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। 'বাহ! এমন কেউ আছে নাকি যে লেটার বক্সের ভেতরকার অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্যে লালায়িত?' সোজা হলো সে, দেখল গলির শেষ মাথায় পৌঁছে উঁকি দিয়ে ডান কেগানকে দেখার চেষ্টা করছে সোহানা।

ফিরে এসে মারভিন লংফেলোকে বলল সে, 'আপনি ওকে চেনেন না, মানে এই চেহারার কোন বর্ণনা কখনও পাননি?'

'না।' সোহানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন বিএসএস চীফ। 'কেন জানতে চাইছেন?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'ঠিক বলতে পারব না। বেলটা বাজাও, আশরাফ।'

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটা আইটেম চারবার বাজিয়েছে।'

'বলল বটে। তর্ক কোরো না, চাপ দাও বোতামে।'

বোতামে চাপ দিল আশরাফ, দরজার গায়ে কান ঠেকাতে অনেক দূর থেকে বেল বাজার অস্পষ্ট আওয়াজ পেল সে। 'ভদ্রলোক সম্ভবত বাড়ির পিছনদিকে বাস করেন,' বলল সে। 'সেজন্যেই কোন আলো দেখা যাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' জানালেন মারভিন লংফেলো। 'বেলটা কি বাজছে?'

'বাজছে।'

'এক মিনিট, আশরাফ,' আশরাফকে ছাড়িয়ে সামনে বাড়ল সোহানার একটা হাত। 'এটা তো দেখছি স্রেফ একটা ইয়েল লক,' বলল সে, কবাট আর চৌকাঠের ফাঁকে কয়েক সেকেন্ড ওঠা-নামা করল হাতটা। 'ঠিক আছে, এবার ধাক্কা দাও দেখি।'

আশরাফ ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কবাট। অবাক হয়ে সোহানার দিকে তাকাল সে, দেখল সেলুলয়েডের একটা টুকরো হাতব্যাগের ভেতর ভরে রাখল ও। 'মানলাম এটা সিঁধ কাটার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, কিন্তু তবু কি কাজটাকে আইনসঙ্গত বলা যাবে?'

'এখনও বলা যাবে, যতক্ষণ আমরা কিছু চুরি না করি,' বলে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল সোহানা। 'আমরা যদি ভেতরে অপেক্ষা করি, ড. জিমসন কিছু মনে করবেন?'

বিএসএস চীফ মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'দরজাটা যখন খোলা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের আমি ভেতরেই বসতে বলব।' পথ দেখিয়ে ওদেরকে ভেতরে আনলেন

তিনি। ওপরদিকের কোথাও থেকে আলো আসছে, লম্বা প্যাসেজের শেষ মাথার কাছে তার আভা দেখতে পেল ওরা। সামনের দরজা বন্ধ করে দিল আশরাফ, মারভিন লংফেলো একটা সুইচ খুঁজে পেলেন। মাথার ওপর জোড়া ঝাড়বাতি জ্বলে উঠল। কার্পেট মোড়া একটা বড় হলঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। 'ওটা তাঁর স্টাডি,' ডানদিকের একটা দরজার দিকে হাত তুললেন মারভিন লংফেলো। 'আমার মনে হয় প্রথমে লিভিংরূমটা দেখা দরকার।' প্যাসেজ ধরে এগোলেন তিনি, শেষ মাথায় পৌঁছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। সিঁড়িটা এখান থেকে ডান দিকে উঠে গেছে, নিচের দিকের কয়েকটা ধাপের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ছোটখাট একটা মানুষ, পরনে বাদামী রঙের ঢোলা স্যুট। তার ঘাড় একটা হাতের তলায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে মোচড় খেয়ে রয়েছে দেখে শিউরে উঠল আশরাফ। মেঝে আর তার কাঁধের ফাঁক থেকে বেরিয়ে রয়েছে একখানা ভাঙা চশমা।

আশরাফের তলপেটের ভেতর ঢেউ উঠল, বমি পেল তার। 'ইস-ইস-ইস্স্স্!'

ঝুঁকলেন মারভিন লংফেলো, একটা হাত সরিয়ে পড়ে থাকা মানুষটার মুখ দেখলেন, তারপর ছেড়ে দিলেন হাতটা। 'হ্যাঁ, উনি জিমসন,' মৃদুকণ্ঠে বললেন তিনি।

ঝুঁকে রয়েছে সোহানা, দুটো আঙুল দিয়ে ড. জিমসনের ঘাড়টা পরীক্ষা করছে। দশ সেকেন্ড পর সিধে হলো ও, গম্ভীর মুখে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল।

হঠাৎ করে সোহানার ওপর অকারণ রাগ অনুভব করল আশরাফ। এক ঘণ্টা আগেও সবকিছু কি সুন্দর ছিল। সোহানা আসলে অমঙ্গল আর বিপদের প্রতীক। যেখানে যাবে, অঘটন না ঘটে পারে না। কাল তারা পানামার একটা পাগলা গারদের উদ্দেশে রওনা হবে। তা যেন যথেষ্ট নয়, এই মুহূর্তে পা পিছলে সিঁড়ি থেকে পড়া এক লোকের ক্যারোটিড আরটারি পরীক্ষা করছে ও। 'নিশ্চয়ই তুমি আশা করছ না উনি বেঁচে আছেন? কারও ঘাড় ভাঙলে সে কি আর বাঁচে?' ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল সে।

'নিশ্চিত হওয়া দরকার,' নরম সুরে বলল সোহানা।

আশরাফের অস্বস্তি আরও বাড়ল। নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে বলল, 'দুঃখিত। একটা অস্থিরতা পেয়ে বসেছিল আমাকে।'

মারভিন লংফেলো স্থির দাঁড়িয়ে আছেন, হাত দুটো জ্যাকেটের পকেটে। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, চেহারা থেকে শোকের ছায়া লুকানোর কোন চেষ্টা নেই। 'অনেকদিন থেকেই জানতাম,তাঁর হার্টের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না,' বলে সিঁড়ির ওপর দিকে তাকালেন। 'কিংবা হয়তো স্রেফ পড়ে গেছেন। চিরকালই তাঁকে আমি অস্থির, নার্ভাস দেখেছি।'

এগিয়ে এসে মারভিন লংফেলোর পাশে দাঁড়াল সোহানা, প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বাহুটা স্পর্শ করল একবার।

আশরাফের মনে পড়ল, ড. জিমসন মারভিন লংফেলোর বন্ধু ছিলেন। 'আমাদের বোধহয় কাউকে ফোন করা উচিত,' বিড়বিড় করল সে।

মুখ তুলে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'এখুনি নয়। আপনারা চলে যাবার

পর ওদিকটা সামলাব আমি।' সোহানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'অল্প সময়ে অনেক কাজ করতে হবে আপনাকে। গাড়ি নিয়ে স্রেফ সরে যান। এদিকের সব ব্যবস্থা আমি একা সামলাব।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আমি দুঃখিত, মি. লংফেলো।'

'ফরটেগ্ অ্যাবাউট ইট নাউ। অ্যান্ড টেক কেয়ার। প্লীজ।'

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে আশরাফের কব্জি ধরল সোহানা। মাত্র দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ঘাড় ফিরিয়ে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল। 'কিছুই বলা যায় না, সময় করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একবার ফোন করলে ভাল হয়। খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার ওদের ওখানে ডান কেগান নামে কেউ আছে কিনা।'

চার

রাতের পোশাক পরে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে জেনি উডহাউস, চোখ দুটো খোলা। নাইটড্রেসটা তাকে কিনে এনে দিয়েছে রানা। সুতি কাপড়, হাতে নরম লাগে, ফিটও করেছে খুব ভাল। রানা তাকে বলেছে, ওটার রঙ গোলাপী। ঠোঁটে লাজুক হাসি, জেনি ভাবল, মেয়েদের কাপড় কেনার ব্যাপারে মাসুদ রানার বোধহয় অভিজ্ঞতা আছে।

তিন দিন কেটে যাবার পর ছোট্ট কটেজটার কোথায় কি আছে সব জানা হয়ে গেছে জেনির। জুলিকে হারাবার প্রথম ধাক্কাটা ইতিমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে সে। এ-ব্যাপারে রানার প্রতি কৃতজ্ঞ জেনি। মৌখিক সহানুভূতি নয়, ওর আশ্চর্য আচরণ একাধারে সেবা-শুশ্রূষা ও সান্ত্বনার কাজ করেছে। এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা তার। একজন মানুষ এত ভাল হতে পারে, জেনির কোন ধারণা ছিল না।

জেনির অন্ধত্ব যদি মনে কোন করুণার উদ্রেক করে থাকে, ভুলেও সেটা প্রকাশ করেনি রানা। অন্ধত্বের কারণে নিজেকে জেনি অসহায় ভাবে না, এটা লক্ষ করে রানার মনে যদি কোন প্রশংসার ভাব জেগে থাকে, সে-ব্যাপারেও কোন কথা বলেনি ও। আবার, জেনি যে অন্ধ, আলাপের সময় সেটা এড়িয়ে যাবার কোন চেষ্টাও রানার মধ্যে দেখা যায়নি। এসব কারণে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ জেনি। তাকে, তার অন্ধত্ব সহ, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে মানুষটা। ওর সঙ্গিনী অন্ধ, কথাটা মুহূর্তের জন্যেও ভোলে না—বাগানের কথা যখন তুলল জেনি, রানা তাকে জিজ্ঞেস করেনি ওটা দেখেছে কিনা, জিজ্ঞেস করেছে গন্ধটা পেয়েছে কিনা।

কটেজটা একতলা, টালির ছাদ, ইঁটের দেয়াল। প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে থেকে কয়েক মাইল দূরে রয়েছে ওরা। কটেজ থেকে খানিক দূরে সরু একটা পথ আছে, গাছপালার আড়াল থাকায় দেখা যায় না। কটেজটা এক ভারতীয় দম্পতির, ভদ্রলোক কচ্ছপ আর মুক্তো রফতানি করেন ইংল্যান্ডে। তিন মাসের ছুটিতে ভারতে গেছেন তাঁরা, পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরে কটেজটা ভাড়া করেছে রানা দেড় মাস আগে, ঢাকা থেকে। কটেজে বেডরূম একটাই, লিভিংরূমটা অবশ্য বিরাট। ছোট

একটা কিচেন ও অফিস কামরা আছে এক ধারে। গ্যারেজটা পিছন দিকে, বাগানের পাশে। অফিস কামরায় একটা ক্যাম্প বেড ফেলেছে রানা নিজের জন্যে।

কটেজ ছেড়ে মাত্র একবারই বেরিয়েছে রানা, প্রথম দিন সকালে। গ্যারেজ থেকে পন্টিয়াক গাড়িটা বের করেনি, পোয়ের্টো দে কোরেরা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল, তারপর এক বোট রিপেয়ারার-এর কাছ থেকে একটা তোবড়ানো ভ্যান ভাড়া করে। শহরে গিয়ে চার ঘণ্টা পর ফিরে আসে। জেনির জন্যে কাপড়চোপড়, মেকআপ বক্স আর দশ দিনের মত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র নিয়ে এসেছে। একটা পোলারয়েড ক্যামেরা আনতেও ভোলেনি। শুধু ওই চার ঘণ্টাই একা ছিল জেনি। কটেজের সামনের বাগানে বা উঠানে ঘোরাঘুরি করলেও, দূরে কোথাও যায় না রানা।

কটেজে বিদ্যুৎ, একটা ফ্রিজ ও টেলিফোন আছে। ফোনের সাহায্যে লন্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি রানা, কারণ পানামা সিটির এক্সচেঞ্জে যে-কোন ইন্টারন্যাশনাল কল রেকর্ড করা হয়। রানার অন্তত জানা আছে, দুই থেকে পাঁচ ডলার দিলেই যে-কেউ রেকর্ড করা কলটা শোনার সুযোগ পেতে পারে।

তবে পন্টিয়াকে ছোট একটা রেডিও আছে রানার। ইতিমধ্যে দু'বার, সন্ধের দিকে, গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে লন্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ও। আজ কটেজের ভেতর ফেরার পর, রানা কিছু বলার আগেই, ওর খুশি খুশি ভাবটা অনুভব করতে পেরেছে জেনি। 'তুমি এত খুশি কেন?' জিজ্ঞেস করেছে সে।

'দু'তিন দিনের মধ্যে পানামায় পৌঁছে যাবে সোহানা।'

সোহানা চৌধুরী। মেয়েটা সম্পর্কে খুব কম কথাই তাকে বলেছে রানা। মনে মনে অবাক না হয়ে পারেনি জেনি। পানামা থেকে তাকে বের করে নিয়ে যেতে আসছে একটা মেয়ে!

ইতিমধ্যে মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। এখনও জেগে রয়েছে রানা, লিভিংরুমে কি যেন করছে একা একা। জেনির প্রখর কান মাঝে-মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে, কখনও বা মৃদু শিস দিচ্ছে রানা।

নিজের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল জেনি, গায়ের চাদর সরিয়ে নেমে পড়ল বিছানা ছেড়ে। বিছানার পাশে চেয়ারের পিঠে রেখেছে হাউজ-কোটটা, হাত বাড়িয়ে নিল সেটা। কয়েক মিনিট পর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল লিভিংরুমে।

মুখ তুলে রানা দেখল, পরিচিত ভঙ্গিতে চৌকাঠের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি, চোখের দৃষ্টি ওর সামান্য পাশে, মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে মনোযোগ দিয়ে শোনার ভঙ্গিতে। লক্ষ করল, ঠোঁটে সামান্য লিপস্টিক মেখেছে জেনি। 'তুমি ঘুমাওনি?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কিছু দরকার?'

'না। কেন জানি না অস্থির লাগছে।'

'খুব গরম পড়েছে।'

'তা পড়েছে। তবে সেজন্যে না। এক কাপ কফি খাবে নাকি, রানা?'

'খেতে পারি।' কফি বানাবার বা সাহায্য করার প্রস্তাব না দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা ফার্নিচারগুলো ঠিক জায়গামত আছে কিনা। ওর দিকে মুখ

তুলে নিঃশব্দে হাসল জেনি, কামরার ভেতর দিয়ে সোজা হেঁটে গেল কিচেনের দিকে।

প্রথম যেদিন কটেজে এল ওরা, ঠোঁট সরু করে মৃদু শিস দিয়েছে জেনি, শোনা যায় কি যায় না, তারপর এক ঘর থেকে আরেক ঘরে হাঁটাহাঁটি করেছে ধীরে ধীরে। কান দুটো সজাগ ছিল প্রতিধ্বনি শোনার জন্যে, সামনে কোন বাধা থাকলে অনায়াসে পাশ কাটিয়ে গেছে সেগুলোকে। তার এই কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছে রানা। এই মুহূর্তে কিচেনে যাচ্ছে জেনি, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, মনটা দুঃখে ভরে উঠল। সারা জীবন অন্ধ থাকার কথা কল্পনা করা আলোক-বর্ষ দূরত্ব কল্পনা করার মতই অসম্ভব একটা ব্যাপার বলে মনে হয় ওর কাছে। চোখ বুজে চিন্তা করল, এই চোখ আমি যদি আর কখনও খুলতে না পারি, কেমন হবে সেটা?

কিচেন থেকে জেনির শব্দ ভেসে আসছে। ফ্রিজ খুলল সে, স্টোভে কেটলি বসাল। কোন জিনিস ধরার জন্যে দু'বার চেষ্টা করতে হয় না তাকে, প্রথমবারেই সেটা খুঁজে নিতে পারে, যদি আগের জায়গায় থাকে জিনিসটা। এ-ব্যাপারে খুবই সতর্ক রানা।

'তুমি থেমে আছ কেন?' কিচেন থেকে জানতে চাইল জেনি। 'এক ঘণ্টা ধরে কি যেন চাঁচছিলে।'

'না, ভাবছি,' বলে চোখ মেলল রানা, হাতের কাদা মাখানো শুক্তিটার দিকে তাকাল। 'তোমার কান দুটো রাডার বললেও কম বলা হয়।'

'অত বড়?'

'যেভাবেই হোক ছোট করে নিয়েছ।' এক কি দু'বার চোখ মিটমিট করল রানা, টেবিলের ওপর তাকিয়ে আছে। টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে কয়েক ধরনের সেকরার ফাইল—চ্যাপ্টা ও চৌকো, কর্কশ ও মসৃণ; একটা ছুরি, সিরিশ কাগজ, হরিণের চামড়া, রুবি পাউডার আর লেন্স। ছুরিটা তুলে নিয়ে বাদাম আকৃতি কর্কশ ও দাগপড়া মুক্তোটাকে গোল করার কাজে মন দিল আবার। দু'কাপ কফি নিয়ে ফিরে এল জেনি। কাপ দুটো টেবিলে রেখে একটা চেয়ারে বসল সে, রানার উল্টোদিকে।

'ধন্যবাদ, জেনি।'

'রাত জেগে কি করছ তুমি, রানা?' জানতে চাইল জেনি। 'কি চাঁচছ?'

'মুক্তো। ঠিক মুক্তো বলা যায় না, প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল বলতে পারো জিনিসটাকে। প্র্যাকটিসের জন্যে মন্দ নয়।'

'কি প্র্যাকটিস করছ?'

'বেশিরভাগ মুক্তোর জন্যে একজন বিউটি স্পেশ্যালিস্ট দরকার, বুঝলে—তা সেটা দেখতে যতই চটকদার, গোল বা কৌটা আকৃতির হোক। কোনটা হয়তো টোল খাওয়া, কোনটা ফুলে আছে, কিংবা হয়তো রঙ সব জায়গায় এক রকম নয়। তবে মুক্তো আসলে রসুনের মত, কয়েক স্তর চামড়া আছে। তুমি হয়তো পঁয়তাল্লিশ গ্রেন ওজনের একটা মুক্তো পেলে, কিন্তু দেখতে সুন্দর নয়। ঘষে চেঁচে যখন ওটার ওজন দাঁড়াল ত্রিশ গ্রেন, দেখা গেল ভারি সুন্দর হয়েছে দেখতে। যদিও কাজটা জটিল। কোথাও যদি সামান্য ভুল করো, হাজার ডলার হারালে,

হাতে থাকল খানিকটা খড়িমাটি।'

'আবার বলো, হাজার ডলার।'

'কেন?'

'শুনতে ভাল লাগল। বলো না!' আবদার ধরল জেনি।

'কেন, হাজার ডলার কেন, বরং লাখ ডলার বলি, শুনতে আরও ভাল লাগবে।'

'টাকাটা নয়, শুনতে ভাল লাগল তোমার উচ্চারণটা। বেশ, তারমানে, মুক্তো তুমি খুব ভালবাস?'

'বাসি। পাথরের চেয়ে ভাল লাগে। মুক্তোর মধ্যে জ্যান্ত একটা ব্যাপার আছে না!'

'তুমি বুঝি সংগ্রহ করো?'

'মাঝে মধ্যে, যদি সময় পাই। পালোটায় গিয়েছিলাম বিশেষ ধরনের কিছু পাবার আশায়। চল্লিশ গ্রেনের এখনও একটা দরকার আমার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জেনি, রানার কাজ করার শব্দ শুনছে। অলস একটা চিন্তা এল মাথায়, ইতিমধ্যে যদি জুলির লাশ বা ওদের খালি বোটটা পুলিস পেয়ে থাকে তাহলে ধরে নেয়া হয়েছে, সে-ও মারা গেছে। শুধু রানা আর ওর বান্ধবী সোহানা জানে যে সে বেঁচে আছে। না, জার্কাও জানে। সে অবশ্য মুখ খুলবে না। আর জানে পেনিফিদার।

তার মনে হলো, অদ্ভুত, অবাস্তব একটা চরিত্র এই পেনিফিদার, অবাস্তব কিন্তু ভীতিকর। পেনিফিদারকে কোন সুযোগ দিতে চাইছে না রানা, এটা বুঝতে পেরে আরও আতঙ্কবোধ করছে সে। পেনিফিদার কেন তাকে চায়, এই চিন্তাটা এখন আর তার মাথায় ঘন ঘন আসে না। তাকে ভয় করে বটে, কিন্তু এ-ও জানে যে তার উদ্ধার কর্তা ও আশ্রয়দাতা তাকে প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করবে। হঠাৎ করে তার জীবন ও জগৎটা এই ছোট্ট কটেজের ভেতর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যেখানে সে আর মাসুদ রানা ছাড়া তৃতীয় কোন প্রাণী নেই। কেন যেন নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে হলো তার। গোটা অস্তিত্ব জুড়ে অদ্ভুত একটা তৃপ্তিবোধ ছড়িয়ে রয়েছে। প্রচণ্ড আঘাত, আতঙ্ক ও শোকের পরও শান্তচিত্তে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে সে, সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সোহানা চৌধুরী এসে লন্ডনে নিয়ে যাবে তাকে। রানা বলেছে, তার জন্যে সেটাই সবদিক থেকে ভাল হবে, কাজেই রাজি হয়েছে সে। পাসপোর্টটা হারিয়ে গেছে, তবে রানা বলেছে এ-ব্যাপারে তাকে চিন্তা করতে হবে না।

'সোহানা চৌধুরী কি তোমার গার্লফ্রেন্ড?' হঠাৎ জানতে চাইল জেনি।

গলার স্বর বদলে গেলে জেনি বুঝতে পারে হাসছে রানা; এই যেমন এখন। রানা বলল, 'গার্ল অ্যান্ড ফ্রেন্ড, হ্যাঁ। গার্লফ্রেন্ড, না। আমরা একসঙ্গে কাজ করি।'

'কি কাজ?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, জেনি। না জানাই তোমার জন্যে নিরাপদ।'

'তবু আমি শুনতে চাই।'

'বেশ, পরে কোন এক সময়।'

'আজ রাতে?'

'রাত অনেক হয়েছে, জেনি। তুমি শোবে না?'

'তাহলে কাল?'

'ঠিক আছে, কাল। তুমি শোবে না?'

'না। আমার ঘুম আসবে না।'

জেনির দিকে তাকিয়ে রানা দেখল, কোঁচকানো ভুরু ধীরে ধীরে নিভাঁজ হলো। জেদের ভাবটাও অদৃশ্য হলো চেহারা থেকে। কৌতুক বোধ করল ও। মেয়েটা রোগা-পাতলা, সুন্দরী, বয়স কম, অন্ধ এবং নানা দিক থেকে অসহায় ও দুর্বল, কিন্তু তাসত্ত্বেও আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা আছে। একটা ফাইল তুলে নিয়ে হালকাভাবে কাজ শুরু করল ও, আঙুলের মাথায় ধরা মুক্তোটা ঘষছে।

'তারমানে কি তোমার কোন গার্লফ্রেন্ড নেই, রেগুলার গার্লফ্রেন্ড?' আবার জানতে চাইল জেনি।

'না। ইররেগুলার হয়তো আছে, রেগুলার নেই।'

'আমিও তাই ধারণা করেছি।'

'কেন, কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, তারপর প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'আহ্-হা!'

'কি ব্যাপার?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল জেনি।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মুক্তোটা ফেটে গেল।' লেন্সটা তুলে চোখে ঠেকাল রানা। মুক্তোর কর্কশ গায়ে চুলের মত সরু রেখাটা পরিষ্কার দেখা গেল। ওটা আসলে একটা ফাটল। ফাইলটা আলতো-ভাবে ছোঁয়াল একবার, ফাটলটা সামান্য চওড়া হলো। এবার ছুরিটা তুলে নিল রানা, ফলার ডগাটা সতর্কতার সঙ্গে ফাটলের মাঝখানে ঠেকাল। হঠাৎ করে দু'ফাঁক হয়ে গেল জিনিসটা, ভেতর থেকে কি যেন একটা খসে পড়ল। খপ করে ধরে ফেলল রানা, তা না হলে পড়ে যেত মেঝেতে। আবার যখন কথা বলল, ওর গলা থেকে নিখাদ উল্লাস ঝরে পড়ল। 'গড। ইট'স আ পার্ল! অদ্ভুত সুন্দর একটা মুক্তো, জেনি। কোথাও কোন ত্রুটি নেই। বাজে একটা মুক্তোর ভেতর থেকে অমূল্য একটা রত্ন বেরিয়ে এসেছে!'

'কিভাবে?' জেনি বিস্মিত।

'আমি যেটার ওপর কাজ করছিলাম সেটার ভেতর ছিল।' জেনি শুনতে পেল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, টেবিল ঘুরে এগিয়ে আসছে। 'নাও, ধরে দেখো।' জেনির হাতটা তুলে নিয়ে তালুর ভেতর গুঁজে দিল জিনিসটা। অপর হাতে আঙুল দিয়ে অনুভব করল জেনি। 'মুক্তো সম্পর্কে আমি কিছু জানি না, তবে বেশ বড়ই তো মনে হচ্ছে, রানা।'

'চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ গ্রেন। অনেস্ট টু গড, ঠিক এই জিনিসটাই খুঁজছিলাম আমি।'

'খুব দামী বুঝি?'

'অমূল্য কিছু নয়। সাড়ে সাতশো থেকে হাজার ডলার হতে পারে। তবে ঠিক এই রকম একটা কিছুই খুঁজছিলাম আমি।' রানার গলায় উত্তেজনা, লক্ষ করে জেনিও উল্লাস বোধ করছে।

'আমার ভারি ভাল লাগছে, রানা। নাও।' মুঠো খুলে হাতটা রানার দিকে লম্বা করল জেনি। 'ভাল লাগল, আবার তুমি হাজার ডলার উচ্চারণ করায়।'

'যতবার চাইবে ততবার উচ্চারণ করব, জেনি। তুমি আমার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছ।'

'খুশি লাগছে। তোমাকে যে ঝামেলার মধ্যে ফেলেছি…।'

জেনির কাঁধে হাত রাখল রানা। 'এ-ধরনের ঝামেলা কাঁধে নেয়া আমার শুধু পেশা নয়, জেনি, নেশাও। এ-যাত্রায় তোমার মত সুন্দর একটা ঝামেলা ঘাড়ে চাপায় আমি বরং নিয়তির ওপর কৃতজ্ঞ।'

'সত্যি বলছ? সুন্দর?' রানার গলার দিকে মাথাটা ঘোরাল জেনি।

'না, শুধু সুন্দর বললে তোমার ওপর অবিচার করা হবে। তুমি একটা ফুল, জেনি। আমি চাই নিদ্রাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে ফুলটা যেন তাজা থাকে। গো অন, অফ্‌ফ্ ইউ গো।'

লক্ষ্মী মেয়ের মত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল জেনি, বেডরুমের খোলা দরজার দিকে এগোল। 'নিদ্রাদেবীর আশীর্বাদ বুঝি তোমার দরকার নেই?'

'কাপগুলো ধুয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করব, তারপর আমিও শুয়ে পড়ব।' কিচেন থেকে ফিরে এসে রানা দেখল, এখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি, মগ্ন হয়ে কি যেন চিন্তা করছে। রানার সাড়া পেয়ে বলল, 'রানা, এদিকে একটু আসবে?'

'কি ব্যাপার?'

'কিছু না। এসো না! এখনও তোমার কোন মুখ নেই।'

'আমার…কি নেই?' সাবধানে এগোল রানা।

'তুমি বেশ লম্বা চওড়া, জানি আমি। তোমার ভেতরটা কেমন, তা-ও আমি জেনেছি। কিন্তু এখনও আমি তোমার কোন ছবি তৈরি করিনি—করিনি, কারণ ভেবেছিলাম যখন ছবিটা তৈরি করব, তাতে কোন খুঁত থাকবে না। এসো, আমার সামনে এক মিনিট দাঁড়াও।'

জেনির হাত দুটো রানার বুক ছুঁলো, তারপর দ্রুত উঠে এল ওপর দিকে। রানা কোন কথা বলল না। মুখের ওপর প্রজাপতির কোমল স্পর্শ, আঙুলগুলো নড়ছে, সরছে। অপ্রতিভ ও বিব্রত বোধ করল ও। আঙুলের ডগা দিয়ে চোয়ালের কিনারা, ভুরু, কান, নাক, ঠোঁট, একে একে সবই স্পর্শ করল জেনি। চোখ বুজে আছে সে, চেহারায় গভীর মনোযোগের ছাপ।

'কি মনে হয়, নিদ্রাদেবীর আশীর্বাদ পেলে এর কোন উন্নতি হবে?' আড়ষ্ট হেসে জিজ্ঞেস করল রানা। 'নাকি প্লাস্টিক সার্জারি দরকার?'

হাত দুটো নিচে নামাল জেনি। 'কালো চোখ, কালো চুল?'

'ঠিক ধরেছ। বুঝলে কিভাবে?'

'আমার অনুমান প্রায়-সময় ঠিক হয়।' চোখ খুলে মাথাটা একটু তুলল জেনি, তারপর আবার হাত দুটো উঁচু করে ওর ঘাড়ের পিছনে আটকাল। শান্ত অথচ আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সে, 'আমাকে ভালবাসো, রানা।'

এভাবে কখনও চমকায়নি রানা। হতভম্ব হয়ে পড়ল ও, জেনির দৃষ্টিহীন

চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল, কারণ ওর হার্টবিট বেড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো!'

'আপত্তি কিসের? কোন শর্ত তো নেই। নেই কোন বাঁধন।'

'প্রশ্ন সেটা নয়…'

'তাহলে আপত্তি কিসের? অন্য কোন মেয়ের অধিকার চুরি করছি আমি?'

'না…।'

'তাহলে বুঝি ভাবছ, আনাড়ি মেয়ে, ব্যাপারটা আনন্দময় হবে না? তা হয়তো হবে না, কারণ সত্যিই আমি আনাড়ি। কিংবা তুমি আসলে সাংঘাতিক দয়ালু হয়ে পড়েছিলে আমাকে সুন্দর একটা ফুল বলার সময়?'

'না, তা সত্যি নয়।'

'তাহলে কি? ভাবছ, একটা সুযোগ নেয়া হবে? অন্ধ, অসহায় একটা মেয়ের কাছ থেকে কিছু চুরি করা হবে?'

'তা-ও নয়, জেনি। আসলে, আমি কোন কারণ দেখাতে পারব না। আমার শুধু মনে হচ্ছে, এটা উচিত নয়। পবিত্র যে-কোন একটা জিনিসের কথা কল্পনা করো—সেটার প্রতি তুমি মুগ্ধ হতে পারো, সেটাকে ভালবাসতে পারো, শ্রদ্ধা করতে পারো, কিন্তু উপভোগ করতে পারো না। তোমাকে আমার পবিত্র বলে মনে হয়েছে, জেনি। বলিনি—ফুল?'

'কিন্তু আমি যদি বলি, তোমার কাছে পবিত্র থাকার কোন ইচ্ছে আমার নেই?'

'সেটা হবে তোমার ছেলেমানুষি, আমার মনোভাবের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া। চলো, জেনি, তোমাকে আমি শুইয়ে দিয়ে আসি।'

'সত্যি তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ?' জেনির গলায় রাগ নয়, বিস্ময়।

'তোমাকে নয়, জেনি, নিজেকে।'

'নিজেকে তোমার বঞ্চিত মনে হচ্ছে না?'

'হচ্ছে না বললে মিথ্যে বলা হবে, তবে তারচেয়ে বেশি নিজেকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল জেনি, তারপর বলল, 'আশ্চর্য স্বার্থপর লোক তো তুমি। এ আমি কাকে সাধছিলাম! আশা করছ তোমার মনোভাবের প্রতি গুরুত্ব দেব আমি, কিন্তু আমার মনোভাবের কথা ভাবতে রাজি নও! একটা মেয়ে নিজেকে অফার করছে, ইডিয়েট ছাড়া কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে?'

'রাগ করার ষোলো আনা অধিকার তোমার আছে,' বলল রানা। 'তোমার রাগটাকে আমি অসঙ্গতও বলতে পারি না। কিন্তু সত্যি আমি অক্ষম।'

'আক্ষরিক অর্থে?' জেনির গলায় তীব্র ব্যঙ্গ।

'আমি ক্ষমা চাই,' বলল রানা। 'তোমার সাথে কথায় পারব না।'

'মনে রেখো, তুমি আমাকে অপমান করেছ। আমার নারীত্বের অসম্মান করেছ।' প্রায় কেঁদে ফেলল জেনি।

অসহায়বোধ করল রানা, কি বলবে ভেবে পেল না। ইচ্ছে হলো জেনির মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে কিছু বলে, কিন্তু সাহস হলো না, সহানুভূতি দেখালে জেনি হয়তো কেঁদেই ফেলবে।

রানার ঘাড় থেকে হাত দুটো নামিয়ে ওর দিকে পিছন ফিরল জেনি। 'আমি একাই শুতে পারব,' বলে বেডরুমের ভেতর ঢুকল সে, দরজাটা ভেতর থেকে ঠেলে দিল। রানার মুখের সামনে আধ খোলা হয়ে থাকল কবাট দুটো। দেখল, সোজা এগিয়ে গিয়ে বিছানায় উঠল জেনি। শুয়ে পড়ল। দরজার দিকে মুখ। চোখ বন্ধ।

তাকিয়ে থাকতে পারল না, দরজার সামনে থেকে পালিয়ে এল রানা।

বিছানায় শুয়ে থাকল ও, ঘুম আসছে না। বেশ কিছুক্ষণ আগে বেডরুমের আলো নিভিয়ে দিয়েছে জেনি। তবে তার নড়াচড়ার আওয়াজ পাচ্ছে ও, সে-ও ঘুমাতে পারছে না। ওর একবার ইচ্ছে হলো তার বিছানার পাশে গিয়ে বসে, কিছু বলে শান্ত করে আসে। কিন্তু সাহস হলো না, এবার অবশ্য অন্য কারণে—পুরুষমানুষ, অনেক সময় নিজেকেও বিশ্বাস করতে নেই, জানে রানা।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরল পায়ের শব্দে। বেডরুম থেকে বেরিয়ে সোজা ওর ক্যাম্প খাটের পাশে এসে দাঁড়াল জেনি। 'তাহলে বলে দাও তোমার ঋণ আমি শোধ করব কিভাবে!' স্পষ্ট কণ্ঠে, সরাসরি জানতে চাইল সে। 'আমি কারও কাছে ঋণী থাকতে পছন্দ করি না।'

মনে মনে পরম স্বস্তিবোধ করল রানা। ওর অনুমান তাহলে মিথ্যে নয়। নিজেকে জেনি ওর হাতে তুলে দিতে চাইছিল প্রতিদান হিসেবে। শারীরিক চাহিদা নয়, আকস্মিক উথলে ওঠা প্রেমও নয়, কারণটা ছিল ঋণ শোধের চেষ্টা।

'ঋণ তোমার হলো কখন যে শোধ করতে চাইছ?'

'আমাকে তাহলে ওদের হাত থেকে কে বাঁচাল?'

'যে বাঁচিয়েছে সে মানুষ বলে বাঁচিয়েছে, বাঁচিয়েছে নিজের স্বার্থে—তা না হলে তার বিবেক তাকে ক্ষমা করত না!'

'বাপরে-বাপ! মানুষ কত রকমই না স্বার্থপর হয়! তারমানে আমাকে রক্ষা করাটা বড় কথা ছিল না? বড় কথা ছিল নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হতে না চাওয়াটা?'

হেসে ফেলল রানা, উঠে বসল বিছানার ওপর। 'আমি তো আগেই বলেছি, কথায় তোমার সাথে আমি পারব না।'

অন্ধকার কামরা, রানা অনুভব করল জেনি ওর একটা হাত ধরল। 'এসো, রানা।'

হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। 'কোথায়?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল ও।

'আমার বেডে,' বলল জেনি। 'ভয় নেই—না আমার, না তোমার।'

'মানে?'

'তোমার দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, এ-কথা জানার পর কেন তোমাকে আমি এই ক্যাম্প বেডে কষ্ট করতে দেব? এসো, তুমি আমার সাথে শোবে। দু'জনেই ঘুমাতে পারছি না, দেখা যাক পরস্পরকে আমরা এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি কিনা। নাকি তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?'

রানা চুপ করে থাকল। কি করবে বা কি বলবে ভাবছে।

'আমি মেনে নিয়েছি, রানা,' মৃদুকণ্ঠে বলল জেনি। 'মানুষ সম্পর্কে আমার

ধারণা তুমি বদলে দিয়েছ। বিশ্বাস করো, তুমি ফিরিয়ে দেয়ায় আমি দুঃখ পাইনি। এ সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা, আমি উপভোগ করছি—এমন পুরুষও দুনিয়ায় আছে, যার কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ আমি। এসো!'

বাধ্য ছেলের মত জেনির সাথে বেডরুমে চলে এল রানা। পাশাপাশি শুয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিল অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনেই।

ঝকঝকে ক্রোম পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কালো কাঁচে মোড়া হোটেল অ্যামব্যাসাডর। পানামা সিটির পুব প্রান্তে, শহরের শেষ মাথায় হোটেলটা, বছরের এই সময় অতিথির সংখ্যা খুবই কম। পাঁচতলার একটা স্যুইটে রয়েছে ওরা, কান থেকে ফোনের রিসিভার নামিয়ে লিভিংরুমে চলে এল ক্রুনেল ম্যাকার্থি।

একটা আর্ম চেয়ারে বসে রয়েছে টমাস পেনিফিদার, পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা দশটা আঙুলের ওপর চিবুক। নিস্তেজ গলায় বলল সে, 'পরিস্থিতি।'

পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল ক্রুনেল, বহুল ব্যবহারে চামড়ার কভারটা নরম হয়ে গেছে। নোটবুকের পাতা ওল্টাল সে। 'প্রেসকে কাল সকালে জানানো হয়েছে, একজন জেলে খালি বোট, আরেকজন জেলে লাশটা দেখতে পেয়েছে। তার অন্ধ বোনকে পাওয়া যায়নি, কাজেই ধরে নেয়া হয়েছে ডুবে মারা গেছে সে, লাশটা ভেসে গেছে স্রোতে। পানামা থেকে বেরিয়ে যাবার সমস্ত পথে আমাদের লোক রাখা হয়েছে, ভাড়াটে লোকদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মেয়েটাকে খুঁজে বের করার। আজ পর্যন্ত খরচ হয়েছে সাতচল্লিশ হাজার সাতশো ছাপ্পান্ন ডলার, পেমেন্ট বাকি আছে এগারো হাজার দুশো ডলার…।'

'রানার ও মেয়েটার, দু'জনের চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে ওদেরকে?'

'হ্যাঁ। বস্, এখনও আপনি বিশ্বাস করেন যে রানাই…?'

'শুধু বিশ্বাস করি না, জানি।' নিষ্প্রাণ চোখ ঘুরিয়ে ক্রুনেলের দিকে তাকাল পেনিফিদার। 'রানাও জানে যে এটার পিছনে আমরা কাজ করছি। ইয়টে আমাদেরকে নিশ্চয়ই দেখেছে সে। প্রতিপক্ষ আমরা বলেই মেয়েটাকে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।'

গম্ভীর হলো ক্রুনেল। 'আপনার কি ধারণা, আমাদের পিছু নিয়ে ওখানে গিয়েছিল রানা?'

'না। যোগাযোগটা এমনিই ঘটে গেছে বলে আমার ধারণা,' বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল পেনিফিদার। 'তবে এ এক সময় ঘটতই।'

তাকিয়ে থাকল ক্রুনেল, চোখে কৌতূহল, ভাবছে। ভাগ্যে বিশ্বাস করে না পেনিফিদার, অথচ রানা ও সোহানার ব্যাপারে তার অন্ধ বিশ্বাস, ওদের সাথে আবার একবার বাধবে, নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্যে তার কাছে ছুটে আসতে হবে ওদেরকে। ওদের প্রতি তার সীমাহীন ঘৃণাই নিয়ন্ত্রিত করবে ভাগ্যের চাকাকে।

বসের এই বিশ্বাসের কোন মূল্য এতদিন ক্রুনেল দেয়নি, কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, ইচ্ছেটা বোধহয় পূরণ হবে। ক্রুনেল নিজেও ওদের দু'জনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। আজ হঠাৎ করে সেটা যেন উথলে উঠল, মনের চোখ দিয়ে দেখতে পেল

ভাঙা হাড়গোড় নিয়ে পড়ে আছে মাসুদ রানা, একটা লাশ। আর সোহানা, ক্ষতবিক্ষত, শুয়ে আছে রক্তের পুকুরে...

ভাবনার সূত্র ধরে কথাটা মনে পড়ে গেল ক্রুনেলের। মুখ খোলার আগে জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে, চোখ থাকল পেনিফিদারের ওপর। 'এইমাত্র যে ফোনটা এল। লন্ডন থেকে, বস্। দৈত্য। ড. জিমসনের সাথে দেখা করেছে সে।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের পার্ক ও পার্কিং লটের দিকে তাকিয়ে আছে পেনিফিদার। পার্কিং লট প্রায় ফাঁকা, রাস্তাতেও কোন গাড়ি বা মানুষজন নেই। 'তাকে তুমি জানিয়েছ, মেয়েটাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল ক্রুনেল, তারপর বলল, 'হাসল।'

'তার হাসারই কথা।' জানালার দিকে পিছন ফিরল পেনিফিদার, ম্লান চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে আকস্মিক তিক্ততায় জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'কারণ সে একটা পাগল। তার কাছে গোটা ব্যাপারটাই যেন একটা খেলা। তবে পরিস্থিতি সব সময় তার অনুকূলে থাকে, কিভাবে বলতে পারব না। পাগল, তবে লাকি।'

ক্রুনেলের গলার ভেতর থেকে গম্ভীর একটা আওয়াজ বেরুল, যেন সমর্থন করল পেনিফিদারকে। 'বলছিল, শেষ পর্যন্ত বোধহয় তাকে এসেই কাজটা করতে হবে। আমি বলেছি—না।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। 'আর কিছু?'

'আপনি বলছেন পানামায় রানার উপস্থিতি কাকতালীয় ব্যাপার। আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। জিমসনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে খুব মজা পায় আমাদের দৈত্য, কারণ বেরুতেই তার সাথে সোহানা আর বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর দেখা হয়ে যায়।'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ, শুনে আমিও চমকে উঠেছিলাম।' নোটবুকের পাতা ওল্টাতে শুরু করল ক্রুনেল। 'জিমসন' লেখা একটা পৃষ্ঠায় চোখ রাখল সে। 'জিমসন মারভিন লংফেলোর পুরানো বন্ধু ছিল। আমরা জানতাম, জিমসন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, সেজন্যেই তাকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভিক্টর ক্যানিং যদি তার কথায় কান না-ও দিয়ে থাকে, মারভিন লংফেলো নিশ্চয়ই দিত।'

'আর সোহানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্রুনেল। 'ওরা অনেক দেরি করে পৌঁছায়। কিছু জানতে পেরেছে বলে মনে হয় না। আর যদি অনুমান করে নেয়, সমস্যাটা দৈত্যের, আমাদের নয়।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' পেনিফিদারকে সন্তুষ্ট মনে হলো ক্রুনেলের। 'ভাল কথা, ইন্টারন্যাশনাল কলগুলো চেক করছ তো?'

'লোক মারফত চেক করা হচ্ছে। রানা কল করেনি তা বলছি না, তবে লগে আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই।'

'তুমি একটা গাধা, ক্রুনেল। গাধা আমিও। রানার কলে আমাদের জন্যে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকবে না, এ তো জানা কথা। নিশ্চয়ই সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করেছে সে। সে জানে, মেয়েটাকে আমরা চাইছি। জানে, তাকে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা হাল ছাড়ব না। এ-ও জানে, পানামা থেকে বেরিয়ে যেতে হলে কারও সাহায্য দরকার তার, একার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ক্রুনেলের দিকে তাকিয়ে থাকল পেনিফিদার।

'কাজেই...?' শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে শব্দ খুঁজছে ক্রুনেল।

'কাজেই তাকে সাহায্য করার জন্যে পানামায় আসছে সোহানা। তোমাকে আমি আগেও বলেছি, আমার সন্দেহ ওরা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট—আন্ডারকাভার এজেন্ট।'

'হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু এখন তাহলে...।'

'আমরা নজর রাখব এয়ারপোর্টের ওপর, গাধা। সোহানা আমাদেরকে রানার কাছে নিয়ে যাবে।' পেনিফিদারের চোখে উল্লাস। 'তোমার লোকদের বলো, আরও কড়া নজর রাখুক এয়ারপোর্টের ওপর।'

ক্রুনেলের মুখে হাসি ফুটল, নিষ্ঠুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। নোটবুক বন্ধ করে দরজার দিকে ছুটল সে।

পাঁচ

কাস্টমস হল থেকে বেরিয়ে এসে আশরাফ চৌধুরী দেখল সূর্য অস্ত যাচ্ছে, কোথাও লাল কোথাও গোলাপী হয়ে আছে আকাশ। ঘামে চটচট করছে তার গা। ভ্যাপসা গরমে দম বন্ধ হবার জোগাড়। দুটো সুটকেস তার, পোর্টার বহন করছে। ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল লোকটা, 'কোন হোটেলে উঠছেন, স্যার?'

'সান্তা মারিয়া, ক্যালে টোরেলা।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

ওদের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। সুটকেস দুটো ভেতরে তুলে দিল পোর্টার। তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে যাবে আশরাফ, এক সেকেন্ড ইতস্তত করল, ভাবল পিছন দিকে একবার তাকাবে কিনা।

তার পিছনে কোথাও আছে সোহানা, অন্তত থাকার কথা। কিন্তু তাকে নিষেধ করে দিয়েছে, ভুলেও যেন ওর দিকে না তাকায় সে। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এক সঙ্গে বেরোয়নি ওরা, হিথরো এয়ারপোর্টে পৌঁচেছে আলাদাভাবে। একই প্লেনে, বোয়িং সাতশো সাত-এ চড়ে সাত ঘণ্টা উড়ে এসেছে ওরা। তবে বসেছিল আলাদা জায়গায়। আশরাফ ট্যুরিস্ট ক্লাসে, সোহানা ফার্স্ট ক্লাসে।

আশরাফের খুশিও লাগছে না, আবার মনে কোন আশঙ্কাও নেই। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে অবাস্তব লাগছে। ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল সে, পিছন ফিরে তাকাল না। বিশ ফুট সামনে একটা পুলিস কার দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভেতরে ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক, একজনকে অফিসার বলে মনে হলো। এয়ারপোর্টের বাইরে

পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রচুর গাড়ি আসছে যাচ্ছে, লোকজন সবাই খুব ব্যস্ত। এমন কোন লক্ষণ নেই যা দেখে সন্দেহ হবে এখানে কারও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। অবশ্য ব্যস্ত লোকজনের মধ্যে ভদ্রবেশী সশস্ত্র গুণ্ডারা থাকলে চেনা সম্ভব নয়। আছেও তাই। পুলিস কার-এর আশপাশেই চারজন লোক রয়েছে, দু'দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে তারা। মাসুদ রানা, সোহানা চৌধুরী ও অন্ধ জেনি উডহাউস কি রকম দেখতে, তারা জানে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল, ব্যাকসীটে হেলান দিল আশরাফ, ভাবছে কে জানে আবার কবে এয়ারপোর্টে ফেরত আসতে পারবে সে। কাল? এক হপ্তা পর?

সোহানা অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে না। 'ওখানে তোমার কাজ, শিক্ষা দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তোমার লেখা অঙ্ক বই নিয়ে আলোচনা। তবে পৌঁছুবার পরপরই পেটের অসুখ বাধিয়ে ফেলবে, যাতে হোটেল ছেড়ে কোথাও বেরুতে না হয়। হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে, কিংবা হয়তো অল্প ক'টা দিন।'

ট্যাক্সির গতি বাড়ছে। রিহার্সেল হিসেবে মুখটা বিকৃত করল আশরাফ, পেটের দিকে একটা আঙুল তাক করল।

আরও প্রায় সাত মিনিট পর এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল সোহানা, পিছনে ট্রলি নিয়ে একজন পোর্টার রয়েছে। জিনস্ আর জ্যাকেট পরে আছে সে, হাতে বড়সড় হ্যান্ডব্যাগ। ফুটপাথে পা দিয়েছে মাত্র, পুলিস কার-এর দরজা খুলে গেল, দীর্ঘদেহী একজন অফিসার বেরিয়ে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। অফিসারের পরনে লাইটওয়েট অলিভ-গ্রীন ইউনিফর্ম, কোমরে হোলস্টার। মুখটা সরু, চোখ দুটো মাছের মত ঠাণ্ডা, ঠোঁটের নিচে গোঁফ যেন ঠিক একজোড়া শুঁয়োপোকা। পথরোধ করে দাঁড়ালেও, গম্ভীরভাবে সোহানাকে স্যালুট করল সে। বলল, 'মিস সোহানা চৌধুরী?'

'ইয়েস।'

'আপনি আমার সঙ্গে এলে খুশি হব, প্লীজ,' বলল অফিসার, ইংরেজিটা ভালই বলে। 'আমি ক্যাপ্টেন মিগুয়েল হার্মিটেজ, পানামা সিটি পুলিস।'

তাকিয়ে থাকল সোহানা, চেহারায় সামান্য রাগ। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে হবে কেন?'

'এর আগেও আপনি পানামায় এসেছেন, তাই না, মিস সোহানা?'

'হ্যাঁ, এসেছি—চার কি পাঁচ বছর আগে।'

'হ্যাঁ, আমাদের রেকর্ডও তাই বলে, মিস. সোহানা। সেবার এখানে আপনি থাকার সময় কিছু একটা ঘটেছিল, কিছু অনিয়ম হয়েছিল। আবার যখন আপনাকে পাওয়া গেছে, ব্যাপারগুলো আমরা তদন্ত করে দেখতে চাই।'

'আই সী।' কয়েক মুহূর্ত অনড় দাঁড়িয়ে থাকল সোহানা, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'খানিক পরে গেলে হয় না, আমি হোটেলে ওঠার পর? হিলটনে উঠছি আমি...।'

'আপনাকে এখুনি আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, মিস সোহানা, প্লীজ। হোটেলে ওঠার ব্যাপারটা...,' কাঁধ ঝাঁকাল পুলিস অফিসার। 'তদন্ত শেষ হতে বেশ ক'টা

দিন সময় লাগতে পারে।'

সোহানা বলল, 'আমি একটা ফোন করতে চাই।'

'দুঃখিত। সম্ভবত পরে কোন এক সময়। গাড়িতে উঠুন, প্লীজ।'

রিপোর্ট করার জন্যে পেনিফিদারের বেডরুমে আসছে ক্রুনেল, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে তার।

জ্যাকেট খুলে বিছানায় শুয়ে রয়েছে পেনিফিদার, হাত দুটো মাথার পিছনে, চোখদুটো আধবোজা।

'সোহানা পৌঁচেছে,' ক্রুনেল বলল, 'কিন্তু পুলিস তাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করেছে। কয়েক বছর আগে এখানে কি যেন করে গিয়েছিল, সেজন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অভিযোগ নিশ্চয়ই খুব গুরুতর, তা না হলে গ্রেফতার করত না। পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে কখন তাকে ছাড়বে বলা কঠিন। ওখানে একজন লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছি আমি।'

বালিশের ওপর কনুই রেখে মাথাটা উঁচু করল পেনিফিদার। 'সোহানা আমাদেরকে পথ দেখাবে, কাজেই তাকে আমাদের দরকার। খানিকটা তেল ঢালো, বের করে আনো তাকে।'

'ও শালার নাম মিগুয়েল হার্মিটেজ, বানচোতকে কেনা যাবে না,' বলল ক্রুনেল। 'আমরা আরও বড় কোন অফিসারকে ধরতে পারি, কিন্তু হার্মিটেজ মহা বজ্জাত, এভাবে সময় লাগবে অনেক বেশি।'

বিছানার পাশে এক্সটেনশন ফোনটা বেজে উঠল। পেনিফিদার মাথা ঝাঁকাতে রিসিভারটা তুলল ক্রুনেল। অপরপ্রান্ত থেকে আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলল কেউ। ক্রুনেল বলল, 'হ্যাঁ, বলো, নিকেল।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে শুনল সে, তারপর বলল, 'অপেক্ষা করো।' তাকাল পেনিফিদারের দিকে, হাতচাপা দিল মাউথপিসে। উত্তেজনায় চকচক করছে চেহারা। 'নিকেল একটা সূত্র পেয়েছে, নেহাতই ভাগ্যগুণে। কোস্ট-এর একটা বোর্ডইয়ার্ডে ইয়ট নিয়ে গিয়েছিল সে। সেদিন রাতে বালিতে ঘষা খেয়েছে ইয়টের খোল, কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা দেখতে চেয়েছিল সে। ওখানে একটা লোকের সঙ্গে কথা হয় তার। লোকটা এক বিদেশীর গল্প শোনায়। পোয়ের্টো দে কোরেরার পিছন দিকে একটা কটেজে থাকছে বিদেশী। দেখে মনে হয়, ভারতীয়।'

'পানামায় কয়েক হাজার ভারতীয় বসবাস করছে,' বলল পেনিফিদার।

'এই লোকটা বেশ লম্বা, একহারা গড়ন, গায়ের রঙ প্রায় ফর্সা—হাতের উল্টোদিকে একটা কাটা দাগ আছে, দেখতে অনেকটা এস হরফের মত।' ক্রুনেল দেখল, ধীরে ধীরে বিছানার ওপর উঠে বসছে পেনিফিদার। 'লোকটা গা-ঢাকা দিয়ে আছে, বস্। তার একটা গাড়ি আছে, তবু পানামা সিটিতে যাওয়ার জন্যে বোটইয়ার্ড থেকে একটা ভ্যান ভাড়া করে সে। কয়েকদিন আগের ঘটনা, বস্। লোকটা আদিবাসীদের মত কাপড় পরে।'

পেনিফিদারের চোখের রঙ দ্রুত কয়েকবার বদলাল। 'নিকেলকে বলো, ভালভাবে চেক করে দেখুক। কটেজটা কোথায় জানতে হবে, নজর রাখতে হবে

করে নিয়ে যেতে এসেছি আমি। আমরা চলে গেলে মি. রানাও চলে যাবেন। মি. রানার পিছু পিছু পেনিফিদারও চলে যাবে।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। 'অফিসের সময় অনুসারে, আমার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি কোন কাজ করে দিই আপনার, সেটা হবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে।' ইঙ্গিতে ফোনটা দেখাল সে। 'নিন, ফোন করুন।'

ফোন বেজে উঠতেই স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে রানা বলল, 'সোহানা!' শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল জেনির। জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন সময়টার ইতি ঘটতে যাচ্ছে। সময়টা খুব বেশি নয়, আটচল্লিশ ঘণ্টার কিছু বেশি, কিন্তু এরই ভেতর আনন্দের যে প্রাচুর্য ছিল তা আর জীবনে কখনও পাবে বলে বিশ্বাস হয় না, কারণ এই একই পরিবেশ আর কোন দিন ফিরে আসতে পারে না।

পরিবেশ। প্রথমে আতঙ্ক ও শোক, তারপর নিরাপত্তা ও বিশ্বাস। জেনি উপলব্ধি করেছে, মাসুদ রানা মানে হলো পরম নির্ভরতা ও দুর্ভাবনাহীন নিরাপত্তা। রানা ওর কোমলস্বভাব ও ভদ্র আচরণ দিয়ে জয় করে নিয়েছে জেনির মন। তার অন্ধকার জগতে এমন একটা আলো জ্বেলে দিয়েছে ও, যে আলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। এই আলো তাকে সারা জীবন পথ দেখাবে।

ফোনের রিসিভার তুলে অপেক্ষা করছে রানা, অপরপ্রান্ত থেকে কে কথা বলে শুনতে চায়। তারপর ওর গলা পেল জেনি, 'হ্যাঁ, সোহানা।' থামল একটু, তারপর বলল, 'হ্যাঁ। না, এখন পর্যন্ত কোন লক্ষণ দেখছি না।' পরের বিরতিটা দীর্ঘ হলো। একবার মৃদু শব্দে হাসল ও। সবশেষে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা তৈরি হয়ে থাকব।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে জেনি। কাছে এল ও, লম্বা কাউচের ওপর জেনি যেখানে বসে রয়েছে। তার একটা হাত ধরল ও। 'আমরা আজ রাতেই রওনা হব, জেনি।'

জোর করে হাসার চেষ্টা করল জেনি। 'সোহানা ফোন করেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।' বসল রানা, জেনির কাঁধে একটা হাত রাখল। রানা যে মাত্রা ছাড়িয়ে খুশি হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছে জেনি। খানিকটা ঈর্ষা বোধ করছে সে। 'একটা গাড়ি নিয়ে ঠিক সাড়ে ন'টায় আসবে ও। তারমানে আর দু'ঘণ্টা পর।'

'তাহলে তোমার গাড়িটার কি হবে?'

'শহরের গ্যারেজে পেনিফিদার খোঁজ নিয়ে থাকতে পারে, হয়তো জেনে ফেলেছে ওটা আমি কোত্থেকে কিনেছি। গাড়ির নাম, মডেল, নাম্বার ইত্যাদি জানা থাকলে তার লোকেরা ওটা খুঁজবে।' মৃদু স্বরে হাসল রানা। 'একটু ভয় ছিল, ওরা হয়তো এয়ারপোর্ট থেকে সোহানার পিছু নেবে। কিন্তু সোহানা বুদ্ধি করে সরাসরি এখানে আসেনি, উঠেছে পুলিস স্টেশনে—এমনভাবে সাজানো হয়েছে ব্যাপারটা, দেখে মনে হবে ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'সোহানা আসার পর কি ঘটবে?' জানতে চাইল জেনি।

'ক্যালে টোরেনার একটা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে। আশরাফ

চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক দুটো কামরা ভাড়া করেছে ওখানে—একটা নিজের জন্যে, অপরটা তার বন্ধুর জন্যে। তার বন্ধু পরে উঠবে হোটেলে, নাম বব রিগ্যান। মানে তুমি।'

'আমি? বব রিগ্যান? কিভাবে?'

'ছেলে হিসেবে চালানো হবে তোমাকে,' বলে হাসল রানা। 'প্যান্ট-শার্ট আর টুপি আগেই কিনে এনেছি আমি।'

'তুমি জানলে কিভাবে সোহানা আমাকে ছেলে বানিয়ে…?'

'ধারণাটা আমার, সোহানার নয়। ফোনে আগেই তাকে জানিয়ে-ছিলাম আমি।'

'কিন্তু আমার পাসপোর্টের কি হবে?'

'ফর্ম আর স্ট্যাম্প সাথে করে এনেছে সোহানা। এখন দরকার শুধু একটা ফটো, সেজন্যে ক্যামেরাও কিনে রেখেছি। তোমাকে প্যান্ট-শার্ট পরিয়ে ছবিটা তুলে ফেলব এবার। হোটেলে ঢুকে খাতায় সই করতে পারবে তো, কাউকে বুঝতে না দিয়ে যে তুমি অন্ধ?'

'খানিকটা সাহায্য করলে পারব। লবিতে ঢোকার সময় কেউ হাত ধরে থাকলেই হবে, সই করার সময় রেজিস্টারে একটা আঙুল থাকলে ভাল হয়। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না?'

'না। গাড়ি থামলে তোমার সঙ্গে আশরাফের দেখা হবে। সে-ই তোমাকে নিয়ে হোটেলের ভেতর ঢুকবে।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল জেনি, তারপর বলল, 'তুমি থাকো, রানা। তুমি আমাকে বোঝো। আশরাফ চৌধুরীর অভিনয় মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, আমি জানি। অন্ধ কাউকে সাহায্য করতে এলে সব মানুষই বাড়াবাড়ি করে ফেলে।'

'প্রতিপক্ষ আমাকে চেনে, জেনি। ওরা আমাকে খুঁজছে। আশরাফ সাথে থাকলে তোমার কোন ভয় নেই। খুব বুদ্ধিমান লোক সে। রাডার অ্যান্টেনার মত সেনসিটিভ।'

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল জেনি। 'ঠিক আছে। তারপর কি ঘটবে?'

'দু'জনেই তোমরা ঘরের ভেতর থাকবে। খাওয়াদাওয়া, নাস্তা, সব ভেতরে। কামরা দুটোর মাঝখানে দরজা থাকবে, কাজেই গল্প করতে পারবে তোমরা।'

'আমি জানতে চাইছি তোমার কি হবে? তোমার আর সোহানার।'

'সেটা ঠিক এখুনি বলা যাচ্ছে না,' বলল রানা। জেনি অনুভব করল, রানা হাসছে। নিশ্চিত হবার জন্যে একটা হাত তুলে পরীক্ষা করল সে। নিজের ঠোঁটের ওপর জেনির আঙুলগুলোকে স্পর্শ করতে দিল রানা। ব্যাপারটায় ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও।

'কেন, বলা যাচ্ছে না কেন?' জেনির গলায় খানিকটা অভিমান, খানিকটা জেদ।

'এমন হতে পারে শহরের এখানে-সেখানে মুখ দেখাব আমি। পেনিফিদারের লোকজন আমার পিছু নেবে। হয়তো আটক করারও চেষ্টা করব। তবে আমার ওপর নজর থাকবে সোহানার। কাজটা সহজ, কারণ তারা জানে সোহানা এখনও

পুলিস স্টেশনে আটকে আছে। উই প্লে কাউন্টার-টাইম…।

'মানে?'

'সরি। ফেনসিং টার্ম। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্যে প্ররোচিত করবে তুমি, যাতে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পাও। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেনিফিদারের লোকজনকে পাগল বানিয়ে ছাড়ব আমরা, বেশ কয়েকজনকে অচল করে দেব। পরিস্থিতি শান্ত হলে আশরাফকে ফোন করব। বন্ধুকে নিয়ে হোটেল ছাড়বে সে, এয়ারপোর্টে গিয়ে পরবর্তী প্লেন ধরবে। আগামী চারদিনের প্রতিটি ফ্লাইটে একজোড়া করে সীট বুক করা হয়েছে। তোমরা চলে যাবার পর বাকি কাজটুকু শেষ করার জন্যে এখানে আরও দু'চারদিন থেকে যেতে পারি আমরা।'

'কিন্তু সব যদি সুষ্ঠুভাবে না ঘটে? ওরা যদি তোমাকে গুলি করে?'

'গুলি তো করতেই পারে, তবে আমরা সাবধান থাকব।' দাঁড়াল রানা, জেনির হাত ধরে দাঁড় করাল। 'চলো, বাথরুমে ঢুকি। তোমার চুল নিয়ে ঝামেলা আছে।'

'আমার চুল? মানে?'

'কেটে ছোট করতে হবে।'

'সর্বনাশ! আমার এত সুন্দর চুল কেটে ফেলতে হবে?'

'ছোট করতে হবে।'

'কে ছোট করবে, তুমি? এত কিছু জানো?'

'জানতে হয়েছে। সোহানা আমাকে শিখিয়েছে।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল জেনি, তারপর বলল, 'রানা…আমার ওপর রাগ কোরো না। জানি, তোমার সোহানার প্রতি আমার কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, তাকে আমি ঠিক পছন্দ করতে পারব না।'

'পছন্দ করতেই হবে, এমন কোন কথা তো নেই,' অমায়িক হেসে বলল রানা। 'আগে তাকে দেখো, তারপর নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ো। চলো এবার।'

আধ ঘণ্টা পর পিঠ উঁচু একটা চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল জেনি, চোখ খোলা, ঝলসে উঠল ফ্ল্যাশ, কয়েকটা ফটো তুলল রানা। জেনির চুল ছেলেদের মত করে কেটেছে ও, পরিপাটি করে আঁচড়েও দিয়েছে। ফোম রাবারের দুটো টুকরো ছিল মুখের ভেতর ফটো তোলার সময়, ফলে মুখের আকৃতি বদলে যায়। তৃতীয় প্রিন্টটা নিখুঁত হলো, একটা এনভেলাপে ভরে রাখল রানা।

'প্যাডগুলো বের করে ফেলো,' বলল রানা। 'নিজের কাছে রেখে দাও, হোটেলে ঢোকার সময় আবার লাগবে।'

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ মিনিট জিনিসপত্র গোছগাছের কাজে ব্যস্ত থাকল রানা। জেনির জিনিসপত্র একটা সুটকেসে ভরে তালা লাগাচ্ছে, হঠাৎ কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল। পরিষ্কার কিছু শুনতে পেয়েছে, তা নয়। তবু কেন যেন খুঁতখুঁত করে উঠল মনটা। ছোট অফিস কামরায় ঢুকল ও, আলো নিভিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল, পর্দাটা আধ ইঞ্চি সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। গাছপালার ভেতর দিয়ে চলে গেছে সরু পথটা, অন্ধকার গ্রাস করে রেখেছে। কোথাও কিছু নড়তে দেখা গেল না।

কিচেনে চলে এল রানা। বাইরে উঁকি দিল। বাড়ির পিছন দিকেও দেখার কিছু নেই। লিভিংরুমে ফিরে এসে দেখল, দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি, ওর দিকে মুখ। চাপা গলায় জানতে চাইল সে, 'কি ব্যাপার, রানা?'

'সম্ভবত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে শোনার চেষ্টা করল জেনি। প্রায় এক মিনিট পর বলল, 'না। প্রতিটি শব্দ স্বাভাবিক লাগছে। তবে আমার ধারণা কাছাকাছি মানুষ আছে। খুঁতখুঁত করছে মনটা।'

'আমারও।'

'সোহানা নয়তো?'

'সময়ের অনেক আগে হয়ে যায়। আমার ধারণা, ওরা আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছে। চিন্তা কোরো না, জেনি।' ঝাড়া দশ সেকেন্ড নড়ল না রানা, চিন্তা করল কি করবে। 'এখানে শান্ত হয়ে বসো তুমি,' অবশেষে বলল ও। 'গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে সামনের উঠানে আনছি আমি।'

'না, রানা! তোমাকে আমি বেরুতে দেব না! ওরা তোমাকে গুলি করবে!'

'এখুনি করবে না, জেনি। আমি এখানে আছি, ওরা জানে। কিন্তু জানে না যে তুমিও এখানে আছ। আমাকে খুন করার আগে নিশ্চিত হতে চাইবে ওরা।'

'ওরা…ওরা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে!'

'পড়বে না। পেনিফিদারের লোক হলে পড়বে না।' শার্টের বোতাম খুলল রানা।

'কেন?'

'কারণ আমাকে ওরা চেনে,' সহজ সুরে বলল রানা, কোন গর্ব নেই। শার্টের ভেতর, সুন্দর দেখতে ছোট্ট দুটো ছুরি খাপসহ বুকের বামদিকে সেঁটে রয়েছে। রানার বোতাম খোলার সূক্ষ্ম শব্দ ঠিকই শুনতে পেয়েছে জেনি। ছুরি দুটোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন সে, এই মুহূর্তে শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল। 'তাছাড়া,' বলল রানা, 'আরও সহজ একটা সুযোগ দিচ্ছি ওদেরকে আমি। কি করতে হবে মন দিয়ে শোনো।'

দু'মিনিট পর, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে জেনির, দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে সে। গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে কটেজের সামনে আনল রানা, মৃদু শিস দিচ্ছে, শান্তভাবে বারান্দা হয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। নিজের ব্যাগ দুটো তুলে নিল ও, আবার বেরিয়ে এল। গাড়ির পিছনে রাখল ওগুলো। গাড়ির অফ-সাইড কটেজের দিকে, দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট বারান্দার কাছাকাছি। হেডলাইট জ্বলছে, এঞ্জিন সচল, সামনের দুটো দরজা সম্পূর্ণ খুলে রেখেছে রানা। বারান্দায় হলুদ একটা আলো জ্বলছে, আলোকিত করে রেখেছে উঠানটা।

কটেজের ভেতর ফিরে এল রানা, আলো নেভাল, জেনির হাত ধরে বেরিয়ে এল হলে। বারান্দায় বেরুবার আগে বারান্দার আলোটা নেভাল। হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেল কটেজের সামনেটা। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাল রানা। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।'

শরীরটা কাঁপছে জেনির, তাকে নিয়ে গাড়ির অপর দিকে চলে এল রানা, ফিসফিস করে বলল, 'কোন ভয় নেই। ওরা অন্তত তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

প্যাসেঞ্জার সীটে জেনি উঠে বসতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা, তারপর অত্যন্ত দ্রুত অফ-সাইড দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সীটের ওপর দিয়ে সাপের মত দরজা দিয়ে বেরিয়ে রানার পায়ের ওপর চলে এল জেনি। গাড়ির ভেতর তাকিয়ে রানা বলল, 'সব ঠিক আছে?' ইতিমধ্যে গাড়ি ও কটেজের মধ্যবর্তী ছোট্ট জায়গাটা পেরুতে শুরু করেছে জেনি।

ছোট্ট, অন্ধকার বারান্দার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে থাকল মেয়েটা। ইতিমধ্যে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করেছে রানা।

দ্রুত ছুটল রানার পন্টিয়াক, কাঁকর ছড়ানো পথে একবার হড়কে গেল চাকা। গাড়ি-পথের সামনে হঠাৎ করে লাফ দিয়ে পড়ল একটা মূর্তি, গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। হাতে একটা টর্চ, গাড়ি থামাবার জন্যে এদিক ওদিক নাড়ছে আলোটা। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠে আরেক লাফে পথ থেকে সরে গেল মূর্তিটা। তিন সেকেন্ড পর চওড়া রাস্তার ওপর উঠে এল পন্টিয়াক।

অন্ধকার বারান্দায় এখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে জেনি, হাতের ভাঁজে মুখটা ঢাকা, ঠিক যেভাবে ঢেকে রাখতে বলেছে তাকে রানা। কটেজের চাবিটা তার ডান হাতের মুঠোর ভেতর। পন্টিয়াকের গর্জন শুনতে পেল সে, তারপর বিভিন্ন দিক থেকে নানারকম শব্দ ভেসে এল। কাঁকর ও ঘাসের ওপর ছুটন্ত পদশব্দ। তার মাত্র কয়েক ফুট দূর দিয়ে কে যেন ছুটে গেল। দাঁতে দাঁত চাপল কেউ, অশ্রাব্য একটা গালি দিল আরেকজন। আরেকটা গলা পেল জেনি, উচ্চারণ শুনে মনে হলো আমেরিকান। লোকটা হাসল, তারপর বলল, 'গাড়ির ভেতর নিজেই আটকা পড়েছে বাছাধন, আমার জানামতে সঙ্গে কোন আর্মস নেই!' পায়ের আওয়াজ ও গলার শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। এঞ্জিনের জোরাল আওয়াজ শুনে জেনি বুঝল, পন্টিয়াককে ধাওয়া করে ধরে ফেলবে ওরা। রানার জন্যে আতঙ্কবোধ করল সে। কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়াল, চাবি ঢোকাল কী হোলে।

ছয়

'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না,' বললেন মারভিন লংফেলো, ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা আইডেনটিকিট ছবিটার ওপর আরেকবার চোখ বুলালেন। ড. জিমসনের দরজায় যে দৈত্যাকার লোকটাকে দেখা গিয়েছিল, যে-রাতে উনি মারা গেলেন, এ তারই ছবি—আঁকা হয়েছে, মিলটা সহজেই ধরা পড়ে চোখে।

রাত প্রায় দেড়টা, ঘুমিয়ে আছে লন্ডন শহর। নিজের ক্লাবে একটা পর্যন্ত ব্রিজ

খেলেছেন বিএসএস চীফ, তারপর বাড়ি ফেরার পথে হোয়াইট হল অফিসে একবার ঢুঁ মারতে এসেছেন। তাঁর সহকারী, রবার্ট নেলসন, আজ রাতের ডিউটি অফিসার। 'মোটেও ভাল ঠেকছে না,' আবার বললেন মারভিন লংফেলো।

'ডান কেগানকে আপনি সন্দেহ করছেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল নেলসন, কোন রকম উদ্বেগ তাকে স্পর্শ করেনি।

'ডান কেগান নামে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কেউ নেই।'

'বলছেন লোকটা প্রকাণ্ড। আপনার ধারণা ড. জিমসন সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যাননি, এই প্রকাণ্ড লোকটা তার ঘাড় মটকে দিয়েছে?'

'মেট্রোপলিটান পুলিস বলছে অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ।' হেঁটে জানালার সামনে চলে এলেন মারভিন লংফেলো, হোয়াইটহলের দিকে তাকালেন। 'ফ্রেজার আমাকে দিয়ে আইডেনটিকিট ছবিটা তৈরি করাল, বলল লোকটাকে খুঁজে বের করা হবে। কিন্তু মুখে যাই বলুক, তাকে খুব সিরিয়াস বলে মনে হয়নি।'

'তাহলে কি করার আছে আমাদের?'

'কেসটা আমাদের নয়, পুলিসের,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'কিন্তু পুলিস যদি আগ্রহ না দেখায়? এদিকে পানামা থেকে সোহানা চৌধুরীর ফিরতে এখনও দেরি আছে।'

'উনি বোধহয় পেনিফিদারের একটা ব্যবস্থা না করে ফিরবেন না,' বলল নেলসন। 'বিশেষ করে ওঁর সঙ্গে যখন মি. রানার দেখা হচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো, নেলসন কি বলছে সেদিকে তেমন খেয়াল নেই। আপনমনে চিন্তা করছেন তিনি। চিন্তা করছেন একটা লোকের কথা। কেমন লোক সে, যার শরীরটা হাতির মত? তার নার্ভ কি ইস্পাত? ঠাণ্ডা মাথায় একজন মানুষকে খুন করল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করছে, এই সময় দেখল একটা গাড়ি এসে থামল, তবু এতটুকু নার্ভাস হল না! অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্যে হাসল লোকটা। সকৌতুকে হাসল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। ভীতিকর রকম অস্বাভাবিক। 'তুমি ঠিকই বলেছ, পানামা থেকে আগে ওরা ফিরে আসুক, তারপর সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়,' অন্যমনস্কভাবে বললেন তিনি।

কটেজের পিছন দিকে, ছায়ার ভেতর, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা নারীমূর্তি। সোহানা।

ভাড়া করা টয়োটা চোখের আড়ালে, রাস্তায় রেখে এসেছে ও। কটেজের কোন জানালায় আলো নেই দেখে বুঝতে পারছে খারাপ কিছু ঘটেছে।

কালো শোল্ডার ব্যাগ থেকে এমএবি অটোমেটিকটা বের করল সোহানা, সাবধানে সামনে বাড়ল। ক্যাপ্টেন হার্মিটেজের অফিসে কাপড় বদলেছে ও। কোঁকড়ানো সুতি কাপড়ের কালো শার্ট পরেছে, সঙ্গে ফুলে থাকা গাঢ় রঙের স্কার্ট ও মোকাসিন। স্কার্টের এক দিকে চেইন লাগানো, টান দিলেই ফাঁক হয়ে যাবে।

কটেজের পিছন দিকের দরজায় এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সোহানা, অন্ধকার পরিবেশটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে নিজেকে, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে চাইছে আশপাশে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। বিপদের কোন আভাস পেল না। ঠোঁট সরু

করে মৃদু শিস দিল একবার। প্রথমবার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আবার শিস দিল ও। এবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা শিস ভেসে এল কটেজের ভেতর থেকে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকল সোহানা। দশ সেকেন্ড পর দরজায় টোকা পড়ল মৃদু। প্রথমে তিনবার, তারপর দু'বার। অটোমেটিকের বাঁট দিয়ে প্রথমে একবার, তারপর ঘন ঘন দু'বার টোকা দিল সোহানা। দরজায় চাবি ঢোকাবার আওয়াজ হলো। এক মুহূর্ত পর খুলে গেল কবাট।

রানা নয়, একটা মেয়ে। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে সে।

'কোন ভয় নেই। আমি সোহানা চৌধুরী,' বলল ও। একপাশে সরে দাঁড়াল মেয়েটা, কিচেনে ঢুকল সোহানা, ঢুকেই ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। প্রায় গাঢ় অন্ধকার ভেতরে। কোন রকমে শুধু মেয়েটার আকৃতি দেখতে পাচ্ছে।

'কিছু লোক এসেছিল...,' গলাটা কাঁপা কাঁপা হলেও শান্ত রাখার চেষ্টায় আছে জেনি। 'রানা তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।'

খুশি হলো সোহানা। মেয়েটা প্রলাপ বকছে না। প্রথমেই কাজের কথা বলছে। সন্দেহ নেই, এ সাধারণ মেয়ে নয়। 'তারমানে বাড়িটার ওপর ওদের নজর নেই,' বলল ও পেন্সিল টর্চ জেলে আলোর সুইচটা খুঁজে নিয়ে টিপে দিল। 'রেডিওতে রানা আমাকে তোমার নাম বলেনি।'

'জেনি। জেনি উডহাউস।'

একহারা গড়ন, দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। চুল এভাবে কাটা না হলে, চেহারায় ভয়ের ছাপ না থাকলে, আরও সুন্দর লাগত। চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা, জানা না থাকলে ধরা প্রায় অসম্ভব যে মেয়েটা অন্ধ, কারণ চোখ দুটো জ্যান্ত, নিষ্প্রাণ নয়। শুধু তাকানোর ভঙ্গির মধ্যে আভাস পাওয়া যায়। তার কাঁধে একটা হাত রেখে সোহানা বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, জেনি। তোমার ওপর দিয়ে অনেক বিপদ গেছে, জানি আমি। তবে এখন আর ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা নিরাপদে বের করে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'আমি রানার জন্যে চিন্তিত,' স্পষ্ট ভাষায়, সরাসরি বলল জেনি, তার গলায় উদ্বেগের চেয়ে রাগই বেশি।

মনে মনে মেয়েটার প্রশংসা করল সোহানা। সরল, স্পষ্টবাদী। 'চিন্তিত আমিও, জেনি। তবে বিপদে আগেও পড়েছে ও, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানে। রানা তোমার ছবি তুলেছে?'

'তুলেছে। ছেলের ছবি।' ব্যাগে হাত ভরে এনভেলাপটা বের করল জেনি। 'নাও।'

হেসে ফেলল সোহানা। 'বুড়ি সাজার চেয়ে ভাল নয়? এসো, কাজটা সেরে ফেলি।' শোল্ডার-ব্যাগটা কিচেনের একটা শেলফে নামিয়ে রাখল ও, ভেতর থেকে একে একে বের করল পাসপোর্ট, কলম, মেটাল স্ট্যাম্প, অ্যাডহেসিভ-এর ছোট একটা টিউব। 'মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে।'

অন্ধকারে যে কোমল স্বরটা শুনতে পাচ্ছে জেনি, শুধু আওয়াজটাতেই সীমাহীন স্বস্তিবোধ করছে সে। গলাটা মিষ্টি বলে কি? রানার গলার সঙ্গে তুলনা

চলে না, কারণ এটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের কণ্ঠস্বর, তবু কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল আছে বলে মনে হলো জেনির। মনটা শান্ত হয়ে আসছে তার, নিরাপদ বোধ করছে, ঠিক রানা উপস্থিত থাকলে যেমন করত। সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ কোথায় উধাও হলো বলতে পারবে না সে। ইচ্ছে হলো সোহানার সঙ্গে গল্প করে। 'তুমি ফোন করার পর আমার চুল কাটল রানা, ফটো তুলল। সুটকেস গোছাল—তারপর বুঝতে পারল, বিপদ হতে যাচ্ছে। আমিও বুঝতে পারলাম, ওরা আমাদেরকে পেয়ে গেছে...,' ধীরে ধীরে সব কথা বলে গেল জেনি। 'আরেকটা গাড়ি নিয়ে রানাকে অনুসরণ করল ওরা, শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম আমি। আওয়াজ শুনে মনে হলো, রানার চেয়ে ওদের গাড়িটা আরও জোরে ছুটতে পারে।'

'শুধু গাড়ি ভাল হলে হবে না, রানার মত ড্রাইভারের সঙ্গে জিততে হলে আরও অনেক কিছু দরকার হবে ওদের,' শান্তভাবে বলল সোহানা। 'এবার তুমি সই করবে। পারবে তো? যেখানে যা লেখার সব আমি লিখে ফেলেছি। তোমার নাম বব রিগ্যান।'

'শুধু আঙুল রেখে দেখিয়ে দাও কোত্থেকে শুরু করব।' কলমটা নিয়ে সই করল জেনি। 'ঠিক হয়েছে?'

'চমৎকার। তাহলে সবাই ওরা রানার পিছনে ছুটল। তারপর?'

'সব যখন শান্ত হয়ে এল, ঘরে ঢুকে তোমার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। রানা আমার সুটকেসটা রেখে গেছে, যেটা আমাকে কিনে দিয়েছিল। প্যান্ট-শার্ট বের করে পরে ফেললাম, হ্যাটটা রাখলাম টেবিলের ওপর। ও আমাকে বলে গেছে, তুমি সাড়ে ন'টার সময় আসবে। এসে আশরাফ চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাবে। আলো নিভিয়ে রাখতে বলল, তুমি যাতে ধারণা করো খারাপ কিছু ঘটেছে। তুমি শিস দেবে, টোকা দেবে দরজায়, এসবও বলে গেছে রানা।'

'কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ তুমি, জেনি?'

'প্রায় আধ ঘণ্টা।'

'লাফ দিয়ো না, সীল মারছি পাসপোর্টে। হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। খুব কম মানুষই আমাকে সাবধান করার কথা ভাবে।'

'রানা ভাবত।'

'হ্যাঁ।' কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ছাড়ল জেনি। 'ওর জন্যে আমি খুব চিন্তায় আছি!'

শান্ত হলো রানা। মনে কোন সন্দেহ নেই, ওদেরকে খসাতে পেরেছে ও। হাইওয়েতে যতক্ষণ ছিল, প্যান-আমেরিকানায়, ওর পন্টিয়াককে ধাওয়া করছিল একটা গাড়ি। হাইওয়ে ছেড়ে আরেক রাস্তায় চলে আসার পর সেটাকে আর পিছনে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার এই অংশটা পুরানো, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটছে পন্টিয়াক, যাচ্ছে পানামা সিটির দিকে। পিছনে একটা গাড়ি রয়েছে, তবে এটা সেটা নয়। এটার জোড়া হেডলাইটের মাঝখানে ব্যবধান অনেক বেশি।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, শহরতলির কোথাও থামবে ও, পুলিস স্টেশনে ফোন করে ক্যাপ্টেন মিগুয়েল হার্মিটেজের সঙ্গে কথা বলবে। হোটেল সান্তা মারিয়ায় নয়, সোহানা আশা করবে ওখানেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে ও। জেনিকে হোটেলে

পৌঁছে দেয়ার পর ওখানে আর এক সেকেন্ডও থাকবে না সে।

পকেট হাতড়ে দেখে নিল রানা ফোন করার জন্যে খুচরো পাঁচ সেন্টাভো আছে কিনা। তারপর আয়নার দিকে তাকাল। পিছনের গাড়িটা কাছে চলে এসেছে, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল হেডলাইটের আলোর ওপর এবার আরেকটা আলো দেখতে পেল ও, অনবরত ঘুরছে সেটা। তারমানে ওটা পুলিসের একটা পেট্রল কার। রাস্তা খারাপ, আগেই স্পীড কমিয়ে এনেছে রানা। নিজের ওপর খুশি হলো ও।

দ্রুত পন্টিয়াকের পাশে চলে এল পুলিস কার। পাশে এল, তারপর আর সামনে বাড়ল না। ওটা ডজ ইউটিলিটি ট্রাক, রঙটা খয়েরি, দরজায় বড় করে হলুদ নাম্বার লেখা রয়েছে। ক্যাপ পরা দু'জন লোককে দেখল রানা, সামনে বসে আছে। জানালা দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে এল, থামতে বলছে ওকে। মনে মনে বিরক্ত হলেও স্পীড কমাল রানা, রাস্তার ধারে দাঁড় করাল পন্টিয়াক। পিছনে থামল ডজ। এঞ্জিন বন্ধ করে জানালার কাচ নামাল রানা। অপেক্ষা করছে। স্প্যানিশ ভাষাটা ভালই জানে ও, অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হবে না। হাইওয়ে ছাড়ার পরও দু'একবার স্পীড লিমিট লঙ্ঘন করেছে ও, ভাগ্য ভাল হলে ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেবে ওকে।

আয়নায় চোখ রেখে রানা দেখল, কার থেকে নেমে অলসভঙ্গিতে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে পুলিস দু'জন। একসঙ্গে নয়, আলাদাভাবে এল তারা, পন্টিয়াকের দু'দিক দিয়ে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাতে যাবে রানা, দেখল চোখ থেকে বারো ইঞ্চি দূরে লোমশ হাতে ধরা রয়েছে কুৎসিতদর্শন একটা অটোমেটিক।

নিজের ওপর খুব রাগ হলো মাসুদ রানার। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ডাবল-অ্যাকশন নাইন এমএম অটোমেটিক-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, হোলস্টার থেকে বের করে ট্রিগার টিপতে সময় লাগে অত্যন্ত কম, কারণ চেম্বার লোড করা ও হ্যামার নামানো অবস্থায় নিরাপদে বহন করা যায় ওটা। পানামানিয়ান পুলিস বাহিনী এ-ধরনের একটা সাইড-আর্ম ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না। অটোমেটিক থেকে রানার দৃষ্টি ওপরে উঠে গেল। ভরাট, ভারী একটা মুখ। এরকম মুখ আগেও দেখেছে রানা, শেষবার মাত্র ক'দিন আগে একটা দ্বীপে। এগুলোর কাজই ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়ানো। প্রফেশনাল ক্রিমিনালের মুখ। রানার পিছনের দরজাটা খুলে গেল। কর্কশ আওয়াজ পেল ও। 'নড়বে না!' পিছনের সীটে কিছু আছে কিনা দেখছে লোকটা। সামনের লোকটার পুলিস ক্যাপ ও জ্যাকেট আরও ছোটখাট কারও জন্যে তৈরি করা হয়েছে, ট্রাউজারটা ইউনিফর্ম নয়, খয়েরি স্যুটের অংশ।

অটোমেটিকের কালো চোখের দিকে তাকাল রানা, বুঝল ওর কিছু করার নেই। পিছনের লোকটা প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠল, 'ছুঁড়িটা গাড়িতে নেই!'

সামনের লোকটা খানিক ঝুঁকল, রানাকে ছাড়িয়ে গাড়ির ভেতর চলে গেল তার দৃষ্টি। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে। সাবধান হবার সুযোগ পেল না রানা। দ্বিতীয় অটোমেটিকের বাঁটটা সবেগে নেমে এল মাথার উপর।

*

ফোনের রিসিভার তুলে ক্যাপ্টেন বলল, 'হার্মিটেজ।' ডিউটি অনেক আগেই শেষ হয়েছে তার, শুধু সোহানার অনুরোধে এখনও পুলিস স্টেশনে বসে আছে।

'ক্যালে ফরটিসিক্স-এর মোড় থেকে বলছি,' বলল সোহানা। 'মি. রানা আপনাকে ফোন করেছেন?'

'এখানে? না। আমার ধারণা ছিল তিনি আপনার সঙ্গে আছেন।'

'ওরা ওঁকে খুঁজে পায়, ওদেরকে কটেজ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি। মেয়েটাকে আমি নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছি, কিন্তু মি. রানা ওখানে যাবেন না। তিনি ফোন করবেন আপনাকে।'

'এখনও করেননি।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে গম্ভীর হলো ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। 'পরিস্থিতি ঘোলাটে লাগছে। আমি চাই না আমার এলাকায় কোন খুন-খারাবি হোক।'

'সে তো আমিও চাই না,' বলল সোহানা। 'আমি ফিরছি। আপনি আমাকে নিতে আসবেন?'

'তার দরকার নেই। স্টেশনের ওপর দু'জন লোক নজর রাখছিল। দশ মিনিট আগে তাদের আমি আটক করেছি। গাড়ি নিয়ে সোজা ঢুকে পড়তে পারেন।'

পনেরো মিনিট পর ক্যাপ্টেন হার্মিটেজের অফিসে ঢুকল সোহানা। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন, বলল, 'আমাদের জন্যে খাবার আনতে দিয়েছি, আপনাকে রেখে আমার তো আর বাড়ি ফেরা হচ্ছে না।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।' একটা চেয়ার টেনে বসল সোহানা।

'কি করবেন বলে ভাবছেন?'

'অপেক্ষা।'

'তাতে মি. রানার কোন উপকার হবে কি?'

'এখনও আমি জানি না ওঁর কোন সাহায্য দরকার আছে কিনা।'

'তিনি যদি ওদের হাতে ধরা পড়ে থাকেন?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ।

'প্রথমে ওরা জানার চেষ্টা করবে মেয়েটা কোথায় আছে। মি. রানা যদি বলে দেন, ওরা ওঁকে খুন করবে।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল ক্যাপ্টেন, তারপর বলল, 'আপনাকে তেমন উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না।'

'মনে না হলেও আমি উদ্বিগ্ন,' শান্ত গলায় বলল সোহানা, তবু ওর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু আছে, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। নিজেকে নিয়ে গর্ব করার মানুষ নয় সে, তবু জানে সাহসের কোন অভাব নেই তার মধ্যে—শহরটাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে সারা শরীরে অসংখ্য দাগ পড়ে গেছে। তবে এই মুহূর্তে একটা কথা ভেবে খুশি লাগল তার, মাসুদ রানার প্রতিপক্ষ নয় সে, সে তাকে কথা বলাবার বা খুন করার চেষ্টা করছে না। ক্যাপ্টেন বলল, 'আমার বিশ্বাস, মি. রানাকে ওরা ধরে ফেলেছে।'

'আপনার বিশ্বাসের কারণ?'

'এক ঘণ্টা আগে একটা পুলিস কার চুরি গেছে আমাদের—এখান থেকে কোরেরা-র মাঝখানে একটা রাস্তায়। ড্রাইভার আর তার সঙ্গীকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছি আমরা। জ্ঞান ফেরার পর শুধু বলতে পেরেছে, যারা হামলা করেছিল তারা আমেরিকান। ওদের জখম গুরুতর।'

'পুলিস কার,' বিড়বিড় করল সোহানা, ক্যাপ্টেনের মনে হলো সম্ভাব্য তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করছে ও। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। খানিক পর পুলিস কারটা পাওয়া গেছে। ওখান থেকে এক মাইল দূরে। পুরানো এক রাস্তায় পাওয়া গেছে খালি একটা পন্টিয়াক। মালিককে চেনার মত কোন কাগজ-পত্র পাওয়া যায়নি, তবে গ্যারেজগুলোয় খবর নিচ্ছি আমরা। গাড়িটায় একটা রেডিও পাওয়া গেছে; ড্যাশের নিচে।'

নিচের ঠোঁটটা একবার কামড়াল সোহানা। 'ওটা মি. রানার গাড়ি,' বলল ও। 'ওঁকে ধরার জন্যে পুলিস কার ব্যবহার করেছে ওরা।'

কয়েক সেকেন্ড কেউ কিছু বলল না।

তারপর ক্যাপ্টেন নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'পেনিফিদারকে খুঁজছি আমরা। কিন্তু ওপরমহল থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কোন অ্যাকশন নেয়া যাবে না, শুধু রিপোর্ট করতে হবে। আমার নিজস্ব কিছু লোক হোটেলগুলোতে খবর নিচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন,' বলল সোহানা। 'ভাল হয় যদি পোর্টগুলোর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। পেনিফিদারের ইয়ট আছে।' এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'আমার নিজের কোন বিশ্বস্ত কনট্যাক্ট নেই, কাজেই আপনার ওপরই ভরসা।'

'পোর্টেও লোক পাঠিয়েছি। কাজটা কঠিন। আমরা জানি না কি নাম নিয়ে পানামায় ঢুকেছে সে, তার কোন ছবিও আমাদের কাছে নেই। তবে আপনার দেয়া বর্ণনা সবাইকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। দু'ভাবে কাজ শুরু করেছি আমি।'

কথা না বলে মুখ তুলে শুধু তাকাল সোহানা।

নক হলো দরজায়। উঠে গিয়ে দরজা খুলল ক্যাপ্টেন, তবে অফিসে কাউকে ঢুকতে দিল না। টেবিলে আবার ফিরে এল সে, খাবারের ট্রেটা নামিয়ে রাখল। 'আপনি আমাকে জানিয়েছেন, পেনিফিদারের সঙ্গে যারা আছে তারা সবাই আমেরিকান, একজন বাদে—সে স্কটল্যান্ডের লোক। এদেরকে দেখতে পেলে আমার লোকজন শুধু আমার কাছে রিপোর্ট করবে।' ট্রের ওপর চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন, 'গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিলে হত না?'

'আগে আপনার কথা শেষ হোক।'

'আরেক লাইনে তদন্ত শুরু করেছি আমি। পানামানিয়ান গুণ্ডাদের ব্যবহার করছে পেনিফিদার। তারমানে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে তাকে। দু'জনকে আমরা ধরেছি তারা চুনোপুটি হলেও দু'একটা তথ্য পাওয়া গেছে। সেগুলো চেক করে দেখা হচ্ছে। তারমানে এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া আমারও কিছু করার নেই।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।'

'খাওয়ার পর তাহলে আমাদের সময় কাটবে কিভাবে?' চোখে কৌতুক, সোহানার চেহারার ওপর সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাল ক্যাপ্টেন।

'আপনার কোন প্রস্তাব আছে?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'আছে,' বলে হাসল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। 'আপনি সুন্দরী, ভেরি ডিসটার্বিং। আমি আপনার ওপর থেকে মনটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখতে চাই। আপনি দাবা খেলেন, মিস সোহানা?'

'খেলি,' শান্ত গলায় বলল সোহানা।

'সময় কাটানোটা তাহলে কোন সমস্যা হবে না।' আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল ক্যাপ্টেনের মুখে। ট্রের দিকে সোহানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'নিন, শুরু করুন।'

হেসে উঠে ক্রুনেল বলল, 'রানা, তুমি এক নাম্বার মিথ্যুক!'

'তাহলে অন্য একটা গল্প বলি, বিশ্বাসযোগ্য?' খুলির ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে রানা। 'ভুলটা আমারই হয়েছে, বিশ্বাসযোগ্য অথচ মিথ্যে গল্পটাই প্রথমে বলা উচিত ছিল। আমার জায়গায় সোহানা হলে এই ভুল করত না।'

'মানে?'

'দু'জনের কাজের ধারা দু'রকম,' শান্তভাবে বলল রানা। 'ফাঁদে পড়লে আমি কখনও প্রলাপ বকি না, যা বলার সত্যি বলি। কারণ আসল কথাগুলো আগে বা পরে প্রতিপক্ষ ঠিকই জানতে পারবে। বলতে চাইছি, পায়ের তলায় মোমবাতি ধরলে কারও পক্ষেই বেশিক্ষণ মিথ্যে কথা বলা সম্ভব নয়।'

'মোমবাতি, কেমন?' ক্রুনেলের চোখ দুটো ঝিক করে উঠল। 'ভাল একটা আইডিয়া পাওয়া গেল।'

'দু'মিনিট, খুব বেশি হলে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'তারপরই হড়হড় করে বেরিয়ে আসবে সব। কাজেই পা পুড়িয়ে লাভ কি? আগেভাগে সব বলে ফেলা ভাল নয়?'

'তারপরও পা পোড়ানো যেতে পারে, পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে।'

'হোটেলে বসে কাজটা করা বোকামি হবে,' রানার গলায় সন্দেহ। 'চাইলেও আমি চুপ করে থাকতে পারব না, আমার চিৎকারে ছুটে আসবে সবাই।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে,' স্বীকার করল ক্রুনেল। 'তবে হোটেলটায় লোক প্রায় নেই বললেই চলে। মালপানি ঢালা হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। বলতে পারো গোটা হোটেলটাই ভাড়া করেছি আমরা। তাছাড়া কি করে ভাবলে আমাদের কাছে টেপ নেই? যখন দেখব পা দুটো বেশ ভালমত পুড়েছে, তখন জিজ্ঞেস করব, সত্যি কথা বলবে কিনা। আমার ধারণা এরপর তুমি মিথ্যে বলার ঝুঁকি নেবে না।'

'ঝুঁকি আমি প্রথমবারই নিইনি। যা বলেছি সত্যি বলেছি।'

'তবু মোমবাতি ব্যবহার করে দেখতে পারি আমরা, সত্যি তুমি সত্যি কথা বলেছ কিনা—মানে, দ্বিতীয় গল্পটা প্রথমটার সঙ্গে হুবহু মেলে কিনা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দ্বিতীয় গল্পটা প্রথমটার সঙ্গে মিলবে না,' শান্ত বিনয়ের

সঙ্গে বলল রানা, প্রায় ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে। 'তুমি অন্য কিছু শোনার জন্যে আমার পা সেদ্ধ করবে, কষ্ট কম পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি করে নতুন একটা গল্প বানাব আমি। সেটা সত্যি কিনা চেক করতে হবে তোমাকে। তারচেয়ে প্রথমবার যেটা বলেছি সেটাই চেক করে দেখো না কেন? আরে গাধা, মাত্র পনেরো মিনিট লাগবে।'

রানার সামনে পায়চারি শুরু করল ব্রুনেল, হাত দুটো পিছনে। মুখটা হাসিহাসি করে রাখল সে। যদিও গভীরভাবে চিন্তা করছে।

রানা চোখ খোলার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। জ্ঞান ফেরার পর দেখল, মেঝেতে পড়ে আছে ও, মাথার ভেতরটা ব্যথায় দপদপ করছে। ওর একটা হাত মুক্ত, অপরটা একটা রেডিয়েটর-এর মাথা থেকে বেরিয়ে আসা পাইপের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আটকানো। হ্যান্ডকাফটা ব্যারেল-লক টাইপের। একা হলে খুলে ফেলা কঠিন নয়, যদি ওর ডান পায়ের জুতোয় লুকানো ইস্পাতের কাঠিটা হাতে পায়। কিন্তু ওর পায়ের জুতো জোড়া আগেই খুলে নিয়েছে ব্রুনেল। কামরার এক কোণে পড়ে রয়েছে ওগুলো। জুতোর পাশেই দেখা যাচ্ছে ওর জ্যাকেট আর শার্ট।

ব্রুনেল এ-পর্যন্ত তিনবার মেরেছে ওকে। প্রথম দু'বার যখন ওর জ্ঞান ফিরছিল, তৃতীয়বার দাঁড়াতে দেরি করায়। ঘুসিগুলো যে খুব ব্যথা দিয়েছে তা নয়, কারণ ব্রুনেলকে ঠিক পেশীবহুল বলা যায় না। তার আঙুলে একটা আঙটি আছে, রানার মুখের দু'এক জায়গা কেটে দিয়েছে ওটা। ঘুসিগুলো তেমন জোরাল না হলেও, ওগুলো খেয়ে মাথার ব্যথাটা আরও বেড়ে গেছে।

এখন পর্যন্ত নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করছে রানা, সেই সঙ্গে জানে ভাগ্যের এই সহায়তা খুব বেশিক্ষণ পাবে না ও। প্রতিপক্ষের ফাঁদে ধরা পড়ে সময় পাবার চেষ্টা করা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত তেমন কোন উপকারেও আসে না। তবে আর কোন অবলম্বন নেই ওর। আশার আলো দেখা দিতে পারে, ওদেরকে যদি দেরি করিয়ে দেয়া যায়। ও জানে, পেনিফিদারকে খুঁজছে সোহানা। সময়মত তাকে পেয়েও যেতে পারে ও।

রানা ও ব্রুনেল ছাড়াও বেডরূমে আরও দু'জন লোক রয়েছে। পেনিফিদার ও নিকেল। নিকেল দরজার পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার মুখটা সরু, ভেতর দিকে তোবড়ানো, দেখে মনে হয় ঠোঁট বলে কিছু নেই। একটা চেয়ারে বসে আছে পেনিফিদার, ভঙ্গিটা শুয়ে থাকার মত, মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। সরু একটা লেদার হারনেস নাড়াচাড়া করছে সে, হারনেসে আটকানো রয়েছে রানার ছুরি দুটো।

ব্রুনেল বলল, 'আবার শুরু করা যাক। তুমি জানতে তোমার বান্ধবী আজ সন্ধের ফ্লাইটে আসবে, কেমন?'

'জানতাম।'

'কিভাবে?'

'আমার পন্টিয়াক সার্চ করার জন্যে লোক পাঠাও,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ড্যাশবোর্ডের নিচটা দেখতে বলবে। একটা রেডিও আছে ওখানে—কেডব্লিউ

২০০০।'

'তা আছে,' নিঃশব্দে হাসল ব্রুনেল। 'তোমাকে বের করে আনার পর চেক করে দেখেছে ওরা। তাহলে কথা ছিল তোমাকে আর মেয়েটাকে কটেজ থেকে উদ্ধার করবে সোহানা, উদ্ধার করে নিয়ে যাবে···কোথায় নিয়ে যাবে?'

'পানামা হিলটনে। এক রাতের জন্যে দুটো কামরা ভাড়া করা হয়েছে। একটা ডাবল রূম, সোহানা আর মেয়েটার জন্যে। একটা সিঙ্গেল, আমার জন্যে।'

চট করে একবার নিকেলের দিকে তাকাল ব্রুনেল, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল নিকেল।

'এ-পর্যন্ত সব ঠিকই আছে,' বলল ব্রুনেল। 'এয়ারপোর্টের পোর্টার রিপোর্ট করেছে, তোমার বান্ধবী হিলটনে উঠছে। নিকেল কনফার্ম করছে। বলে যাও, রানা।'

'একবার তো বলেছি। কটেজে পৌঁছুতে দেরি করে ফেলে সোহানা। কারণটা আমার জানা নেই। রাত ন'টার দিকে আমি টের পাই, তোমাদের বাঁদরগুলো ঘিরে ফেলেছে আমাদেরকে। সান ফ্র্যান্সিসকো বা শিকাগোয় দক্ষ হতে পারে, কিন্তু পানামার জঙ্গলের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই, জানে না কিভাবে সামনে বাড়তে হয়।'

'তো?'

'কাজেই ওদেরকে আমি দূরে সরিয়ে আনি। মেয়েটাকে গাড়িতে তুলি, তারপর বের করে দিই। কটেজ থেকে দূরে সরে আসি আমি একা। ওরা আমাকে ফলো করে।'

'মেয়েটা ঘরে ফিরে গেল?'

'গেল। ঘরে ঢুকে সোহানার জন্যে অপেক্ষা করার কথা তার।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তবে এখন আর ওরা হিলটনে উঠবে না, আমি যেহেতু নিখোঁজ হয়ে গেছি।'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে ব্রুনেল, লম্বা চিবুকটা আঙুল দিয়ে ঘষছে। 'সোহানা জেনিকে কটেজ থেকে আনতে যায়নি,' ধীরে ধীরে বলল সে।

হেসে উঠল রানা। 'বেশ, যায়নি। তোমরা যাও, তুলে আনো।'

'বলছি, সোহানা জেনিকে তুলে আনতে পারবে না,' বলল ব্রুনেল। 'এয়ারপোর্ট থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বান্ধবীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। অসমাপ্ত তদন্ত সমাপ্ত করতে চায় ওরা। এখনও পুলিস স্টেশনে আছে সোহানা। কটেজে যাবার সুযোগ পায়নি সে।'

রানার মুখের হাসি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ব্রুনেলের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, উপলব্ধি করল ব্রুনেল ধাপ্পা দিচ্ছে না। 'তাহলে জেনিকে তোমরা পেয়েছ,' বেসুরো গলায় অবশেষে বলল ও। 'সেক্ষেত্রে এত নাটক করার কি দরকার ছিল?'

'আমরা তাকে পাইনি। কটেজটা খালি।'

তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'খুব ভয় পেয়েছিল মেয়েটা। একা হয়ে যাওয়ায় ভয়টা আরও হয়তো বাড়ে। হয়তো···,' থেমে গেল

ও।

'হয়তো, রানা?' তাগাদা দিল ক্রুনেল। 'বলো, বলো, চুপ করে থেকে কোন লাভ নেই। মোমবাতির আইডিয়াটা তোমার হলেও, আমাদেরও খুব পছন্দ হয়েছে। হয়তো?'

আরও দু'সেকেণ্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর ক্লান্তস্বরে বলল, 'চারদিক অন্ধকার। যাদের চোখ আছে, অন্ধকারে তাদের চেয়ে ভালভাবে নড়াচড়া করতে পারে জেনি। সোহানা আসছে না দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সে, একাই বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটতে শুরু করে।'

'কোথায় যাবে সে?'

'বোকার মত প্রশ্ন কোরো না! পালাবার জন্যে ছুটছে, কোথায় কে জানে। সে জানে তার বোনকে খুন করা হয়েছে, যারা খুন করেছে তারা তাকেও ধরতে আসবে। সোহানা না আসায় পালাবার সিদ্ধান্ত নিল সে। ভাল কথা, তাকে তোমরা চাইছ কেন?'

উত্তর দিল পেনিফিদার, মুখ না তুলেই। 'রিসার্চের জন্যে। আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ।' খাপের ভেতর একটা ছুরি ভরে হাসল সে, কোন শব্দ হলো না। মুখ তুলল, তাকাল ক্রুনেলের দিকে। 'ওই কটেজের চারপাশে তল্লাশি চালাও। অনেক লোক লাগাও, যতগুলোকে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোক হতে হবে। এলাকাটা দুর্গম, খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি সে। দিনের আলো ফোটার পর এক ঘণ্টার মধ্যে পাওয়া যাবে তাকে। আরেকটা কাজ করতে হবে, ইয়টটা তৈরি অবস্থায় আছে কিনা দেখে রাখো।'

নিচের ঠোঁটটা দু'আঙুলে টিপে ধরে কি যেন ভাবল ক্রুনেল, তারপর বলল, 'বেশি লোক লাগালে কোরেরার চারদিকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে। পুলিস যদি কিছু সন্দেহ করে...।'

'ওদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্যে আমি একটা ব্যবস্থা করছি। হয়তো একটা নয়, দুটো ব্যবস্থা করব।' নিকেলের দিকে তাকাল পেনিফিদার। 'তোমার ডাণ্ডা দিয়ে সোহানাকে যদি দু'টুকরো করার সুযোগ পাও, খুশি হবে?'

'বেজায় খুশি হব, বস্!' মাংসের ফাঁকটা খুলে গেল, আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল নিকেলের হলুদ দাঁতগুলো। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো আধবোজা হয়ে এল তার। কালো কেসটা মেঝে থেকে তুলে খুলল সে, নিচু করে ভেতরের জিনিসগুলো দেখাল সবাইকে।

খানিক আগে রানার মুখের হাসি নিভে গেলেও, মনে মনে হাসছিল ও। কারণ ওর গল্প বিশ্বাস করেছে ওরা, ওদের বেশিরভাগ লোক কটেজের পিছনে সময় নষ্ট করতে চলে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মন থেকেও উধাও হলো হাসি। নিকেলের কালো কেসটার ভেতর ওটা চেক এম সিক্সটিওয়ান সাবমেশিনগান। স্টকটা ঠিক যেন ইস্পাতের চুলের কাঁটা, ভাঁজ করে হাত থেকে গুলি ছোঁড়া যায়, ভাঁজ না করে কাঁধ বা নিতম্ব থেকে। দেখল, ওটার সঙ্গে লম্বা একটা ম্যাগাজিন রয়েছে, বিশ রাউন্ড ৭·৬৫-এম এম ব্রাউনিং শর্ট কার্টিজ সহ। স্টক ভাঁজ করা অবস্থায় দৈর্ঘ্যে অস্ত্রটা মাত্র এগারো ইঞ্চি। অটোমেটিক বা সেমিঅটোমেটিক, দু'ভাবেই গুলি করা

যায়। অটোমেটিকে থাকলে এমসিক্সটিওয়ান দু'সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে বিশ রাউন্ড গুলির সবক'টা টার্গেটের গায়ে ঢুকিয়ে দেবে। মাযল ভেলোসিটি এক হাজার এফপিএস-এর একটু বেশি হওয়ায় ওটাতে সাইলেন্সারও লাগানো যায়। কালো কেসটার ভেতর ও-জিনিস একটা রয়েওছে।'

নিকেলের চেহারাটাই এমন, দেখে মনে হয় মানুষ খুন করার জন্যেই যেন জন্মেছে সে। এ-ধরনের একটা মারাত্মক অস্ত্র শুধু তার হাতেই মানায়।

'আপনি আসলে কি ভাবছেন বলুন তো, বস্?' ক্রুনেল কৌতূহল প্রকাশ করল।

'ধরে নিচ্ছি, জেনি উডহাউসকে পেয়ে গেছি আমরা।' দাঁড়াল পেনিফিদার, হারনেস ও ছুরিগুলো কামরার এক কোণে ছুঁড়ে দিল সে। 'কাজেই রানা আর সোহানাকে আমাদের আর দরকার নেই। আমি চাই রানা মারা যাবার আগে ঘামবে। আর সোহানার মৃত্যুটা হতে হবে দ্রুত ও কুৎসিত।'

'কিন্তু সে তো এখনও পুলিসের কাছে।'

'এখনও।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল পেনিফিদার। 'কথার মারপ্যাঁচে অথবা ঘুষ দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে আসবে সে। তা যদি না পারে, তার নাম সোহানা নয়।' লিভিংরুমের দরজার দিকে এগোল সে। 'রোজিনাকে খবর দাও। তাকে বলো, আমি চাইছি সে একটা পার্সেল তৈরি করুক। তারপর পুলিস স্টেশনে ফোন করে সোহানাকে চাইতে পারে সে।'

সাত

'রাত কিন্তু অনেক হলো,' বলল আশরাফ। 'তুমি শোবে না?'

'না,' মাথা নেড়ে বলল জেনি। 'ঘুম আমার আসবে না। তবে তুমি যদি ক্লান্ত বোধ করো, বসে থেকো না।'

'আমাকে ঘুমাতে নিষেধ করা হয়েছে,' ব্যাখ্যা করল আশরাফ। 'অস্ত্র ও ট্র্যাংক্যুইলাইজার, দুটোই দিয়ে গেছে সোহানা। অস্ত্রটা দিয়েছে তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখার জন্যে, আর ট্র্যাংক্যুইলাইজার দিয়েছে নিজের বা তোমার পায়ে যাতে গুলি করে না বসি।' আশরাফ দেখল, জেনির চেহারা থেকে উদ্বেগের রেখাগুলো ঝরে পড়ছে, ছোট্ট করে হাসল সে।

'বিনয়, না কৌতুক? কোন্টা?' জানতে চাইল জেনি।

'বিনয় বলে আসলে কিছু নেই। তোমার যখন মনে হয় একজন মানুষ তার মূল্য কম করে ধরছে, আসলে তারচেয়েও অনেক কম মূল্য তার। আর কৌতুক হলো জীবনের মৌলিক উপকরণ, এটার গুরুত্ব অপরিসীম।'

'কিন্তু আমি শুনেছি তুমি অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত! দার্শনিকও, তা তো কেউ বলেনি!'

'কেন, তুমি জানো না? অঙ্ক আর দর্শন, দুটো তো একই জিনিস!'

'ওমা, কি বলে!'

'উত্তেজিত হয়ো না,' সাবধান করল আশরাফ। 'বলো তো একটা ট্র্যাংক্যুইলাইজার দিই?'

'না, ধন্যবাদ, এখুনি নয়।'

'তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত আমি। খানিকটা কেমিক্যাল আমাকে শান্ত থাকতে বলবে, উত্তেজনায় বা উদ্বেগে যখন আঙুল কামড়াবার সঙ্গত কারণ আছে আমার—আইডিয়াটা অপমানকর। আরও ভাল উপায় জানা আছে আমার। সিগারেট?'

'প্লীজ।'

আশরাফের রূমে রয়েছে ওরা। দু'ঘণ্টা আগে ওয়েটার খাবার ও এক বোতল ওয়াইন দিয়ে গেছে ওদেরকে। ওয়েটার দেখে গেছে, বিছানায় শুয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে জেনি ওরফে বব রিগ্যান। হোটেলটা পুরানো, পরিবেশটা শান্ত। শুধু শার্ট আর ট্রাউজার পরে আছে আশরাফ। জেনির পরনেও তাই।

জেনির সিগারেটটা ধরিয়ে দিল আশরাফ।

'লবিতে দাঁড় করিয়ে আমাকে যেভাবে খাতায় সই করালে, তারপর তুলে আনলে কামরায়, সত্যি দারুণ দেখিয়েছ,' বলল জেনি। 'রানা বলছিল নিজেকে যতটা ভাব, তারচেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান তুমি।'

'রানা আর সোহানা, ওদের দু'জনের কথা আর বোলো না। ওরা আসলে নিখুঁত হতে বাধ্য করে লোককে। একটা কাজ দিয়ে এমন ভাব দেখায়, যেন বদ্ধ মাতাল ছাড়া এ-কাজে কারও ভুল হতে পারে না। কাজেই যেভাবে হোক তোমাকে ম্যানেজ করে নিতেই হয়।'

'ওরা না জেনে কারও ওপর আস্থা রাখবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না,' বলল জেনি। 'ওরা জানত, তুমি সামলে নিতে পারবে। তবে সত্যি আমি দুঃখিত, তোমাকে যদি বিপদে ফেলে থাকি। তোমাকে বোধহয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অভিযানে আনা হয়েছে, তাই না?'

'ভাব দেখিয়েছি আমার খুব উৎসাহ,' বলল আশরাফ। 'এরকম ভাব দেখাতে বাধ্য হয়েছি আমি। কারণ তা না হলে আমাকে কাপুরুষ মনে করা হত। তবে এসেছি বলে এখন আমি খুশি।' সত্যি খুশি সে। মারামারি কাটাকাটি ঘৃণা করে আশরাফ, হিংস্র মানুষকে ভয় পায়। এই একই ঘৃণা ও ভয় জেনির মধ্যেও আবিষ্কার করেছে সে।

'এর আগে কখনও রানা বা সোহানার সঙ্গে কোন অভিযানে ছিলে তুমি? ওরা কে, ওদের পেশা কি, এ-সব আমি জানতে চাইছি না। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট কোন উত্তর পাইনি যখন, তোমাকে জিজ্ঞেস করাটা অন্যায় হবে।'

'না, ছিলাম না। তবে একবার অন্তত ওদের সঙ্গে থাকার খুব ইচ্ছে হয়। সে-কথা ভেবেই মস্কো থেকে লন্ডনে সোহানার কাছে ছুটি কাটাতে আসা এবার।'

'সোহানা তোমার কাজিন, আমি জানি। কিন্তু জানি না তার সঙ্গে কতটুকু ঘনিষ্ঠ তুমি।' বলার পর ক্ষীণ, আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল জেনির ঠোঁটে। 'ইচ্ছে হলে বোকা কানাডিয়ান মেয়েটিকে চুপ থাকতে বলতে পারো।'

'দ্যাট'স অল রাইট। হ্যাঁ, আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।'

'ও, আচ্ছা,' ম্লান সুরে বলল জেনি। 'আমার ধারণা ছিল, সোহানার সঙ্গে রানার সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।'

'তা-ও সত্যি। তোমার ধারণা ঠিকই আছে। তবে দুটো সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদা কোয়ালিটির।'

'কি রকম?'

'রানা আর সোহানার সম্পর্কটাকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়,' বলল আশরাফ। 'ওরা পরস্পরকে ভালবাসলেও বাসতে পারে, অন্তত দৃশ্যত কোন বাধা নেই। কিন্তু আমার আর সোহানার সম্পর্কটা সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।'

বিস্মিত দেখাল জেনিকে। 'কেন?'

'কারণ, সোহানা হলো আমার হিরোইন। আমি তার একজন অন্ধ ভক্ত। স্টার অ্যান্ড ফ্যান। ব্যাপারটা ভারি জটিল, জেনি। ফ্যান আর স্টার-এর মধ্যে যে ব্যবধান, তা কখনও ঘুচবার নয়। এমনিতে দেখলে মনে হতে পারে, সোহানা আর আমার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। আমরা বন্ধু নই। আবার গুরু-শিষ্যও নই। ব্যাপারটা জটিল নয়?'

'অঙ্কে পণ্ডিত, যোগফল মেলাতে পারছ না?'

'যোগফলে কোনকিছু অবশিষ্ট থাকে না, শূন্য।'

হেসে উঠল জেনি। 'তাই যদি হয়, যোগফল যদি শূন্যই হয়, এর মধ্যে আমি কোন জটিলতা দেখছি না।'

'কিছু যদি মনে না করো, এবার আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'আমি মনে করলেও শুনো না, কেমন?'

'রানাকে তোমার কেমন মনে হলো?' মৃদুস্বরে জানতে চাইল আশরাফ।

হঠাৎ স্থির পাথর হয়ে গেল জেনি। কথা বলল না।

'কি হলো, জেনি?' একটু ব্যাকুল শোনাল আশরাফের গলা। 'ইতস্তত করার কিছু নেই, আমি কিছু মনে করব না। অল্প সময়েও অনেক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে পারে।'

আরও কয়েক সেকেন্ড পর বিড়বিড় করল জেনি, 'স্টার অ্যান্ড ফ্যান, আশরাফ।'

'মাই গড, কি বলছ!'

'রানার মত ভদ্রলোক জীবনে আমি দেখিনি, কোনদিন দেখব বলেও বিশ্বাস হয় না। সত্যি আমার হিরো ও। আমি ওর অন্ধ ভক্ত—আক্ষরিক অর্থে।'

হেসে উঠল আশরাফ। 'আমাদের দু'জনের মধ্যে তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেক মিল!'

'সেজন্যে তোমার খুশি লাগছে?'

'লাগছে। তোমার?'

হাত বাড়িয়ে আশরাফের কাঁধ ছুঁলো জেনি। 'আমারও। এরকম মিল সাধারণত দেখা যায় না।' খানিক পর বলল সে, 'কি ঘটছে জানার কোন উপায় নেই? সোহানা আছে কিনা জানার জন্যে পুলিস স্টেশনে ফোন করা যায় না?'

'না, জেনি।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল আশরাফ, জেনির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল,

একটা হাত ধরল তার। নরম সুরে আবার বলল, 'উদ্বিগ্ন আমিও, জেনি। ওদের দু'জনের জন্যেই। কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই আমাদের। ভাল কোন খবর থাকলে ঠিকই জানাবে সোহানা। আমরা ফোন করে জানার চেষ্টা করলে ওদেরকে বিপদে ফেলা হতে পারে···।'

'তারমানে ভাল কোন খবর এখনও সৃষ্টি হয়নি।'

'তুমি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জেনেছ, আমি অপটিমিস্ট নই। তবু তোমার উদ্বেগ দূর করার জন্যে কোন ভান করছি না। বলছি না যে সব ঠিক হয়ে যাবে···।'

মাথা ঝাঁকাল জেনি।

'তবে দু'জনকেই আমি চিনি। যদি কোন বিপদে পড়ে, নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসতে পারবে রানা, আমার অন্তত তাই বিশ্বাস। আর সোহানা যদি বিপদে পড়ে, সে-ও নিজেকে রক্ষা করতে জানে। তাছাড়া, পরস্পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। এসবই আমার অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস। তবু যে আমার উদ্বেগ কমছে, তা নয়।'

আশরাফের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল জেনি। 'ঠিক আছে, আমিও তাহলে তোমার মত বিশ্বাস করলাম। তবু বলব, এভাবে অপেক্ষা করাটা সাঙ্ঘাতিক কঠিন।'

'সোহানাও তাই বলে, সাঙ্ঘাতিক কঠিন।' সিধে হলো আশরাফ। 'তুমি রামি খেলতে পারো, ব্রেইল কার্ড দিয়ে?'

ঝট করে আশরাফের দিকে মাথা ফেরাল জেনি, চেহারায় বিস্ময়। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। জুলির সঙ্গে প্রায়ই খেলতাম। কিন্তু কার্ড নেই।'

'লন্ডনে প্লেনে চড়ার আগে দু'প্যাকেট তাস কোনরকমে জোগাড় করেছি,' বলল আশরাফ। 'আমার সুটকেসে আছে।' সরে এল সে।

সুটকেস খুলছে আশরাফ, শব্দগুলো মন দিয়ে শুনছে জেনি। তার চেহারায় অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠল। 'যে লোক অনিচ্ছাসত্ত্বেও লন্ডন থেকে এখানে এসেছে,' খানিক পর বলল সে, 'তার সুটকেসে ব্রেইল তাস? মন্দ নয়, সত্যি মন্দ নয়!'

রোজিনার মত মহিলা জীবনে কখনও দেখেনি রানা। বেশ লম্বা ও মোটাসোটা, ব্রণ আর আঁচিলের দাগে ভরা হলদেটে মুখ। মাথায় লালচে চুল, মাঝখানে সিঁথি, খুলির পিছনে শক্ত খোঁপা করা। ধূসর রঙের একটা কোট আর পুরানো জুতো পরে আছে। তবে রানার বিমূঢ় বোধ করার কারণ তার কাপড়চোপড় বা চেহারা নয়।

সত্তাদরের ছোট একটা সুটকেস খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিছানার ওপর। পাশেই বসে রয়েছে রোজিনা, কোলের ওপর একটা গ্রেনেড, হাতে একখানা ওয়্যার-কাটার। ব্যবহার করার জন্যে এখনও তৈরি করা হয়নি গ্রেনেডটাকে। পিন বের করে নিল সে, কেটে আলাদা করল রিঙটা, তারপর সুটকেস থেকে ছোট একটা ফাইল বের করে হালকাভাবে ঘষতে শুরু করল পিনে, ওটা যাতে ঢিলেভাবে ফিট করে।

মাত্র পাঁচ মিনিট আগে পৌঁচেছে সে। লিভিংরুমে পেনিফিদারের সঙ্গে চাপাস্বরে আলাপ হয়েছে তার, তারপরই সুটকেস নিয়ে বেডরুমে ঢুকেছে। ভেতরে ঢুকে ক্রুনেল ও নিকেলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছে সে, ভঙ্গিটা ছিল গম্ভীর আত্মমর্যাদায় ভরপুর। তারপর মন দিয়েছে নিজের কাজে।

পিনের ওপর কাজ শেষ করল সে, চেহারা দেখে মনে হলো সন্তুষ্ট হয়েছে। সরু তারের একটা রীল তুলে নিল হাতে, তারের প্রান্তটা আধ ইঞ্চি লম্বা কপার টিউবের ভেতর ঢুকিয়ে আরেক দিক থেকে বের করে আনল। এরপর প্লায়ার্স-এর সাহায্যে তারের প্রান্তটা পিনের বাঁট-এর চারধারে শক্ত করে পেঁচাল।

মনে নিদারুণ অস্বস্তি,একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। রোজিনা কাজ করছে, তার বিশ্রী চেহারায় বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে আছে, তবে তার হাত চলছে অভ্যস্ত দক্ষতার সঙ্গে, বোঝা যায় এ-ধরনের কাজ আগেও বহুবার করেছে সে। সুটকেস থেকে বড়সড় টিন বের করল, মাথায় স্ক্রু ক্যাপ পরানো, তারপর অয়েলস্কিনে মোড়া হলুদ পুটিং-এর মত দেখতে কি যেন একটা তুলে নিল সুটকেস থেকে। অয়েলস্কিন থেকে জিনিসটা বেরুতেই চিনতে পারল রানা, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।

অয়েলস্কিন থেকে খানিকটা করে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ নিয়ে টিনের তলায় চেপে ধরছে রোজিনা, মুখ হাঁড়ি করে তার কাজকর্ম দেখছে নিকেল। নিকেলের দিকে একবার তাকাল রোজিনা, ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় তার নাকের ফুটো কুঁচকে উঠল, আবার কাজ শুরু করে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। নিকেল ও রোজিনা পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না, কারণ তাদের মানুষ মারার পদ্ধতি এক নয়।

সরু ইস্পাতের ডগা দিয়ে টিনের ঢাকনিতে একটা ফুটো তৈরি করল রোজিনা, ফুটোর ভেতর ঢুকিয়ে দিল টিউবটা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল পেনিফিদার, পিছনে ক্রুনেল। মুখ তুলে ওপরদিকে তাকাল রোজিনা, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'ওখানে একটা স্ক্রু-আই লাগানো দরকার।' সিলিঙের একদিকে হাত তুলল সে, দেয়াল থেকে ছ'ফুট দূরে, রেডিয়েটরের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় রানা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আপনার লোককে তাড়াতাড়ি করতে বলুন।'

নিকেলের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। ছোট একটা টেবিল টেনে এনে সেটার ওপর একটা চেয়ার বসাল নিকেল। তার হাতে এক ইঞ্চি আকারের স্ক্রু-আই ও তুরপুন ধরিয়ে দিল রোজিনা, চেয়ারের ওপর দাঁড়াল সে।

'কড়িকাঠে আটকাও, নিকেল,' নির্দেশ দিল পেনিফিদার।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রোজিনা বলল, 'কড়িকাঠে আটকাবে না তো কি আমার মাথায় আটকাবে?' এবার গ্রেনেডের ভেতর একটা প্রাইমার ঢোকাল সে। পাঁচ মিনিট পর সমস্ত জিনিস সুটকেসে ভরে ঢাকনি বন্ধ করল।

মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। 'গুড। এবার ফোন কল।'

প্রথম দুটো খেলা ড্র হলো। দাবার ছকে আবার নতুন করে ঘুঁটি সাজাচ্ছে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ, তারপর স্প্যানিশ ভাষায় বলল, 'দিন।' মাউথপীসে হাতচাপা দিল সে, টেবিলের উল্টোদিকে বসা সোহানার দিকে তাকাল। 'একটা মেয়ে জানতে চাইছে, এখনও

আমরা আপনাকে আটকে রেখেছি কিনা।'

হাতের হাতির দিকে তাকিয়ে থাকল সোহানা, এক সেকেন্ড পর বলল, 'বলুন এইমাত্র আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। জিজ্ঞেস করুন কি চায় সে।'

ফোনে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলল ক্যাপ্টেন। বেশ কিছুক্ষণ সওয়াল-জবাব চলল, তারপর আবার মাউথপীসে হাতচাপা দিল সে। 'আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে। মেয়েটি হিলটনে ফোন করেছিল, এইমাত্র জানতে পেরেছে যে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। মেসেজটা শুধু আপনাকে দেবে সে।'

সোহানার চোখ দুটো ঝিক করে উঠল। 'কিছুক্ষণ ইতস্তত করুন, অফিশিয়াল নিয়মের কথা তুলুন, তারপর রাজি হোন।'

নিঃশব্দে হাসল ক্যাপ্টেন, তারপর মাউথপীস থেকে হাত সরাল। দু'মিনিট পর টেবিলের ওপর দিয়ে রিসিভারটা সোহানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল সোহানা। 'আপনি কি মিস সোহানা চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?'

'আমার পরিচয় জানার দরকার নেই আপনার। আমি যে বার-এ কাজ করি সেখানে এক এশিয়ান এসেছিল। আমাকে বিশটা ডলার দিয়ে বলল আপনাকে একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে হবে। বলেই চলে গেল। তার পিছনে লোক লেগেছে।'

'মেসেজটা কি?'

'হোটেল অ্যামব্যাসাডর। লবি। ওখানে রাত দুটোর সময় থাকবে সে। আরেকটা কথা বলেছে সে, কিন্তু কথাটার অর্থ বুঝতে পারছি না...।'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল সোহানা। দেড়টা বাজে। 'কথাটা কি?'

'সে যদি ওদেরকে ধোঁকা দিতে পারে। ঠিক এই কথাটা বলল সে। ওখানে সে থাকবে, সে যদি ওদেরকে ধোঁকা দিতে পারে।'

'আর কিছু?'

'না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।' অপরপ্রান্তে ক্লিক করে আওয়াজ হলো, রিসিভারটা ক্যাপ্টেনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সোহানা।

মেয়েটি কি বলল শোনার পর ক্যাপ্টেন মন্তব্য করল, 'সন্দেহ নেই, এটা একটা ফাঁদ।'

'হ্যাঁ। আমার খোঁজে হিলটনে কাউকে ফোন করতে বলবে না রানা। ও জানে, ওখানে আমি যাইইনি।'

'পেনিফিদার তাহলে অ্যামব্যাসাডরে আছে।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল সোহানা, শার্টের প্রথম তিনটে বোতাম খুলে ফেলল। ওর শার্টের বাটনহোল-হেম কড়া বকরম-এর সাহায্যে শক্ত করা হয়েছে, ফলে বুক থেকে অনেকটা সরে আছে। বলল, 'পেনিফিদার কিনা জানি না। তবে কেউ না কেউ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। কাজেই যেতে হবে। হোটেলটা কোন দিকে বলুন তো?'

'শহরের প্রায় বাইরেই বলা যায়। কিন্তু সত্যি যাবেন নাকি? আপনি জানেন

এটা একটা ফাঁদ।'

'ফাঁদ বলেই তো যাওয়া দরকার। রানার কাছে পৌঁছুবার আর কোন উপায় আছে?' সম্পূর্ণ শান্ত সোহানা।

ঝাড়া তিন সেকেন্ড সোহানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ, তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। 'তা নেই। অ্যামব্যাসাডর হোটেলটা নির্জন এলাকায়, পেনিফিদারের ঘাঁটি হিসেবে আদর্শ জায়গা। শহরের বাইরে বলে বছরের এই সময়টায় ওখানে কেউ ওঠেও না।' চেয়ার ছেড়ে সে-ও দাঁড়াল। 'আপনার সঙ্গে যাব আমি।'

'পুলিস কার বাদ, ক্যাপ্টেন। হানা দেয়াও চলবে না,' তাড়াতাড়ি বলল সোহানা।

'কেন?'

'আমার বিশ্বাস, মি. রানা এখনও বেঁচে আছেন। আমি এমন কিছু করব না, যাতে ওর জীবন বিপন্ন হয়।'

'আপনার বিশ্বাস সত্যি না-ও হতে পারে।'

'সত্যি হবারই বেশি সম্ভাবনা। ওরা ওঁকে কথা বলাবার চেষ্টা করবে। কথা তিনি বলবেনও। আর কথা বলার সময় মাথা খাটাবেন।' দরজার দিকে ঘুরল সোহানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গানবেল্টটা তুলে নিল ক্যাপ্টেন। 'আপনার যা খুশি,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল সে। 'তবে ফাঁদ পাতা হয়েছে জানলে আমি সেখানে যাই না।'

মৃদু হাসল সোহানা। বলল, 'কিন্তু টোপটাকে যদি আপনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসেন?'

হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে পেনিফিদার বলল, 'আর পনেরো মিনিট পর এখানে পৌঁছুবে সোহানা। আমাদের এবার বেরিয়ে পড়া দরকার।'

'দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আমার,' কাতর কণ্ঠে বলল ক্রুনেল।

'পরে নিকেলের মুখ থেকে শুনব আমরা,' বলে হাসল পেনিফিদার। 'যাও, তুমি নিজের জায়গায় পজিশন নাও। যেদিক থেকেই আসুক সোহানা, সিঁড়ি বা এলিভেটরের দিকে যেতে হলে লবিতে তাকে ঢুকতেই হবে। দেরি কোরো না, দেখামাত্র উড়িয়ে দেবে। সাইড ডোর দিয়ে বেরিয়ে গাড়ির কাছে চলে যেয়ো। স্টার্ট দিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে আব্রাহাম। বেলা ভিস্টায় গাড়ি বদল করবে তোমরা।'

'ঠিক আছে, বস্।' এমসিক্সটিওয়ান কোটের ভেতর নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল নিকেল। দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে একবার তাকাল সে। বড় এক টুকরো অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে রানার মুখ। 'খরচের খাতায় তোমার নাম ওঠার আগেই বান্ধবীর বিদায় নেয়ার শব্দ শুনতে পাবে তুমি, বন্ধু,' বলল নিকেল। 'তুমি যাতে শুনতে পাও, শুধু সেজন্যেই আমি সাইলেন্সার ব্যবহার করছি না।' দরজা পেরিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল সে।

জিভ ও টাকরা সহযোগে টট্ টট্ আওয়াজ করল ক্রুনেল। 'আমার বিশ্বাস

তুমি ধরতে পেরেছ এইমাত্র নিকেল সোহানার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল,' রানার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলল সে।

'সোহানার মৃত্যুটা হবে দ্রুত, কিন্তু কুৎসিত,' নিচু গলায় ধীরে ধীরে গম্ভীর সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল পেনিফিদার। 'আর তুমি মরবে ঘাম ঝরিয়ে।' রোজিনার দিকে তাকাল সে। 'ব্যাখ্যা করে শোনাও ওকে, তারপর বাকি কাজটুকু শেষ করো।'

রাজি হওয়ার ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে কাত করল রোজিনা, তারপর কোটের পকেট থেকে একটা ব্রাউনিং ·২৫ অটোমেটিক বের করল। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল পেনিফিদার ও ক্রুনেল। রানা শুনতে পেল লিভিংরূমের বাইরের দিকের দরজা ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত লাগেজ আগেই নিচে নামিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। সুইটে এখন শুধু রানা ও রোজিনা রয়েছে। মেঝের দিকে তাকাল রানা। হলুদ গোল টিনটা মেঝেতে খাড়া করা রয়েছে, মাথার ফুটো থেকে বেরিয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে সরু তার। তারটা সিলিঙে লাগানো স্ক্রু আই-এর ভেতর দিয়ে শিথিল ও তির্যকভাবে নেমে এসেছে দরজার দিকে।

রোজিনার গলায় অসন্তোষ, 'ডিভাইসটা অগোছাল। এরকম ব্যস্ততার সঙ্গে কিছু করতে একদম পছন্দ করি না আমি। তবে কাজ করবে।'

দ্রুত মাথাটা ঝাঁকাল রানা, মুক্ত হাতটা মুখের প্লাস্টারের দিকে তুলল।

হাতের রিভলভার রানার দিকে তাক করল রোজিনা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'না!'

হাতটা নিচু করল রানা। অস্ত্রধারীর চেহারা দেখেই বলে দিতে পারে ও, ব্যবহার করবে কিনা। রোজিনা করবে।

'গ্রেনেডের চারধারে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ঠাসা হয়েছে, তবে পিন বেরিয়ে আসার পর লিভারটা যাতে নড়তে পারে তারজন্যে ফাঁক রাখা আছে,' বলল রোজিনা। 'ওয়ান-সেকেণ্ড ফিউজ। তারে টান পড়লেই বেরিয়ে আসবে পিন। তারটা যাতে অনায়াসে সরতে পারে সেটা নিশ্চিত করবে টিউবিং, বুঝতে পারছ তো?'

একদৃষ্টে রোজিনার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, বোকার মত মাথা ঝাঁকাল। সামান্য আশ্চর্য বোধ করছে ও। এরকম জটিল ও কিম্ভূতকিমাকার বোমা জীবনে দেখেনি। তবে কোন সন্দেহ নেই যে কাজ করবে। বোমাটা যখন ফাটবে, কামরার একটা পিঁপড়েও বাঁচবে না।

দরজার দিকে পিছু হটল রোজিনা। তারের শেষ প্রান্তটা তুলে নিল সে; দরজার চৌকাঠে, কজার কাছাকাছি ফিট করা দ্বিতীয় স্ক্রু-আইয়ের ভেতর ঢোকাল সেটা, বের করে আবার ঢোকাল কী-হোলে। বিছানা থেকে সুটকেসটা তুলে বাইরে, লিভিংরূমে নিয়ে গেল।

নিজের সঙ্গে তর্ক করছে রানা। এক ঝটকায় মুখের প্লাস্টার খুলে রোজিনাকে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব দিলে কেমন হয়? তর্কটা জমল না, কারণ ওর প্রতিপক্ষ মনের একটা অংশ জানিয়ে দিল, ওকে নড়তে দেখলেই গুলি করবে রোজিনা—তার ওপর সেই নির্দেশই আছে। ঘুষের প্রস্তাবে রাজি হবার তার কোন কারণও নেই। সে জানে, এই মুহূর্তে ওর পকেট খালি। ঘুষের টাকা কেউ বাকি রাখতে চায় না। সে যে পেনিফিদারের প্রতি অনুগত, তার আচরণ থেকে ইতিমধ্যে সেটা পরিষ্কার হয়ে

গেছে। আরও ব্যাপার আছে। রানার কাছ থেকে ঘুষ খেলে পেনিফিদার তাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। তাছাড়া, বোমাটা তার নিজের হাতে তৈরি, ওটাকে ফাটতেই হবে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রোজিনা। কুঁচকে আছে ভুরু, চেহারায় রাজ্যের বিতৃষ্ণা। গোটা দৃশ্যটা সতর্ক দৃষ্টিতে শেষ বার দেখে নিচ্ছে। এক সময় আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। তাকাল রানার দিকে। কথা বলল এমন সুরে, যেন পুরুষ মানুষের ওপর তার আজন্ম আক্রোশ। 'ডিভাইসটা খুব বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে বলে মনে করি না, তবে আশা করব অন্তত আমি হোটেল ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ধরে রাখতে চেষ্টা করবে। জোরাল শব্দ আমি আবার সহ্য করতে পারি না।'

পিছু হটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, দরজাটা এমনভাবে বন্ধ করল যাতে মাত্র ছ'ইঞ্চির মত ফাঁক হয়ে থাকে, তারপর কী-হোলে ঢোকানো তারটা ধরে টান দিল, যতক্ষণ না প্রায় টান টান হলো সেটা। 'শুভরাত্রি, সিনর। ডিভাইসটা এবার তুলে নিলে নিজের উপকার করা হবে।'

তাড়াতাড়ি হাঁটু ভাঁজ করে নিচের দিকে ঝুঁকল রানা, দরজা বন্ধ হচ্ছে এই সময় টিনের চারধারে আঙুল জড়াল। এক সেকেন্ড পর আবার টান পড়ায় কী-হোলের ভেতর ধীরে ধীরে ঢুকে যেতে শুরু করল তার। সিধে হলো রানা, মুক্ত হাতটা লম্বা করল, তালুর ওপর বোমা। ভুরুতে ঘাম জমে গেছে এরইমধ্যে। ভাবল, খোদা, কোথায় থামতে হবে মেয়েটা জানে তো!

ডান হাতটা ঠিক যখন দিগন্তরেখার মত সোজা ও সরল হলো, স্থির হয়ে গেল তার। রানা দাঁড়িয়ে আছে অপর হাতটা রেডিয়েটরের দিকে লম্বা করে, কব্জিতে হ্যান্ডকাফ আটকানো। ওর ডান হাত, বোমা সহ, সিলিঙে আটকানো স্ক্রু আই-এর সরাসরি নিচে পর্যন্ত লম্বা হয়ে আছে; হাতটা যদি মাত্র কয়েক ইঞ্চি নামায়, গ্রেনেডের পিনটা বেরিয়ে আসবে। বিস্ফোরণ ঘটলে দরজাটা উড়ে যাবে, হয়তো রোজিনাও আহত হবে। কিন্তু রানা অবশ্যই বাঁচবে না।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তারটা কাটল রোজিনা, প্রান্তটা একটা ছোট স্ক্রুতে শক্ত করে জড়াল, তারপর কী-হোলে স্ক্রুটা এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল যাতে কেউ দেখতে না পায়। সুটকেস তুলে নিয়ে সুইটের দরজার দিকে এগোল সে, বেরিয়ে এল করিডরে, চেহারা দেখে মনে হলো এইমাত্র কেউ যেন তাকে চরম অপমান করেছে।

রানা শুনতে পেল আলোর সুইচ অফ করা হলো, বন্ধ হলো পাশের কামরার দরজা। লম্বা করা হাতে ধরা বোমাটার দিকে তাকাল ও। অনুভব করল শরীরের ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে আতঙ্ক, গলা টিপে মারল সেটাকে। আর দশ মিনিট। তারপর সোহানা আসবে। নিকেল ওর জন্যে অপেক্ষা করবে লবিতে।

মনটাকে শান্ত রাখতে হবে। আড়ষ্ট হতে শুরু করেছে হাতটা। শরীরের সমস্ত পেশী শিথিল করল ও, শুধু ডান হাতটা শক্ত রাখল, যাতে বোমাটা ধরে রাখতে পারে। সময় মাত্র দশ মিনিট। এবার মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে সোহানাকে

কিভাবে বাঁচানো যায়।

তার আগে নিজেকে বাঁচানো দরকার। ও বাঁচলে সোহানার বাঁচার একটা উপায় করা যাবে। বোমাটাকে যদি ঘোরাতে শুরু করে ও, টিন থেকে বেরিয়ে থাকা এক ইঞ্চি টিউবে আটকে যাবে তারটা···না, তা সম্ভব নয়, কারণ তারটা প্রায় টান টান হয়ে আছে। মুখে প্লাস্টার থাকায় চিৎকার করাও সম্ভব নয়। তবে আওয়াজ করা সম্ভব, ভোঁতা গোঙানির মত শোনাবে। মেঝেতে পা ঠুকেও শব্দ করা যায়। আওয়াজ শুনে কেউ যদি আসে, তারা বেডরুমের দরজাটা খুলবে—টান পড়বে তারে, গ্রেনেড থেকে বেরিয়ে যাবে পিনটা। দরজার কবাট মাত্র তিন ইঞ্চি ফাঁক হলেই বিস্ফোরণ ঘটবে।

না, আওয়াজ করেও কোন লাভ নেই। বিকল্প আর কি আছে? বোমা ধরা হাতটায় প্রচণ্ড ঝাঁকি দিতে পারে, হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলতে পারে তার, বিরতি না নিয়ে বিস্ফোরিত হবার আগেই জানালা দিয়ে ফেলে দিতে পারে বোমাটা।

মাত্র এক সেকেন্ডের ফিউজ। জানালা বন্ধ। সুপারম্যানও পারবে না।

সোহানা যদি নিকেলকে ফাঁকি দিয়ে উঠে আসতে পারে তাহলেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটবে না। সুইটে ঢুকে বেডরুমের দরজা খুলবে ও। সেটাই ওর জীবনের সর্বশেষ কাজ হবে।

হ্যান্ডকাফ। চাবি ছাড়া হ্যান্ডকাফ খোলার প্রশ্নই ওঠে না। চাবি থাকলেও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ডান হাতে বোমা থাকায় সেটাকে বাম হাতের কাছে আনতে পারবে না ও। তবে···।

বাম পাটা সাবধানে তুলল রানা, রেডিয়েটরের গায়ে আটকাল ওটাকে, তারপর টান দিল—হ্যান্ডকাফের রিঙের ভেতর কব্জিটাকে মোচড়াতে শুরু করল। দু'মিনিট পর, রক্তে পিচ্ছিল হয়ে গেছে কব্জি, হাল ছেড়ে দিল ও। মাংস হার মানতে পারে, কিন্তু হাড় ভাঙবে না। ওর হাত এত বড় যে রিঙ থেকে বেরুবে না।

সর্বনাশ! ওর ডান হাত খানিকটা ঝুলে পড়েছে। টান টান হয়ে রয়েছে তার। সাবধানে, ধীরে ধীরে, বোমাটা এক ইঞ্চি উঁচু করল রানা। তারপর আবার মন থেকে সমস্ত চিন্তা বের করে দিয়ে পেশীগুলোকে শিথিল করার চেষ্টা করল।

কোন না কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। বোমাটার দিকে তাকিয়ে থাকল, বিশ্বাস করতে পারল না যে জিনিসটা ওর হাতে রয়েছে অথচ সম্পূর্ণ অসহায় ও। বাহুটা এবার ব্যথা করছে।

বেশ, বোঝা গেল নিজেকে রক্ষা করার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও। নিজেকে যদি রক্ষা করা না যায়, চিন্তা করো সোহানাকে কিভাবে বাঁচানো যায়। বোমাটা ফাটিয়ে দিতে পারে ও। কামরাটা ধসে পড়বে। চেঁচামেচি, ছুটোছুটি শুরু হয়ে যাবে গোটা হোটেলে। পুলিসকে ফোন করা হবে। কিন্তু সোহানার আগে পুলিস পৌঁছুবে না। তাছাড়া, যা-ই ঘটুক, নিকেলকে বোকা বানানো সম্ভব নয়। এমনিতেই সন্দেহ আছে তার, সোহানা এসে পৌঁছুনো পর্যন্ত রানা টিকবে কিনা। কাজেই বোমা ফাটলেও নিজের জায়গা ছেড়ে নড়বে না সে, টেবিলের নিচে সাবমেশিনগান লুকিয়ে লবিতে অপেক্ষা করবে—সোহানার জন্যে। না, বোমা ফাটিয়ে নিকেলকে তার জায়গা থেকে নড়ানো সম্ভব নয়। বরং হৈ-হট্টগোলের

মধ্যে কাজ সেরে সহজেই পালাতে পারবে সে।

ভুরু থেকে গড়িয়ে চোখে পড়ছে ঘামের ধারাগুলো। ভয়ে কুঁকড়ে গেছে রানার মন। নিজেকে তিরস্কার করল ও। রোজিনা যখন বোমাটা সাজাচ্ছিল তখনই কিছু একটা করা উচিত ছিল। তাতে যদি বিপদ হত, তাতেও একটা সান্ত্বনা থাকত—অন্তত ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখন তো চেষ্টা করারও কোন সুযোগ নেই।

নিচের লবিতে কোন শব্দ নেই, কেউ নড়ছে না। দু'জন মাত্র লোক রয়েছে এখানে, একজন নিকেল, অপরজন নাইট পোর্টার। খানিক আগে রিসেপশন ডেস্কে বসে ঝিমুচ্ছিল নাইট পোর্টার, এই মুহূর্তে ডেস্কের পিছনের মেঝেতে, নিকেলের পায়ের পাশে পড়ে রয়েছে সে, মাথার পিছন থেকে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে। পোর্টারের জ্যাকেটটা পরে নিয়েছে নিকেল, গায়ে ভালই ফিট করেছে সেটা। তার সামনে এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে একটা দৈনিক পত্রিকা, কাগজগুলোর নিচে থাকায় বাইরে থেকে সাবমেশিগানটা দেখা যাচ্ছে না।

ডান হাত দিয়ে সাবমেশিনগানের গ্রিপ শক্ত করে ধরে আছে নিকেল। ভারি উৎফুল্ল বোধ করছে সে। অনেক দিন হলো জ্যান্ত কোন টার্গেটকে বুলেট দিয়ে ফুটো করার সুযোগ হয়নি তার। এটাকে নিকেল বলে, সেলাই করা। ছোট ছোট কালো ফুটো তৈরি হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী সোহানার শরীরে, নাভীর নিচে থেকে ক্রমশ সেলাই করে ওপর দিকে উঠে যাবে ফুটোগুলো, গলা পর্যন্ত, তারপর আড়াআড়ি-ভাবে বুকের মাঝখানে সেলাই পড়বে, ফুটোগুলো দেখতে হবে ক্রশ-এর মত। কালো গর্তগুলো ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠবে। তার আরও উল্লাস বোধ করার কারণ হলো, এবারই প্রথম একটা নারীদেহকে টার্গেট হিসেবে পেতে যাচ্ছে সে। দুর্লভ একটা অভিজ্ঞতা, সন্দেহ নেই।

সুইংডোর ঠেলে লবিতে ঢুকবে সোহানা। হয় সিঁড়ির দিকে এগোবে সে, কিংবা পাশের এলিভেটরের দিকে। বলা যায় না, সে হয়তো সাইড ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকবে, তারপর করিডর হয়ে লবিতে আসবে। তাতে কিছু আসে যায় না। এলিভেটর বা সিঁড়ির দিকে আসতে হলে তির্যক একটা পথ ধরে তার দিকে হাঁটতে হবে সোহানাকে। ট্রিগার টানার আগে ভাল করে দেখে নেয়ার প্রচুর সময় পাবে নিকেল। উপভোগ্য সময় হলো ওটা, যখন তুমি জানো আর দু'সেকেন্ড পর জ্যান্ত টার্গেট ছিন্নভিন্ন হতে যাচ্ছে, কিন্তু সে জানে না। মজাটা আসলে ঠিক তখনই পাওয়া যায়।

নিকেল চায় রানা যেন অন্তত কিছুক্ষণ টিকে থাকে। সোহানা আসার আগেই যদি ফেটে যায় বোমাটা, সেট-আপ খানিক বদলাতে হবে তাকে। সেটা অবশ্য কোন ব্যাপার না। তবে সে চায়, বান্ধবীর চিরবিদায় নেয়ার শব্দটা রানা যেন শুনতে পায়। ওদের দু'জনকেই ঘৃণা করে সে। তারা সবাই, পেনিফিদারের স্যাঙাৎরা, রানা আর সোহানাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। পেনিফিদারের কাছ থেকে দু'বছর আগে বিশ লাখ ডলারের হীরে কেড়ে নিয়েছিল ওরা দু'জন, ফলে নিকেল তার লাভের বখরা তিন লাখ ডলার পায়নি। তার ইচ্ছে ছিল ওই টাকাটা পেলে

নিজের একটা দল গড়ে তুলবে। এতদিনে তার নতুন দল দাঁড়িয়ে যেত। অথচ টাকার অভাবে শুরুই করতে পারেনি সে। কাজেই প্রতিশোধ নেয়ার এই সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি লাগছে তার। রানা ও সোহানা, দু'জনেই মূর্তিমান আতঙ্ক, এরা বেঁচে থাকলে ওদের দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সাইলেন্সার ব্যবহার করার কোন দরকার নেই। বাইরে স্টার্ট দেয়া অবস্থায় অপেক্ষা করছে গাড়ি, পালানো কোন সমস্যা নয়। সাইলেন্সার ব্যবহার করলে শব্দ হবে না, কিন্তু শব্দটাই তো আসল মজা।

আর বেশি দেরি নেই।

হোটেল অ্যামব্যাসাডর থেকে আর মাত্র দুশো গজ দূরে ওরা, রিয়্যার-ভিউ মিররে চোখ রেখে পিছনটা দেখে নিল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। না, কেউ ওদেরকে অনুসরণ করে আসেনি। পিছনে একটাই মাত্র গাড়ি, ওটায় চারজন পুলিস আছে। আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওটা। সন্তুষ্ট বোধ করল ক্যাপ্টেন, গাড়ি চালাচ্ছে ধীর গতিতে। গতি আরও একটু কমিয়ে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল হোটেলের সামনের চত্বরে। 'আপনি চান, সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকি আমি?' জানতে চাইল সে। 'ইচ্ছে করলে আপনি সাইড ডোর দিয়ে ঢুকতে পারেন।'

'না। মি. রানাকে টোপ বানিয়ে ফাঁদটা আমার জন্যে পাতা হয়েছে। কাজেই এটা আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। ওরা আশাও করবে আমাকে, আপনাকে নয়। না, সামনের দরজা দিয়ে আমাকেই যেতে হবে,' বলল সোহানা।

'কিন্তু...,' কথাটা শেষ করার সুযোগ পেল না ক্যাপ্টেন। টেরেসের নিচে ছোট ধাপ তিনটের পাশে এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে গাড়ি, সামনেই সুইংডোর। গাড়ি থামেনি, তার আগেই দরজা খুলে নেমে গেল সোহানা, এক লাফে ধাপ তিনটে টপকাল। ছুটছে ও।

আঁতকে উঠল ক্যাপ্টেন, এঞ্জিন বন্ধ করল, তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পিছু নিল।

রিসেপশন ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে নিকেল, সুইং ডোরের স্লো-ক্লোজিং মেকানিজমের আওয়াজ শুনতে পেল। দু'সেকেন্ড পর দেয়ালের কোণ ঘুরে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল একটি নারীমূর্তি, ঠিক যেখানটায় চওড়া হতে শুরু করেছে লবি।

পকেট বহুল একটা কালো শার্ট পরে আছে সোহানা, ম্যাচ করা স্কার্ট। গাঢ় রঙের নাইলন মোজা, মোকাসিন জুতো। খাসা মাল, ভাবল নিকেল। পা দুটো লম্বা আর নিরেট। আহা, কি সুন্দর রে মুখটা! বোকা মেয়ে, হাত দুটো খালি কেন তোর? তারপর লক্ষ করল নিকেল, ওর শার্টের বোতাম প্রায় কোমর পর্যন্ত খোলা।

বাঁক ঘুরেই হাঁটার গতি কমে গেল সোহানার, মাথা না নেড়ে শুধু চোখ ঘুরিয়ে পলকের মধ্যে পুরো লবিটা দেখে নিল।

ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে এক দুই করে গুনছে নিকেল। ব্যাপারটা উপভোগ

করছে সে। এই সময়টাই তো মজা। সোহানার দৃষ্টি এখন তার ওপর। দাঁড়িয়ে পড়েছে ও।

গাঢ় চোখ, ঠিক যেন মধ্যরাতের কালো এক জোড়া নক্ষত্র। নিকেলের ওপর গেঁথে আছে, হিমশীতল, মমতাহীন। আত্মরক্ষার বা আক্রমণের কোন লক্ষণ নেই, তবু শুধু ওর শারীরিক উপস্থিতিটাই বিরাট একটা হুমকি ও মারাত্মক অস্ত্র বলে মনে হলো, হাসি ও উল্লাস নিঃশেষে মুছে দিল নিকেলের মন থেকে। অকস্মাৎ নিদারুণ ভয় পেল সে, তার বাম হাতটা সাপের মত এগোল ব্যারেলটাকে সিধে করে ধরে রাখার জন্যে। দৈনিক কাগজটা খসে পড়ল, বেরিয়ে এল সাবমেশিনগান। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ট্রিগারে টান দিল সে।

উঁচু মানের কমব্যাট-এ একটা রহস্য আছে। একজন জুডোকার নড়াচড়া মন্থর লাগে চোখে, আক্রমণ পুরোপুরি শুরু হবার আগে প্রতিপক্ষ যেন বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়। এ এক অদ্ভুত ভ্রম বা মায়া। নিকেলও সেই ভ্রম বা মায়ার শিকার হলো, তার মনে হলো সোহানার ডান হাতটা অস্বাভাবিক ধীরগতিতে নড়ে উঠল, অথচ হঠাৎ করে সেখানে বেরিয়ে এল কালো একটা জিনিস। জিনিসটা প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল, মাত্র একবার, সেই সঙ্গে একপাশে পড়ে যেতে শুরু করল সোহানা। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে মারা গেছে নিকেল, নাকের ঠিক ওপরে দুই ভুরু যেখানে এক হয়েছে সেখানে কালো একটা গর্ত তৈরি হলো, আধ সেকেন্ডেরও কম সময়ের ভেতর ছ'রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে থেমে গেল সাবমেশিনগানটা।

দ্রুত লবিতে ঢুকল ক্যাপ্টেন, হাতে একটা ·৪৫ রিভলভার। প্রথমে সোহানাকে দেখতে পেল সে, মেঝে থেকে সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে ছোট্ট ফ্রেঞ্চ এমএবি ·২৫ অটোমেটিকের মাযল থেকে। তারপর দেখল নিকেলকে, দুই ভুরুর মাঝখানে গাঢ় লাল একটা গর্ত, কাউন্টারে পড়ে থাকা সাবমেশিনগানের ওপর নেতিয়ে পড়ছে শরীরটা। সোহানার পেছনে, ওপর দিকের দেয়ালের প্লাস্টার ফাটল ধরেছে, খানিকটা খসেও পড়েছে মেঝেতে। মারা যাবার আগে নিকেলের ছিল ওটা সর্বশেষ কৃতিত্ব।

'পাশের গলিতে নিশ্চয়ই ওদের কোন গাড়ি আছে, পালাবার জন্যে,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সোহানা। 'আপনি ওর জ্যাকেটটা গায়ে চড়ান, ক্যাপ্টেন।'

দশ সেকেন্ড পর সাইড ডোর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ, মাথাটা নিচু করে আছে। পোর্টারের জ্যাকেটটা বাতাসে উড়ছে শরীরের দু'পাশে, বোতাম লাগায়নি। সরু গলিতে সত্যি একটা গাড়ি রয়েছে, দেখল সে। কালো একটা পুরানো মার্সিডিজ। ভেতরে একজনই মাত্র লোক।

হাতলটা ধরল ক্যাপ্টেন, হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। হুইল ধরে আছে লোকটা, রিভলভারের ব্যারেল দিয়ে তার হাতের ওপর বাড়ি মারল সে, তারপর লোকটার মুখের ওপর চেপে ধরল মাযলটা। 'মি. রানা কোথায়?' হিসহিস করে জানতে চাইল সে, তার পিছনে উদয় হলো সোহানা।

হুইল ধরা হাতের দুটো আঙুল ভেঙে গেছে, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে লোকটা, তা সত্ত্বেও ঠোঁট দুটো পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে চেপে রাখল, চেহারায়

জেন। রিভলভারের ব্যারেলটা এবার তার মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ক্যাপ্টেন। 'জবাব দাও!'

গুঙিয়ে উঠে পিছন দিকে সরে যাবার চেষ্টা করল লোকটা, থেঁতলানো জিভ আর ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিঁচিঁ করে বলল, 'ফোর ওয়ান ফাইভ···রুম ফোর ওয়ান ফাইভ।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন, রিভলভারের বাঁট দিয়ে লোকটার খুলির মাঝখানে বাড়ি মারল সজোরে, তারপর পিছিয়ে এল গাড়ির ভেতর থেকে। হোটেলের দিকে ছুটল দু'জন। প্রথমবার সোহানার লবিতে ঢোকার পর ষাট সেকেন্ড পেরিয়েছে। 'প্রাইভেট' লেখা একটা কামরা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত এক লোক বেরিয়ে এল প্যাসেজে, পরনে ড্রেসিং গাউন। কোথাও একটা বেল বাজছে।

ধমক দিল ক্যাপ্টেন, 'ম্যানেজার?'

লোকটা মাথা ঝাঁকাল। 'গুলির শব্দ শুনলাম···!'

'ডাকাত পড়েছে। আপনার গেস্টদের বলুন তারা যেন রুম থেকে না বেরোয়। চিন্তার কিছু নেই, পৌঁছে গেছে পুলিস।'

লোকটাকে পাশ কাটিয়ে প্যাসেজ ধরে আবার ছুটল ওরা। সোহানা বলল, 'সিঁড়ি। এলিভেটর মাঝপথে থেমে যেতে পারে।' ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। সোহানার মুখে কোন রেখা বা ভাঁজ নেই, মসৃণ পাথরের মত। শুধু ঠোঁটের চারপাশে দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের একটা ভাব ফুটে আছে।

'আপনার ধারণা ওরা···মি. রানার জন্যে দেরি করে ফেলেছি আমরা?'

তিনটে করে ধাপ টপকে উঠে যাচ্ছে সোহানা। 'কি করে বলি। শুধু জানি এত সহজে ব্যাপারটা মিটবে না। নিশ্চয়ই আরও কিছু করে রেখেছে ওরা।'

অনেক নিচে থেকে ভেসে আসায় ভোঁতা শোনাল সাবমেশিনগানের আওয়াজ। স্থির দাঁড়িয়ে আছে রানা, ভাবছে শব্দটা শুরু হতে না হতে থেমে গেল কেন। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ও। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। চেষ্টা করেও এখন আর স্থির রাখতে পারছে না ডান হাতটা, থরথর করে কাঁপছে ওটা। ওটার সঙ্গে কাঁপছে বোমাটাও।

তবে সাবমেশিনগানের শব্দ বদলে দিল সব কিছু। সারা শরীরের ঘাম হঠাৎ করে বরফের মত ঠাণ্ডা লাগল। ব্যথাটা কমতে কমতে এক সময় মনে হলো, ওটা যেন এখন-আর ওর শরীরের কোন অংশ নয়। প্লাস্টার ঢিলে করার জন্যে ঠোঁট দুটো ঘন ঘন নাড়ছিল, থেমে গেল রানা। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকাল বোমাটার দিকে, তারপর হ্যান্ডকাফ পরা কব্জিটা। ওর মনের একটা অংশ অসাড় হয়ে গেছে, বাকিটা অস্বাভাবিক পরিষ্কার।

দুটো কাফ-এর মাঝখানে ইস্পাতের চেইন, চেইনে ছ'টা লিঙ্ক। কব্জি বাঁকা করে মোচড়াল ও, নিচে নামিয়ে ওপরে তুলল। ওর কব্জির ওপর ঘুরে গেল কাফ, চেইনটা মোচড় খেল।

বোমা ধরা হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে। সমস্ত মনোযোগ ওটার ওপর টেনে আনল রানা। কোন ভুল করা চলবে না। সোহানা নেই, তারমানে ওর কাঁধে অনেক

দায়িত্ব চেপেছে। অনেক লোককে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। অটোসাজেশনে কাজ হলো, খানিক পর স্থির হলো ডান হাত। এরপর আবার মনোযোগ ফিরিয়ে আনল হ্যান্ডকাফের ওপর, চেইনের চারধারে ঘোরাতে শুরু করল কব্জি ও হাত।

একটু পর দৈর্ঘ্যে এক-দেড় ইঞ্চি ছোট হয়ে চেইন-লিঙ্কগুলো মোচড় খেয়ে একটার সঙ্গে অপরটা সেঁটে থাকল, ফলে ফ্লেক্সিবল চেইন হয়ে উঠল শক্ত একটা রড। হাতটা আর ঘোরাতে পারছে না রানা, চেষ্টা করলে আর বোধহয় এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ নাড়তে পারবে।

এবার।

মাথাটা ঝুলে পড়তে দিল রানা। ডান হাতটা ছাড়া শরীরের বাকি পেশী শিথিল করে দিল। অটোসাজেশন দিয়ে ইতিমধ্যে ডান হাতটাকে নিজের অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ও, ওটা যেন ওর নয়। শ্বাস-প্রশ্বাস মন্থর হলো। খোলা চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মখমল অন্ধকারে ভেসে রয়েছে। ঘুমন্ত শক্তিগুলো জমা হচ্ছে একটা হাতে, যে হাতটা ওর নয়।

দু'মিনিট পেরিয়ে গেল।

মাথাটা উঠে এল আবার, নাক দিয়ে বড় করে শ্বাস নিল রানা। পরমুহূর্তে ওর বাম কাঁধ ও বাহুতে বিস্ফোরিত হলো বিপুল শক্তি। একত্রিত করা সমস্ত শক্তি দিয়ে পরস্পরের গায়ে সেঁটে থাকা লিঙ্কগুলোর বিরুদ্ধে হাতটা মোচড়াল রানা।

ব্যথা যেন অনেক দূরে। কাছে চলে আসছে, দাঁত বসাচ্ছে ওর কব্জিতে। দৃষ্টি ফিরে এল চোখে, নিচের দিকে তাকাল রানা। ওর বাম হাত শরীরের পাশে ঝুলছে। রেডিয়েটরের গায়ে সেঁটে থাকা কাফটা থেকে চেইনের দুটো লিঙ্কও ঝুলছে, ভেঙে গেছে তৃতীয়টা।

বাম হাতটা তুলল রানা। মাংস আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই ক্ষতের গভীরে দাঁত বসিয়েছে মেটাল কাফ, তবে আঙুলগুলো নাড়তে পারছে। অত্যন্ত সাবধানে একপাশে সরতে শুরু করল ও, অসাড় ডান হাতটাকে বাঁকা হতে অনুরোধ করছে। তারপর বোমাটার ওপর কাঁপা দুটো হাত রাখল ও, বোমাটা ওর কাঁধের ওপর বসে আছে। দরদর করে ঘামছে মুখ, ভিজে গেছে প্লাস্টারটা।

ব্যস্ত হয়ো না। শান্ত হও। দরজাটা খোলার জন্যে কেউ আসছে না।

একটা পা তুলল রানা, বাম হাত নিচু করে জুতোবিহীন পাটা থেকে মোজা খুলবে। আঙুলের হাড় পর্যন্ত মাংস কাটতে দেয়াটা বোকামি হবে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, তারটা যাতে যথেষ্ট ঝুলে পড়ে, তারপর তালু ও কব্জির ওপর পেঁচাল সেটাকে একবার, মোজাটা থাকল প্যাড হিসেবে।

প্রথমে ধীরে ধীরে, বোমাটাকে ধরে রেখে, টান দিল তারে। টান বাড়াল। আরও বাড়াল।

টং করে ছিঁড়ে গেল তার, সিলিঙে আটকানো স্ক্রু আইয়ের কিনারা থেকে। হাত দুটো আবার বোমার ওপর রেখে ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে বসল রানা, তারপর মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল সাবধানে। ওটার ওপর ঝুঁকে থাকল ও, ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত কব্জির ওপরটা জ্বলছে, চেষ্টা করছে শরীরের কাঁপুনি

থামাতে, ঠিক এই সময় বিস্ফোরিত হলো জানালা।

ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল, একটা শাটার খুলে গেছে। মাটি থেকে পাঁচতলা উঁচু জানালার কার্নিসে উবু হয়ে বসে রয়েছে সোহানা। ওর হাতের একচোখো অটোমেটিক কামরার চারদিকে দৃষ্টি বুলাল। তারপর রানার ওপর স্থির হলো সোহানার দৃষ্টি। রানা অনুভব করল, ওর সমগ্র অস্তিত্ব থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রচণ্ড আনন্দ। অনেক কষ্টে চেপে রাখল সেটাকে, মাথা ঝাঁকিয়ে সোহানার উপস্থিতির প্রতি সম্মান জানাল, তারপর দুর্বল একটা হাত তুলে ওপর দিকে তাক করল।

রানার পাশে চলে এল সোহানা, ওর দু'কাঁধের ওপর হাত রাখল একটা। তীক্ষ্ণ, স্বস্তিকর ব্যথা অনুভব করল রানা, টান দিয়ে মুখ থেকে প্লাস্টারটা খুলে নিয়েছে সোহানা। হাঁটু গেড়ে বসে আছে রানা, হাত দুটোও হাঁটুর ওপর, বিশ্রাম নিচ্ছে, হাঁপানোর মত করে বাতাস ভরছে ফুসফুসে। তারপর বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'নিকেল?'

'লবির লোকটা?' এমএবি অটোমেটিকটা তুলে দেখাল সোহানা।

'শালারা!' বলল রানা। 'তারপরও তোমার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা করা ছিল–দরজাটা যদি খুলতে।'

শার্টের নিচে, সেমি-শোল্ডার হোলস্টারে অস্ত্রটা রেখে দিল সোহানা। 'বিকল্প কিছু একটা থাকবে, এ আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম, রানা। সেজন্যেই ওপরের একটা কামরা থেকে নেমে আসি। আমার সঙ্গে নাইলন কর্ড ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ব্যথা সত্ত্বেও ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটল। 'তুমি নিরাপদে পৌঁছুতে পারবে জানলে কব্জিটা বাঁচাতে পারতাম,' বলল ও, গলাটা খসখসে, তবে আগের চেয়ে কম নিস্তেজ লাগল।

ওর কব্জিটা আলতোভাবে ধরল সোহানা। কাফের নিচে ক্ষতটা গোলাপী, ক্ষতের চার ধারে কালচে দাগ। মুখ নিচু করে ক্ষতটার চারধারে ঠোঁট বুলাল ও। তারপর কামরার চারধারে তাকাল। রেডিয়েটর পাইপের সঙ্গে হ্যান্ডকাফের অপর অংশটা দেখতে পেল। দৃষ্টি উঠে গেল ঝুলে থাকা তার ধরে সিলিঙে। সিলিঙ ও দরজার চৌকাঠে স্ক্রু-আই দুটোও দেখল। দৃষ্টি নেমে এসে স্থির হলো হলদু টিনের ওপর, ছেঁড়া তারটা বেরিয়ে রয়েছে। 'আজ একটা ফাঁড়া গেল, রানা। আমরা বেঁচে আছি, সেজেন্যে সাঙ্ঘাতিক আনন্দ লাগছে আমার।'

'আমারও,' বলল রানা। 'তবে এ আনন্দ কতক্ষণ টিকবে বলতে পারছি না।'

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে। রানার কব্জি থেকে কাফটা খুলে নিয়েছে সোহানা। বোমাটাকে অকেজো করেছে ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। এই মুহূর্তে বিছানায় শুয়ে আছে রানা, সিগারেট ফুঁকছে। দু'ঢোক হুইস্কি খাওয়ানো হয়েছে ওকে, সারা শরীরে আরামদায়ক একটা শৈথিল্য অনুভব করছে ও।

ওর কব্জি ভাঙেনি। ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে সোহানা, বসে আছে বিছানার কিনারায়। ফোন করে একজন ডাক্তার আনিয়েছিল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ, তাকে বিদায় করে দিয়েছে সোহানা। আশরাফকে ফোন করেছে ও, আকস্মিক

বিরাট স্বস্তিবোধ করায় 'তুমি শালী' বলে ওকে গাল দিয়েছে সে।

কামরাটাকে অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছে ক্যাপ্টেন। ফোনে কথা বলছে সে, অসম্ভব রেগে আছে। আমেরিকান অপরাধী ও তাদের পদ্ধতি, দুটোই তার অপছন্দ। সে তার নিজের এলাকায় গ্যাংস্টারসুলভ খুন-খারাবি একবারেই সহ্য করবে না।

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করল সোহানা, রানার মুখ থেকে সিগারেটটা তুলে নিল, ঠোঁটের ওপর আলতভাবে চুমো খেল একটা, তারপর আবার ঠোঁটের মাঝখানে গুঁজে দিল সেটা। বলা যায় সোহানার এটা একটা দুর্লভ আচরণ। রানা বুঝল, এটা আসলে ওর স্বস্তির প্রকাশ। ও মারা গেছে বলে ধরে নিয়েছিল সোহানা, এবং সেটা ভুল ছিল।

চোখ বুজে চিন্তা করছে রানা। সোহানা যে মারা গেছে, এ-ব্যাপারে ওর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ভাবল, সন্দেহ থাকলে নিজেকে মুক্ত করতে পারত কিনা। প্রতিশোধ নেয়ার চরম একটা ব্যাকুলতা ওকে শক্তি যোগায়। ব্যাকুলতাটা এখনও আছে ওর ভেতর।

রিসিভার নামিয়ে রেখে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। 'এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'তবে যত লোক পাওয়া গেছে তাদের সবাইকে এই কাজটায় লাগিয়েছি। আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক নিরীহ আমেরিকানকেও ভুগতে হবে, কিছু করার নেই।'

'আমরা এখান থেকে যাব কখন, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল সোহানা।

হাত দুটো দু'দিকে মেলে ধরল ক্যাপ্টেন। 'যখন আপনাদের খুশি। পেনিফিদারের তরফ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। পালাতে ব্যস্ত সে, নিজের চামড়া বাঁচাতে পারলে তাকে মনে করতে হবে ভাগ্যবান।'

'খালের তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারলে তাকে আপনারা ছুঁতে পারবেন না, কারণ ওখানে আপনাদের আইন অচল,' বলল সোহানা। 'খাল এখান থেকে খুব বেশি দূরেও নয়। পানামায় সে নিজের চামড়া বাঁচাতে পারবে, আমরা ধরে নিচ্ছি। তবে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে তাকে, আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় পাবে না। লবিতে যে লোকটাকে মারলাম, তার ব্যাপারটা কি হবে?'

'লবিতে কোন্ লোক? যে লোকটা সাবমেশিনগান নিয়ে আমাকে হুমকি দিচ্ছিল? তাকে আমি খুন করেছি।'

'পয়েন্ট ফোর-ফাইভ গান থেকে পয়েন্ট টু-ফাইভ বুলেট ছুঁড়ে?'

হাসল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুলিস বিভাগের ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক করবে না।'

'আপনি আইন ভাঙছেন, ক্যাপ্টেন।'

'ভাঙি যদি ভাঙছি। আমার আগ্রহ জাস্টিস সম্পর্কে, ল সম্পর্কে নয়। দুটোর মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক পার্থক্য আছে।'

দাঁড়াল সোহানা, ক্ষীণ হাসল। 'আই লাইক ইউ, ইউ অনেস্ট কপ,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও। 'আপনার এই উপকার আমাদের মনে থাকবে।'

'ধন্যবাদ। তবে আমি চাই না, আমার বন্ধুরা নিজেদের ঋণী বলে ভাবুক।'

আট

হেডসেট খুলে রেডিওটা বন্ধ করল দৈত্য। কোন শব্দ না করে হাসতে লাগল সে, ঝাঁকি খেয়ে প্রতিবাদ জানাল ফোল্ডিং চেয়ারটা।

খাকি ড্রিল শার্ট, একই কাপড়ের স্ল্যাকস পরে আছে সে, তার ছোট অথচ অসম্ভব চওড়া পা দুটোকে ঢাকার জন্যে নিশ্চয়ই গলদঘর্ম হতে হয়েছে দর্জিকে। 'ওহ্ ডিয়ার, ওহ্ ডিয়ার,' বলল সে। 'বেচারা পেনিফিদার।'

অপর লোকটা প্রায় এক ঘণ্টা হলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াচ্ছে। গাঢ় রঙের, সুন্দর ভাঁজ করা, লাইটওয়েট স্ল্যাকস পরে আছে সে, সঙ্গে সাদা একটা জেম ভেস্ট। লোকটা সুদর্শন, চেহারায় গোয়ার্তুমির ভাব, মাথার কালো চুল ছোট করে ছাঁটা। শরীরটা পেশীবহুল, হাঁটাচলা দেখলে মনে হবে সামরিক ট্রেনিং পেয়েছে। ইউনিফর্ম পরিয়ে দিলে হাঙ্গেরিয়ান মেজর বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়। তার নাম কোর্সিনেজ, উচ্চারণে খানিকটা নাকি সুর থাকলেও ভালই ইংরেজি বলে।

গভীর উপত্যকায় পাথর ঘেরা জায়গাটার সামনে নিঃসাড় পড়ে আছে মরুভূমি, সূর্যের শান্ত প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হচ্ছে। আকাশ ছোঁয়া পাহাড় প্রাচীর ঘিরে রেখেছে উপত্যকাটাকে, এখানেও গরম লাগছে ওদের, তবে অসহ্য নয়। পাথর কেটে তৈরি করা কামরা আর প্যাসেজগুলোর বয়স হয়েছে, যারা তৈরি করেছিল, আজ তারা কেউ বেঁচে নেই।

জগিং থামিয়ে বার কয়েক হাতের পেশী ফোলাল কোর্সিনেজ, তারপর টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। রেডিওটার দিকে একবার তাকাল সে। 'মেয়েটাকে তাহলে ধরেছে ওরা।'

'মেয়েটিকে ধরেনি ওরা,' বলল দৈত্য, নিরেট মাংসে গভীর ভাঁজ তুলে হাসল সে। 'রানা ওদেরকে বোকা বানিয়েছে। ওকে ওরা ধরেছিল, সোহানার জন্যে একটা ফাঁদও পেতেছিল, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। সোহানাকে যার মারার কথা, সে নিজেই সোহানার হাতে মারা গেছে। বেচারা পেনিফিদার ছুটছে, তাকে ধাওয়া করছে পানামা পুলিসের সব ক'জন সদস্য।' কথা শেষ করে হো হো হা হা শুরু করল সে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল কোর্সিনেজ। বলল, 'এটা হাসির কোন ব্যাপার বলে আমার মনে হয় না।'

'না।' দৈত্যের প্রকাণ্ড নীল চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো কোর্সিনেজের ওপর। 'না, তোমার মনে হবে না। আমার ধারণা, কৌতুকের অভাব আর বোকামি হাত ধরাধরি করে থাকে। যার ভেতরে হাসি নেই, তার ভেতর বুদ্ধিও নেই।' কোর্সিনেজ মনে মনে কথাটার তাৎপর্য পরিমাপ করার চেষ্টা করছে, তার দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে দৈত্য, দেখল রাগে লালচে হয়ে উঠল

কোর্সিনেজের চেহারা, তবে সামলে রাখল নিজেকে। অলস একটা চিন্তা খেলে গেল দৈত্যের মাথায়, কোর্সিনেজ খানিকটা ভয় করে তাকে। ভয় করে, তবে খানিকটা, বেশি নয়। এ-ব্যাপারে সময় মত কিছু একটা করা দরকার তার, নিজেকে মনে করিয়ে দিল সে।

কোর্সিনেজ বলল, 'সময় বয়ে যাচ্ছে, অথচ মেয়েটাকে আমাদের দরকার। এখন কি ঘটবে?'

'মেয়েটা সম্ভবত ইংল্যান্ডের পথে রয়েছে এই মুহূর্তে,' প্রকাণ্ডদেহী বলল। 'রানা আর সোহানার নিরাপদ আশ্রয়ে। তুমি জানো, লন্ডন শহরেই শুধু নয়, গ্রামের দিকেও বিরাট একটা কটেজ আছে সোহানার? থাক, এত কথা জানার দরকার নেই তোমার। শুধু এইটুকু বলি, দেখেশুনে মনে হচ্ছে মেয়েটাকে আনার জন্যে আমাকেই যেতে হবে।' নিঃশব্দ হাসিতে আবার তার কাঁধ দুটো কাঁপতে শুরু করল।

'আর পেনিফিদার?'

'চারদিনের মাথায় আলজিয়ার্সে পৌঁছুবে। ইংল্যান্ডে যাবার আগে ওখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। ওহ্ ডিয়ার, তার মেজাজটা হবে দেখার মত!'

'এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে,' আবার বলল কোর্সিনেজ।

'আগেও একবার বলেছ।' এখনও হাসছে অতিকায় লোকটা। 'আবার যদি বলো, আমার হয়তো ঝোঁক চাপবে তোমার একটা হাড় ভাঙি, মেজর কোর্সিনেজ। কে জানে, আমি হয়তো তোমার মূল্যবান ডান হাতের হাড়টাকেই বেছে নেব।'

ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে গেল কোর্সিনেজের। 'এ-ধরনের হুমকি আমি পছন্দ করি না।'

'তাহলে এ ধরনের হুমকি আসার পথ খোলা রেখো না। আমাদের লেবার ফোর্স ঠিকঠাক মত কাজ করেছে, আমি যখন ছিলাম না?'

'প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের ওয়াইফ পাগলামি শুরু করেছিল। রেস্ট-রুমে নিয়ে গিয়ে দাওয়াই দেয়ায় সেরে গেছে।'

'পাগলামি? মেমসাহেবা স্বয়ং?' একাধারে বিস্ময় ও পুলক অনুভব করল দৈত্য। 'পাগলামিতে পেয়েছিল বুড়িকে? হাত-পা ছুঁড়ছিল? চুল ছিঁড়ছিল মাথার? ছি-ছি, এমন একটা ব্যাপার আমার দেখার সুযোগ হলো না। তবে বুড়ি বোধহয় আবার ওরকম করবে, কি বলো? বাকি সবার খবর কি?'

কাঁধ ঝাঁকাল কোর্সিনেজ। 'আর কোন সমস্যা হয়নি,' এমন সুরে বলল সে, যেন সমস্যা না হওয়ায় হতাশ হয়েছে। 'সমাধির আশপাশের এলাকা অনেকটাই পরিষ্কার করেছে ওরা। তুমি তো দেখেইছ। কাজে একটু ঢিলেমি ছিল, তবে বাধ্য ছিল সবাই। কড়া দাওয়াই দিলে ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে না। তাতে শুধু ক্লান্ত করে তোলা হবে ওদের। কতটুকু দাওয়াই দিলে কাজ হবে, আমি সেটা জেনে ফেলেছি।'

'আর আমাদের প্রিয়পাত্ররা, মানে, আল্লার খাস বান্দারা?'

অর্থটা বোঝার জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল কোর্সিনেজ। তারপর বলল, 'আমাদের আলজিরিয়ান গার্ডরা কেউ কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি।'

পাথরের দেয়াল ঘেরা চেম্বারে নিস্তব্ধতা নামল। মাথার ওপর একটা বৈদ্যুতিক ল্যাম্প জ্বলছে, দূর থেকে ভেসে আসছে জেনারেটরের একঘেয়ে শব্দ। পকেট থেকে রুপোর একটা ছোট বাক্স বের করে খুলল দৈত্য। ভেতরে সাদা পাউডার দেখা গেল। আঙুলে কোন রকম আড়ষ্ট ভাব নেই, এক চিমটা পাউডার নিয়ে পালা করে দু'নাকের ফুটোর সামনে ধরে শ্বাস টানল, যেন নস্যি নিচ্ছে। সন্ত্রস্ত ও বিতৃষ্ণার একটা ভাব ফুটে উঠল কোর্সিনেজের চেহারায়, দৈত্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'সাপ্লাই প্লেনে করে পাঠাবার জন্যে আমাদের অতিথিরা চিঠিপত্র লিখছে কিনা জানো?' জানতে চাইল প্রকাণ্ডদেহী, রুপোর বাক্সটা রেখে দিল পকেটে।

'লিখছে। সবগুলো চিঠি পরীক্ষা করছি আমি, তুমি জানো।'

'জানি। দেখে যেন মনে হয় সব কিছু স্বাভাবিক।' দৈত্যের ডান চোখে পানি জমতে শুরু করল, রুমাল দিয়ে মুছল সেটা। 'বর্তমান সিস্টেমে কাজটা শেষ করতে কত দিন লাগবে বলে মনে করো, মেজর কোর্সিনেজ?'

'এক মাস থেকে পাঁচ বছর। এত লম্বা সময়ের জন্যে সবকিছুর চেহারা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব নয়।'

'ঠিক। আর যদি মেয়েটাকে পাই?'

'পেনিফিদারের কথামত মেয়েটা সত্যি যদি কাজের হয়, তাহলে অল্প ক'দিনের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারব আমরা।'

'এ-ধরনের ব্যাপারে পেনিফিদার কখনও ভুল করে না। অল্প ক'দিন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল দৈত্য। 'আপসোস। গোটা ব্যাপারটা সবেমাত্র ভাল লাগতে শুরু করেছে আমার। তবু, অল্প ক'দিনেই যতটুকু পারা যায় মজা করে নিতে হবে। পরিস্থিতি যেভাবে বদলাচ্ছে, আনন্দের খোরাক যথেষ্ট পরিমাণেই পাব মনে হচ্ছে।'

একটা ফোল্ডিং চেয়ার টেনে বসে পড়ল কোর্টিনেজ, তারপর সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকল। 'রানা আর সোহানাকে নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন নও?'

উজ্জ্বল হাসি ফুটল দৈত্যের মুখে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো এলোমেলো কালো চুলের নিচে ঠোঁট-কান-চোখ-নাক-ভুরু-কপাল-চিবুক-গোঁফ ইত্যাদি যতই বেখাপ্পা বা বেঢপ হোক, পরস্পরের সাথে ওগুলোর একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। 'উদ্বিগ্ন? খুব ভাল হয় অর্থটা যদি ব্যাখ্যা করতে পারো তুমি, মেজর কোর্সিনেজ। শব্দটা আমার কাছে রীতিমত একটা রহস্য।'

চেয়ারে হেলান দিল কোর্সিনেজ। দৈত্য সত্যি কথা বলছে, জানে সে, কিন্তু উত্তর খুঁজতে গিয়ে হতভম্ব বোধ করল। অবশেষে বলল, 'আমি আসলে বলতে চাইছি, ওদের সম্পর্কে যা শোনা যায় তা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ওরা দু'জন অত্যন্ত বিপজ্জনক। পেনিফিদারের সবচেয়ে বড় অপারেশনটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল ওরা। শোনা যায়, ব্রিটিশ সরকার ওদেরকে ভাড়া করেছে, ক্রিমিন্যালদের ধরার জন্যে। খুবই নাকি বিপজ্জনক। ভাবছি আমাদের যদি বড় কোন ক্ষতি করে ফেলে?'

'ওহ্ নো! ওহ্ ডিয়ার, নো!' মৃদু কণ্ঠে বলল বিশালদেহী লোকটা। 'এবার

এখানে আমি আছি না!' ভেজা চোখটা আবার মুছল সে। 'প্রার্থনা করো, সে চেষ্টা যেন করে ওরা, কোর্সিনেজ। আমি নিজে রানার ব্যবস্থা করতে চাই। প্রার্থনা করো, সে যেন সত্যি যোগ্য লোক হয়। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না আমি। আশা করব, অন্তত কিছুক্ষণ যেন লড়তে পারে আমার সঙ্গে। দু'একটা মার খেয়ে পড়ে গেল, তারপর আর উঠল না, এরকম হলে আমার কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। ভাল কথা, মেয়েটাকে কেমন লাগে তোমার? তার আগে বলো, যেমন শুনছি, সত্যিই কি অপরূপ সুন্দরী সে—সোহানা?'

'বিশ্বসুন্দরী হতে পারে,' সহাস্যে বলল কোর্সিনেজ। 'তার ওপর আমার দুর্বলতা আছে।'

'তোমার দুর্বলতার প্রতি সম্মান দেখানো হবে,' কথা দিল দৈত্য। 'রানাকে আমি সামলাব, সোহানাকে তুলে দেয়া হবে তোমার হাতে। কি, খুশি?'

ব্যাকুল আগ্রহ ফুটে উঠল কোর্সিনেজের চেহারায়। 'তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমি,' বলল সে। 'খুবই খুশি হব।'

'ব্যাপারটা বেশ জমবে বলে মনে হচ্ছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল কোর্সিনেজ, কর্কশ পাথর দিয়ে তৈরি খিলানের দিকে এগোল। খিলানের সামনে একটা প্যাসেজ, এঁকেবেঁকে বেরিয়ে গেছে উপত্যকায়। দৈত্যটা তার দিকে তাকাল না, চেহারা দেখে মনে হতে পারে দিবাস্বপ্ন দেখছে। তাই যদি হয়, স্বপ্নটা নিশ্চয়ই খুব আনন্দদায়ক।

খিলানের নিচে দাঁড়াল কোর্সিনেজ, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। 'রানা কি ছুরি ব্যবহারে ওস্তাদ?'

'শুনেছি সে নাকি অনেক কিছুতেই ওস্তাদ,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল দৈত্য। 'হলেই ভাল। তবে ছুরি তার সবচেয়ে প্রিয় অস্ত্র, এ-কথা ঠিক নয়। আসলে পেনিফিদারের কয়েকজন শিষ্যকে ছুরি মেরে অচল করে দিয়েছিল রানা, সেই থেকে সবাই ধরে নিয়েছে হাতে ছুরি থাকলে ওর সঙ্গে পারা মুশকিল। তবে শুনেছি ছুরি ছুঁড়ে মারার আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ওর, সেই বৈশিষ্ট্য দেখেই পেনিফিদার প্রথমে সন্দেহ করে, রানা জড়িত।'

'ছুরি,' বলল কোর্সিনেজ, 'কোন অস্ত্র নয়। ওটা কসাইদের হাতিয়ার।'

'প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একজন কসাইকেই তো চাই আমি।' অদম্য হাসিতে প্রকাণ্ড শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল, যদিও কোন শব্দ হলো না। 'প্রার্থনা করো সে শুধু কসাই হয়ে নয়, আমার সামনে যেন উদয় হয় জল্লাদ, পাষণ্ড, হিংস্র বাঘ, যম, অসুর হয়ে।' হাসির বেগ ক্রমশ বাড়ছে। 'তা না হলে আমি কিন্তু মজা পাব না!'

'ফর গডস সেক, এরকম কোরো না!' রুদ্ধশ্বাসে বলল আশরাফ। গতি কমিয়ে জেনির ঘোড়া দুলকি চালে ছুটছে, তার পাশে চলে এল সে। তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে মুচকি হাসল জেনি। 'চেঁচিয়ো না তো! এদিকে কোন গাছ নেই যে মাথা নিচু করার দরকার আছে আমার। তাছাড়া, দেখেশুনে পা ফেলে জেনি, ভুল করে না।'

'কে বলল তোমার কথা ভাবছি আমি? সেনটর-এর নাম শুনেছ? উত্তমাঙ্গ

মনুষ্যতুল্য, নিম্নাঙ্গ অশ্ববৎ? তুমি তার মত ছুটতে পারো। আমি নিজের কথা ভাবছি। তোমাকে তীরবেগে ছুটতে দেখলে আমার বিটিও তাই ছোটে। সমস্যা হলো, তখন বিটির পিঠে থাকা আমার জন্যে একটা বিকট সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

ঘাস মোড়া ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা, পিছনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আস্তাবল ও চাকরবাকরদের কোয়ার্টার। জায়গাটা বেনিলডন গ্রাম থেকে মাইল দুয়েক দূরে। 'তোমাকে হাঁটু ব্যবহার করতে হবে।' বলল জেনি। 'হাঁটু দিয়ে চেপে ধরতে হবে ঘোড়ার পেট।'

'চেপে ধরতে হবে? স্যাডিস্টিক হয়ো না তো! আরেকটু চাপ বাড়ালে হয় বেচারি বিটি ছাতু হয়ে যাবে, নয়তো আমার ঘাড় পর্যন্ত লম্বা একটা ফাটল তৈরি হবে। ছন্দ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই বিটির, আমি ডান দিকে কাত হয়ে পড়ছি দেখলে সে-ও ডান দিকে কাত হতে শুরু করে। বাম দিকে ঘোরো, যদি রেঞ্জে যেতে চাও।' ঢালের মাথা থেকে খানিকটা নামার পর ছোট একটা রেঞ্জে এসে পৌঁছুল ওরা। ছোট একটা মাঠ, আর্চারি রেঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পিস্তল, কাদার তৈরি কবুতর, সবই রাখা আছে। তিন দিন হলো সোহানার এই বাড়িতে আছে জেনি, এরইমধ্যে তীর ছুঁড়ে কিভাবে লক্ষ্যভেদ করতে হয় শিখে ফেলেছে। টার্গেটের সাথে একটা বেল বাজাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে সোহানা, বোতাম টিপে অন করতে হয়। 'না,' বলল জেনি। 'চলো ফিরে যাই। আমার গলা শুকিয়ে গেছে, চা খাব।' হঠাৎ হাসল সে। 'কাপ-পিরিচ আর চামচের শব্দ কি যে ভাল লাগে আমার। বাজি ধরে বলতে পারি, কাপগুলো স্বচ্ছ, ওগুলোর ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে।'

'সোহানার গ্রামের এই বাড়িটায় বেশিরভাগ তৈজস-পত্রই এক ব্যারনের পারিবারিক সম্পত্তি ছিল,' বলল আশরাফ। 'নিলামে কিনেছে সোহানা। সবই খুব সুন্দর।' ক'টা দিন জেনির সঙ্গে থাকায় নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে, উপলব্ধি করে আশরাফ। আগে যে-সব বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না তার, এখন সে-সব বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে।

আজ ছ'দিন হলো পানামা থেকে ফিরেছে ওরা। প্রথম তিন দিন ছিল লন্ডনে, সোহানার পেন্টহাউস। জেনিকে দেখেশুনে রাখার গুরুদায়িত্ব চাপানো হয়েছে তার কাঁধে। নিজের কাজে প্রায়ই বাইরে যাচ্ছে সোহানা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলছে, জেনিকে সঙ্গ দেয়ার সময় নেই ওর। ইংল্যান্ড ছেড়ে কোথায় যেন গেছে রানা, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা লন্ডনে ছিল।

লন্ডন শহরটা জেনিকে ঘুরিয়ে দেখাবার পর তাকে নিয়ে গ্রামের এই বিশাল বাড়িটায় চলে এসেছে আশরাফ ও সোহানা। আশরাফের সময় কাটে জেনির সঙ্গে ঘোড়া চড়ে, তাস খেলে আর দাবা খেলা শিখিয়ে। জেনি তার জন্যে বোঝা নয়, আনন্দের একটা উৎস হয়ে উঠেছে। সোহানা ওদেরকে জানিয়েছে, পেনিফিদারের তরফ থেকে আপাতত কোন ভয় নেই। বিপদ হয়ে দেখা দেবে সে, তবে এখুনি নয়। তবে তার আগেই তাকে খুঁজে বের করা হবে, জানার চেষ্টা করা হবে ঠিক কি করতে চাইছে সে। সেজন্যেই ইংল্যান্ডের বাইরে গেছে রানা, পেনিফিদার আর তার দল সম্পর্কে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।

স্কার্ফের বাইরে বেরিয়ে থাকা জেনির মধুরঙা চুল বাতাসে উড়ছে। মাত্র তিন দিনেই তার মুখের চেহারা রোদের ছোঁয়ায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য পরিবেশে নিজেকে দারুণ মানিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। তার বয়েস যেন হঠাৎ করে কমে গেছে, আচার-আচরণেও হয়ে উঠেছে চঞ্চলা কিশোরী।

রানা ও সোহানা পেনিফিদারকে হাতে পেলে খুন করবে, এ-কথা জানার পর মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট বোধ করেছে আশরাফ, কোন অপরাধবোধ তাকে স্পর্শ করেনি। তবে ভয় পেয়েছে, কারণ পেনিফিদারের মত লোককে কাবু করা নিশ্চয়ই খুব কঠিন কাজ হবে।

আস্তাবলের কাছাকাছি এসে জেনি জানতে চাইল, 'তোমার কি মনে হয়, আজ ফিরে আসবে ও?'

'আসবে,' বলল আশরাফ, জানে রানার কথা বলছে জেনি। সে এ-ও জানে যে জেনির জগতে এই মুহূর্তে মাত্র একটি জিনিসেরই অভাব—মাসুদ রানা। ওর প্রতি তার অসম্ভব ভক্তি। 'আমস্টারডাম থেকে কাল লন্ডনে ফিরেছে ও। সোহানা বলছিল, লন্ডনে কিছু কাজ আছে, সেগুলো শেষ হলেই এখানে চলে আসবে।'

'ভাল লাগছে আমার। মাত্র ক'দিন হলো গেছে, তা-ও মনে হচ্ছে কত যুগ ওর গলা শুনিনি। এই, তুমি আবার ঠোঁট ফোলাচ্ছ নাকি? শোনো—তুমি যদি কোথাও যাও, তোমার জন্যেও এই একই অনুভূতি হবে আমার, বুঝলে!'

'দেরি করে ফেলেছ তুমি।' নিঃশব্দে হাসল আশরাফ। 'যা বলে ফেলেছ তা আর ফিরিয়ে নিতে পারো না।'

'পাজি লোক!' আশরাফকে ভেংচাল জেনি। 'রেঞ্জে যখন থামলাম, একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছি আমি। হয়তো রানা ফিরে এসেছে।'

আস্তাবলের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। সহিসের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে কটেজের দিকে হাঁটা ধরল। কটেজের সামনে এসে দেখল, ছোট বাগানটার পাশে একটা ল্যান্ডরোভার দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'রানা নয়, মারভিন লংফেলো এসেছেন,' বলল আশরাফ।

'মারভিন লংফেলো?'

'রানা ও সোহানার শুভানুধ্যায়ী বলতে পারো। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সরকারি চাকরি করেন, খুব বড় পদে আছেন। তবে তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে চেয়ো না আমার কাছে।'

'কেন?'

'এরই মধ্যে ভুলে গেলে? বললাম না, কোন প্রশ্ন নয়।'

'বুঝেছি, তার মানে রানা ও সোহানার মত ইনিও পুলিস বা গোয়েন্দা টাইপের কিছু হবেন। নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে ভালবাসেন।' হাসল জেনি। 'ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টাতে পারি?'

'অবশ্যই। আমিও তাই করব।' জেনির হাত ধরে কটেজের পিছন দিকে চলে এল আশরাফ, দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়ল কিচেনে।

কটেজটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। হলরুমে বিরাট একটা পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেস আছে। ওপরতলায় পাঁচটা বেডরুম, ছ'টা প্যাসেজ, ছ'টা বাথরুম। সিঁড়ি বেয়ে

উঠে এসে আশরাফ জানতে চাইল, 'তোমার কোন সাহায্য দরকার?'
'না। কোথায় কি আছে সব আমি জেনে ফেলেছি।'
'গুড। আমি তাহলে হলরুমে অপেক্ষা করব।'
'দশ মিনিট পর আসছি।'

'ড. জিমসনের ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই উচিত আমাদের,' চুরুট ধরিয়ে কার্পেটের ওপর পা দুটো লম্বা করে দিলেন বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো। লিভিংরুমে বসে আছেন তিনি।

'কেন বলুন তো? আমার তো মনে হয়েছে, ভদ্রলোক খুন হয়েছেন।' প্রকাণ্ড একটা আর্মচেয়ারে বসে রয়েছে সোহানা, হাঁটুর কাছে ভাঁজ করা পা দুটো শরীরের নিচে ঢাকা। হাত-কাটা একটা জাম্পার পরেছে সে, কাশ্মীরী উলের। পাকা ধান রঙের স্কার্ট।

'খুন-খারাবি পুলিসের ব্যাপার,' বললেন মারভিন লংফেলো। সোহানার হাতে ধরা আইডেনটিকিট ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'ওদেরকে ওটার একটা কপি দিয়েছি আমি। কিন্তু তাকে ওরা খুঁজে পাচ্ছে না। আমার ধারণা, ইংল্যাণ্ডে নেই সে। এরকম একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীকে খুঁজে না পাবার আর কি কারণ থাকতে পারে। পিক জনসন এয়ারপোর্ট থেকে রিপোর্ট পেয়েছে, কেউ তাকে দেখেনি।'

'সে যদি ডিপারচার কন্ট্রোল থেকে বেরিয়ে যায়, দেখতে পাবার কথাও নয়। কিংবা হয়তো বেরিয়ে যাবার আরও পথ তার আছে।' মারভিন লংফেলোকে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখে সোহানার চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল। 'আপনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এটা আমার কোন কেস নয়। জিমসন আমার বন্ধু ছিলেন, সেজন্যেই মাস-এ কি ঘটছে না ঘটছে আপনাকে একবার দেখে আসার অনুরোধ করেছিলাম। তিনিই যখন নেই, এ-ব্যাপারে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি।'

'আমি তো ভেবেছিলাম যদি জানা যায় ড. জিমসন খুন হয়েছেন, আপনি তাহলে আরও তাড়াতাড়ি ওখানে আমাকে যেতে বলবেন।'

'যদি। যদি খুন হয়। আমরা সঠিক জানি না।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন বিএসএস চীফ। 'আমি চাই তাঁর ব্যাপারটা আপনি ভুলে যান। আপনাদের আসল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে পেনিফিদার।'

'আপাতত, হ্যাঁ। কিন্তু এটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করে ফেলব।' এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে আবার বলল সোহানা, 'অন্তত জেনির নিরাপত্তার কথা ভেবে দেরি করা ঠিক হবে না। এই কাজটা শেষ করে মাস-এ একবার যেতে পারি আমি।'

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে মারভিন লংফেলো বললেন, 'আপনি আমাকে চা অফার করবেন না? গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকল সোহানা, তারপর মৃদু হেসে চেয়ার ছাড়ল। 'পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরতে হবে আপনাকে। আর সবার জন্যে অপেক্ষা

করছিলাম। চা পরিবেশনের সময় উপস্থিত থাকতে ভারি পছন্দ করে জেনি। আজ তার জন্যে একটা বোনাসও আছে—মারভিন লংফেলো।'

'তাকে তার রঙিন স্বপ্ন ও ভুল ধারণা নিয়ে থাকতে দিন,' অনুরোধ করলেন বিএসএস চীফ। 'বলবেন না আমি কে বা কি।'

চাকরবাকরের সংখ্যা কম নয়, তবু অতিথিদের নিজের হাতে চা পরিবেশন করে আনন্দ পায় সোহানা। পাঁচ মিনিট পর একটা ট্রলি ঠেলে লিভিংরুমে ঢুকল সে, দেখল জেনির সঙ্গে মারভিন লংফেলোর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আশরাফ। জেনির হাতটা ধরে, সেটার ওপর মাথাটা সামান্য নিচু করলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

'প্রথমে আঙুলগুলো গুনে দেখো, দু'একটা চুরি গেছে কিনা,' জেনিকে বলল সোহানা। 'তারপর সবাইকে চা দিতে সাহায্য করো আমাকে, হাত বলতে যদি অবশিষ্ট কিছু থাকে।'

'মিথ্যে অপবাদ,' ভারী গলায় বললেন মারভিন লংফেলো। কথা বলার সময় বিস্ময় ও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন সোহানার দিকে, উত্তরে অভয়দানের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সোহানা, মেয়েটার ওপর নজর রাখার ইঙ্গিত করল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন মারভিন লংফেলো, ট্রলিতে রাখা কাপ, প্লেট, পিরিচ, চামচ ইত্যাদির ওপর হালকাভাবে আঙুল বোলাচ্ছে জেনি, মৃদু শ্বাস টেনে গন্ধ নিচ্ছে। 'পনির। স্ট্রবেরি জ্যাম,' তার গলায় তৃপ্তি। 'কে ঢালবে?'

পরিবেশে কোন রকম আড়ষ্টতা থাকল না, সবাই সহজ সুরে কথা বলছে। মারভিন লংফেলোর প্রশ্নের উত্তরে সোহানা জানাল, 'হ্যাঁ, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে রানা। তবে ওর সঙ্গে আমি কথা বলব না।'

'কেন? কেন?' জানতে চাইল আশরাফ।

'এবার আমার জন্যে কোন উপহার আনেনি ও। যখনই ছুটিতে কোথাও যায়, কিছু না কিছু একটা আনে। কিন্তু পানামা থেকে কিছুই আনেনি।'

'লোভী মেয়ে,' সহাস্যে বলল আশরাফ। 'পানামায় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল রানা। কি ধরনের উপহার আশা করছিলে তুমি?'

'মোটেও লোভী নই,' প্রতিবাদ জানাল সোহানা। 'রানার উপহার আমার ভাল লাগে। কি আশা করছিলাম, বলতে পারব না। কখনোই খুব দামী কিছু আনে না রানা। তবে যখনই যা এনেছে, সেটা বিশেষ ধরনের একটা কিছু।'

'আইভরি স্টক সহ উইলিয়ামসন ডেরিঞ্জার জোড়াকে আমি অমূল্য রতন বলতে পারি,' মন্তব্য করলেন মারভিন লংফেলো।

মুখ হাঁড়ি করল আশরাফ। 'গানস।'

'অ্যান্টিকস।' হাতের কাপটা নামিয়ে রাখল সোহানা। 'ভারি সুন্দর জিনিস ওগুলো। গতবার এনেছিল প্রাচীন মুদ্রা দিয়ে বানানো ছ'টা বোতাম।'

'কই, আমি তো দেখিনি!' বলল আশরাফ।

'কোভেন্ট গার্ডেনের ব্যালে অনুষ্ঠানে নাচতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে রানা, ওই বোতাম লাগানো একটা হলুদ ড্রেস পরেছিলাম আমি। বোতামগুলো দেখে অনেকেরই চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। তুমি যদি কোনদিন ওখানে আমাকে নাচতে নিয়ে যাও, ড্রেসটা আবার একবার পরতে পারি...।'

হঠাৎ থেমে গেল সোহানা। কাতর একটা শব্দ করে এক হাতে কপালটা চেপে ধরল আশরাফ। বলল, 'আশ্চর্য! ফ্রিজের ওপর শেলফে রেখেছি ওটা। তুমি দেখোনি?'

'কি দেখব?'

'ছোট একটা পার্সেল। রানার হাতে ঠিকানা লেখা। আজ সকালে তুমি গ্রামে গিয়েছিলে, পোস্টম্যান দিয়ে গেল।' হঠাৎ আশরাফের গলায় রাগের আভাস পাওয়া গেল। 'কানাডিয়ান মেয়েটা কোন কম্মেরই নয়। আমাকে মনে করিয়ে দিতে পারত!'

প্রায় লাফিয়ে উঠল জেনি। 'বারে, আমাকে দুষছ কেন! আমাকে তো তুমি বলোইনি!'

'তোমার জানতে চাওয়া উচিত ছিল! থাক-থাক, এ নিয়ে আর ঝগড়া করতে চাই না।' চেয়ার ছেড়ে কিচেনের দিকে চলে গেল আশরাফ। একটু পরই একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল সে, আকারে সিগার বক্সের মত। সোহানার হাতে ধরিয়ে দিল সেটা। 'কোন স্ট্যাম্প ছিল না। পোস্ট খরচা আমাকে মেটাতে হয়েছে।'

'স্ট্যাম্প না থাকলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় পার্সেল পৌছুবে।' প্যাকেট খুলে একটা টিনের বাক্স বের করল সোহানা, বাক্স খুলে ভেতরে তাকিয়ে থাকল। ওর চেহারায় এমন একটা ভাব ফুটে উঠল, আশরাফ বা মারভিন লংফেলো আগে কখনও দেখেননি।

কারও মুখে কথা নেই। মনে হলো যেন এক যুগ পর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সোহানা, জানালার পাশে ফেলা ওক কাঠের তৈরি সাইডটেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, তারপর অত্যন্ত সাবধানে বাক্সটা থেকে কি যেন একটা বের করে ছড়িয়ে দিল টেবিলের ওপর।

মারভিন লংফেলো দাঁড়ালেন। আশরাফ ধরল জেনির হাত। সবাই ওরা টেবিলের চারপাশে ভিড় করল। চৌকো ও কালো মখমলের ওপর মুক্তোর একটা নেকলেস পড়ে রয়েছে। নেকলেসটা হাত দিয়ে সিধে করল সোহানা, তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে, চেহারা থেকে অদ্ভুত একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে বেরুচ্ছে।

জেনিকে ফিসফিস করে বলল আশরাফ, 'মুক্তো। নেকলেস। অপূর্ব।' তারপর, সোহানাকে, 'সন্দেহ নেই, বিশেষ ধরনের একটা কিছুই—তবে এটা যদি দামী কিছু না হয় তো আমি হলাম গিয়ে বাংলাদেশের রানী।'

মারভিন লংফেলো দম আটকে রেখেছেন। সব মিলিয়ে সাঁইত্রিশটা মুক্তো। মাঝখানের মুক্তোটার ওজন হবে কম করেও একশো গ্রেন, বাকিগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে, সবচেয়ে ছোটটার ওজন হবে পঁচিশ গ্রেন। ছোট কজাটা বসানো হয়েছে রূপোর মঞ্চের ওপর, চারদিকে একগুচ্ছ খুদে মুক্তো। পুরো নেকলেসটা ঝলমল করছে। সাধারণ দেখতে, কিন্তু অপূর্ব সুন্দর। মুক্তোগুলো সাজানোর ভঙ্গিটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। রঙের এমন বাহার সহজে দেখা যায় না। হঠাৎ হাততালি দেয়ার প্রবল একটা ঝোঁক চাপল মারভিন লংফেলোর, কারণ তিনি যা লক্ষ করেছেন আর কারও চোখে তা ধরা পড়েনি। 'আশ্চর্য তো! দেখছেন, প্রায় সব

রঙের মুক্তো রয়েছে ওটায়। গোলাপী, স্বচ্ছ নীল, ক্রীম, দুধসাদা, কালো…মাই গড!' দম নিয়ে আবার বললেন তিনি, 'মন্তব্যটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয়ে যাবে, তবু না করে পারছি না। আমার ধারণা, লন্ডনের বাজারে আপনার এই নেকলেসটা সত্তর হাজার পাউন্ডে বিক্রি করা কোন সমস্যাই নয়।'

নিঃশব্দে সোহানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল আশরাফ, ইঙ্গিতে জেনিকে দেখাল, বলল, 'মে আই?' অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। নেকলেসটা তুলে নিয়ে জেনির হাতে গুঁজে দিল আশরাফ। 'অনুভব করো, জেনি।'

মারভিন লংফেলো বললেন, 'রানা এটা পানামা থেকে কিনেছেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

নেকলেসটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে জেনি, সেদিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'এটা,' বলল জেনি। 'হ্যাঁ, এটা। ওই লোকগুলোর হাত থেকে আমাকে যেদিন উদ্ধার করল রানা, সেদিনই পায় এটা।'

'পায়?' হতভম্ব দেখাল আশরাফকে।

এই প্রথম কথা বলল সোহানা, অনিশ্চিত সুরে, 'হ্যাঁ…এতদিনে আমি বুঝতে পারছি গত সাত বছর ধরে হঠাৎ করে কেন উধাও হয়ে যেত রানা। এরকম রঙ মেলানো মুক্তো কোথাও তুমি পাবে না, আশরাফ। এরকম আগে কেউ কখনও দেখোনি তোমরা। কারণ হলো, দুনিয়ার বিভিন্ন পার্ল-বেড থেকে এসেছে ওগুলো।' আশরাফের দিক থেকে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল সে। 'ওগুলো রানা কেনেনি। ডুব দিয়ে সাগর থেকে তুলে এনেছে।'

শান্ত গলায় মারভিন লংফেলো উচ্চারণ করলেন, 'গড অলমাইটি!' তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন নিজেই, 'তারমানে ওগুলো বাছাই করা মুক্তো। রঙ মেলানো মুক্তোর একটা নেকলেস তৈরি করতে হলে কয়েক হাজার মুক্তো দরকার।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা, যেন জোর করে কথা বলছে সে। 'আর প্রতিটি ঝিনুকেই মুক্তো থাকে না। প্রতি একশো ঝিনুকেও একটা মুক্তো পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।' হাত বাড়াল সে, আলতোভাবে জেনির হাত থেকে তুলে নিয়ে কালো মখমলের ওপর রাখল আবার। 'এ-ব্যাপারে আমার ধারণা আছে, কাজেই আমাকে বলতে দাও। ভাল একজন ডাইভার একদিনে খুব বেশি হলে দু'শো মুক্তো তুলতে পারে। তারমানে এই নেকলেসটা বানাতে তোমার দরকার হবে…এই ধরো, তুমি যদি ভাগ্যবান হও, পঞ্চাশ হাজার ঝিনুক। তবে যদি তুমি দক্ষ হও বা কোন দুর্ঘটনায় না পড়। বেন্ড-এর শিকার হতে পার, কিংবা হয়তো কাছে চলে আসার আগে হাঙরটাকে দেখতে পেলে না।' মাঝখানের মুক্তোটাকে বাদ দিয়ে দু'পাশের দুটোয় আঙুল বুলাল সোহানা। 'এগুলো ওরিয়েন্টাল, পারশিয়ান গালফ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে; স্বচ্ছ ইস্পাতের মত নীলচে, এগুলো মাদ্রাজ থেকে; তারপর শ্রীলংকা, পানামা, শার্ক বে ও ফিলিপাইন; বাকিগুলোর খবর আমার জানা নেই। কালো দুটো বোধহয় তাহিতি থেকে এনেছে রানা।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

'সাত বছরে ন'মাস শুধু এই কাজেই ব্যয় করেছে রানা,' নিস্তব্ধতা ভাঙল

আশরাফ, তার হাসিতে অবিশ্বাসের সুর।

সোহানার হাতে হাত রেখে জেনি বলল, 'রানা যেন এসে দেখে ওটা তুমি পরে আছ। বলো, কিসের সঙ্গে পরবে তুমি ওটা?'

আশরাফ বলল, 'জাম্পারটা হবে হলুদ, যেটা পরতে দেখলে আমাদের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে। যাও, সোহানা, কালো ড্রেসটা পরো তুমি, যেটার গলা গোল।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সোহানা বলল, 'হ্যাঁ…ঠিক আছে।'

'দোহাই লাগে, এবার একটু হাসো তুমি, সোহানা!' বলল আশরাফ। 'স্বীকার করি, হতভম্ব হবার কারণ আছে। আমার নিজেরই সেরকম লাগছে। তবে যে মেয়ে সত্তর লাখ পাউন্ড দামের মুক্তো পরার সুযোগ পেয়েছে তার মুখে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করা বিড়ালের নিঃশব্দ হাসি থাকা উচিত। তোমার উইন্ডস্ক্রীনের স্টিকারের চেয়ে ভাল এটা, তাই না?'

ভুরুতে একটা হাত ঘষল সোহানা। 'আমি জানি, আশরাফ। আমি জানি। কিন্তু ভাবছি রানাকে আমি এ-ধরনের একটা জিনিসের জন্যে ধন্যবাদ জানাব কিভাবে?'

আশরাফ এই প্রথম সোহানাকে কোন ব্যাপারে অনিশ্চয়তায় ভুগতে দেখল। অদ্ভুত একটা সন্তোষ বোধ করল সে। মারভিন লংফেলোর চোখের পাতা সামান্য কেঁপে ওঠায় সে বুঝল, তাঁরও একই অনুভূতি হচ্ছে। হাসল সে, খুশি ভরা গলায় বলল, 'তুমি ওটা পরে ওর সামনে দাঁড়ালেই ধন্যবাদ জানানো হবে। তারপর না হয় বলো, অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেয়া উচিত নয়। তারপরও যদি তোমার মনে হয় ধন্যবাদ জানানো হয়নি, কেঁদে ফেলো। রানা বুঝে নেবে, এটা তোমার আনন্দের কান্না। এবার যাও, কালো ড্রেসটা পরে এসো।'

নয়

বাগানে বসে দ্বিতীয় কাপ চা খাচ্ছেন মারভিন লংফেলো, পাশে বসে আছে আশরাফ, কটেজ থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে ঢুকল সোহানা ও জেনি। আশরাফের ভাষায় কালো ড্রেসটাই পরেছে সোহানা, তবে আসলে ওটা চারকোল গ্রে। সরু, মেদহীন গলায় মুক্তোগুলোকে দেখে সন্তুষ্টচিত্তে নিঃশ্বাস ফেললেন মারভিন লংফেলো।

রানা এখনও আসেনি।

'গাছপালা আর বাড়ির মাঝখানের ওই জায়গাটায় আমরা একটা পুকুর কাটতে চাই,' বলল সোহানা। 'কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।' জেনি বসার পর সে-ও তার পাশে একটা খালি চেয়ারে বসল। 'লোকাল কাউন্সিল অফিসে আগুন লেগেছিল, ফলে সমস্ত রেকর্ড পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গ্যাস পাইপ, পানির পাইপ, ইলেকট্রিক কেবল, সুয়ারেজ লাইন ইত্যাদি কোথায় কি আছে বিস্তারিত

জানা যাচ্ছে না।'

'কি করবে বলে ভেবেছ?' জানতে চাইল আশরাফ।

'কিছু না জেনে মাটি খুঁড়তে পারি না। ভাবছি কোন ধরনের ডিটেক্টর সাহায্য করতে পারবে কিনা।'

আশরাফ অনুভব করল, হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল জেনি। তার দিকে তাকাল সে। চেহারা দেখে মনে হলো, যেন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুল মেয়েটা। পেশীতে ঢিল দিল সে, তারপর বলল, 'কাজটা আমাকে দাও, সোহানা। আমি করে দেব। গ্যারেজে তার-টার কিছু আছে? গালভানাইজড ওয়্যার হলে ভাল হয়।'

তাড়াতাড়ি জেনির দিকে তাকাল সোহানা। 'মানে? কি বলতে চাও, জেনি?'

'আমি তো এই কাজই করি। পাইপ ইত্যাদি খুঁজে বের করি।'

'মি. লংফেলোর সঙ্গে গল্প করো তুমি। আশরাফ, চলো দেখি কিছু পাই কিনা।'

গ্যারেজের ভেতর তিনটে গাড়ি রয়েছে, ভেতরে ঢুকে সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'কোন ধরনের ডাউজিং? ওয়াটার ডিভাইনিং?'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'আ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল কাইন্ড। বিষয়টার ওপর অনেক আগেই পড়াশোনা শুরু করা উচিত ছিল আমার। এই একটা রহস্য, যেটা নিয়ে প্রায় কোন রিসার্চ হয়নি বললেই চলে।'

'জেনি সাইকিক?'

হেসে উঠল আশরাফ। 'এর জন্যে সাইকিক হবার দরকার নেই, সেজন্যেই ব্যাপারটা আমাদের মত অল্প জ্ঞানী লোকের কাছে দুর্বোধ্য। মজার ব্যাপার হলো, সাইকিক ক্ষমতা নেই এমন বহু লোক পাইপ-লোকেটর হিসেবে বিভিন্ন মাত্রায় সাফল্য অর্জন করে। পরীক্ষা করে দেখলে হয়তো জানা যাবে তোমার ভেতরও এই গুণটা আছে।'

'সবারই থাকে?'

'সেরকমই ধারণা করা হয়।' গ্যারেজের চারদিকে চোখ বুলাল আশরাফ। এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। বড় একটা পেরেকের সঙ্গে ফাইভ-গেজ গালভানাইজড স্টীল ওয়্যারের একটা কয়েল ঝুলছে। 'মিশিগানে একটা কোম্পানি পাইপ-লোকেটর তৈরি করে। বুদ্ধিমান এঞ্জিনিয়াররা কাজে লাগায় তাদের। আমার ধারণা, এ-বিষয়ে দুর্লভ কোন বৈশিষ্ট্য আছে জেনির। দেখো তো, কোথাও একটা প্লায়ার্স আছে কিনা।'

গ্যারেজের একপাশে ওঅর্কশপ, একটা বেঞ্চের ওপর থেকে প্লায়ার্স নিয়ে ফিরে এল সোহানা। কয়েল থেকে দু'টুকরো তার কাটল আশরাফ, প্রতিটি এক ফুটের চেয়ে একটু বেশি লম্বা।

'তুমি ওয়াটার ডিভাইনিং-এর কথা বলছিলে,' বলল আশরাফ, 'কিন্তু পাইপে পানি থাক বা না থাক, সেটা কোন ব্যাপার না। মিশিগানের ওয়াটার সাপ্লাই ডিভিশন ওদেরকে কাস্ট-আয়রন পাইপ, ক্লে-টাইল ড্রেন, ব্রিক ইনটেক খুঁজে বের করার কাজে ব্যবহার করে। ভিজে হোক বা শুকনো। অন্যান্য কোম্পানি ওদেরকে দিয়ে চিহ্নিত করায় গ্যাস পাইপ বা ইলেকট্রিক পাইপ।'

'বলছ পড়াশোনা নেই, অথচ দেখছি অনেক কিছুই জানো।'

'একে জানা বলে না। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর যুক্তি হলো, বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যায় না, কাজেই এটার সাহায্যে কোন কাজও হয় না। কিন্তু এঞ্জিনিয়াররা এদের সাহায্য নিয়ে অনেক জায়গায় কাজ করছে, বিশেষ করে আমেরিকায়। তাদের সাফল্যের দাবিও কম জোরাল নয়।' তারের টুকরো দুটো সিধে করল আশরাফ, তারপর দুটোকেই ডান দিকে বাঁকা করল; একটা তারের বাহু হলো দুটো, একটার চেয়ে অপরটা বেশি লম্বা।

সোহানা জানতে চাইল, 'শতকরা কত ভাগ সফল হয়?'

'হিসাবটা আমার জানা নেই,' বলল আশরাফ। 'তবে জানি কনেকটিকাট-এর মিডফোর্ড ওয়াটার ওঅর্কস গত পনেরো বছর ধরে পাইপ-লোকেটরদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে। তামার ওই টিউবটা তোমার কোন কাজে আসবে?'

'না। কেন?'

'জেনিকে অবাক করে দেব। হ্যাকস' আছে?'

আধ ইঞ্চি চওড়া তামার টিউবটাকে কেটে দুটো টুকরো করল আশরাফ, প্রতিটি চার ইঞ্চি লম্বা। 'শুনেছি,' বলল সে, 'কোট-হ্যাঙ্গার-এর তার দিয়েও নাকি এই কাজ করে লোকে—শুধু তাই নয়, কাজটা করে ম্যাপের ওপর, মাটিতে নয়।'

'কি!'

'অবশ্য সেগুলো বেশ পুরানো ম্যাপ। এখানে অবশ্য সাইকিক ক্ষমতা অবশ্যই দরকার।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আশরাফ। 'খুব তাড়াতাড়ি এ-বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করব আমি। জেনি আমার এক্সপেরিমেন্টে সাহায্য করতে পারে।' ভুরু জোড়া হঠাৎ কুঁচকে উঠল তার। 'আশ্চর্য, নিজের এই গুণ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেনি জেনি!'

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তুমি যে অতীন্দ্রিয় ব্যাপারস্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও, সহজে কথাটা জানাও কাউকে?'

বাঁকা তারের প্রতিটি ছোট বাহু তামার টিউবে ঢুকিয়ে দিল আশরাফ। 'ও, মানুষ হাসতে পারে এই ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি।' দু'হাতে দুটো তামার টিউব ধরল সে, ফলে তারের বাকি দুটো বাহু সোহানার দিকে পিস্তলের মত তাক করা অবস্থায় থাকল। চলো এবার।'

বাগানে ওরা ঢুকতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জেনি। 'তোমরা যদি কোন তার না পাও, একটা কোট-হ্যাঙ্গার হলেও চলবে।'

ঠোঁট-টেপা হাসি নিয়ে সোহানার দিকে তাকাল আশরাফ। 'এইমাত্র আমিও তাই বলছিলাম, জেনি। তবে তার চেয়ে ভাল জিনিস পেয়েছি আমরা। নাও।'

টিউব অর্থাৎ হাতল দুটো জেনির হাতে ধরিয়ে দিল আশরাফ। ধরার পর জেনির চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। 'এগুলো তো প্রপার লোকেটর। তুমি জানলে কিভাবে?'

'দুনিয়ার সেরা সাইকিক ইনভেস্টিগেটরদের একজন ও,' বলল সোহানা। 'সেজন্যেই জানে।'

'আশরাফ! আমাকে তুমি বলোনি!'

'তুমিও তো আমাকে বলোনি। দু'জনেই জানি কেন। তবে তোমার বন্ধুরা এখানে সবাই সহানুভূতিশীল। কেউ ভাববে না লাকিং অ্যাকাডেমি থেকে তুমি পালিয়ে এসেছ।'

'বেশ, খুশি হলাম।' জেনির চেহারা থেকে অস্বস্তির ছায়া সরে গেল, মৃদু হাসল সে। 'কয়েকটা খুঁটি আর খানিকটা রশি আনো, আশরাফ। খুব বেশিক্ষণ লাগবে না।'

দু'মিনিট পর কটেজের পশ্চিম দিকের ঘাস মোড়া মাঠে এসে দাঁড়াল ওরা সবাই।

'আরও আধ ঘণ্টা আগেই বিদায় নেয়া উচিত ছিল আমার,' বিড়বিড় করে সোহানাকে বললেন মারভিন লংফেলো। 'কিন্তু মি. রানার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। তাছাড়া, জাদু দেখার লোভটাও সামলাতে পারছি না। আপনার কি ধারণা, সত্যিই কাজ হবে?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'জেনির অন্তত কোন সন্দেহ নেই।'

'বাড়ি আর গ্রামের মাঝখানে একটা রেখা কল্পনা করো, তারপর সেই রেখার ডান দিকে মুখ করিয়ে দাও আমাকে,' আশরাফকে বলল জেনি। 'অপর দিকটা ক্রস-চেক করব পরে।'

পিস্তল ধরার ভঙ্গিতে লোকেটর দুটো দু'হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেনি, তারগুলো সামনের দিকে তাক করা। ঘাস মাড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল সে।

ছ'পা এগিয়েছে, টিউবের ভেতর সাবলীলভাবে তার দুটো ঘুরে গেল, মুখ করল পরস্পরের উল্টোদিকে। ক্ষীণ শব্দটুকু নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে জেনি, কারণ বলল, 'দুটো খুঁটি পুঁতে একটা রেখা তৈরি করো, আশরাফ। দুটো দিকই পরে আবার একবার চেক করব। এটাকে পুরানো পাকা নর্দমার ধ্বংসস্তূপ হিসেবে লিখে রাখো। গভীরতা ছ'ফুট।'

তারগুলো কোন দিকে তাক করা আছে দেখে নিল আশরাফ, তারপর মাটিতে একটা খুঁটি গাড়ল। 'কি করে জানলে পাকা নর্দমার ধ্বংসস্তূপ?' জানতে চাইল সে।

'কারণ এখন আমি ওগুলোই খুঁজছি। পরে গ্যাস, ওয়াটার আর ইলেকট্রিসিটি লাইন খুঁজব।'

'গভীরতা জানলে কিভাবে?'

'জানি। কথা না বলে খুঁটি গাড়ো।'

জেনির আরেক দিকে চলে এল আশরাফ, দ্বিতীয় খুঁটিটা গাড়ল, বলল, 'হয়েছে।'

লোকেটর দুটো কাত করল জেনি, ফলে আলগাভাবে আবার সামনের দিকে চলে এল তার দুটো। আবার এগোল সে।

পরবর্তী পনেরো মিনিট কয়েকবারই ঘুরে গেল তারগুলো। প্রথমে মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল জেনি, তারপর দু'পাশ দিয়ে। সুয়্যার পাওয়া গেল, এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত লম্বা পানির পাইপ পাওয়া গেল, একপ্রান্তের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে রয়েছে গ্যাস পাইপ। তবে কোথাও কোন ইলেকট্রিক কেবল

নেই।

লোকেটর দুটো আশরাফের হাতে ধরিয়ে দিয়ে খালি তালু দুটো পরস্পরের সাথে ঘষল জেনি।

'গভীরতা জানলে কিভাবে?' আবার জানতে চাইল আশরাফ।

'আমি অনুভব করতে পারি। যা খুঁজছি তা সারফেসের কাছাকাছি থাকলে আমার হাত শিরশির করে, মাত্রার ওপর নির্ভর করে কতটা গভীরে আছে।'

'আর এটাই তোমার কাজ? পেশা?'

'হ্যাঁ। আসলে আমি টাইপিস্ট নই। এই কাজে বেতন অনেক বেশি। সোহানা, এক গ্লাস পানি খেতে পারি আমি? এই কাজটা শেষ করলে আমার খুব তেষ্টা পায়, অসুস্থ বোধ করি।'

'পানি কেন, পুরো এক কেস বিয়ার খাওয়াব তোমাকে, জেনি,' বলল সোহানা। 'ধন্যবাদ, ভাই। পুকুরটা গাছপালার দিকে সরিয়ে নিতে হবে খানিকটা, তাহলে আর সুয়্যার ও গ্যাস পাইপের কোন ক্ষতি হবে না। তারমানে পানির পাইপগুলোকে নতুন করে বসাতে হবে। এমনিতেও নতুন পাইপ লাগত, পুকুরে ভাল পানি আনার জন্যে।'

মাথাটা একদিকে কাত করল জেনি, বলল, 'একটা গাড়ি আসছে।'

এক মিনিট পর পাহাড়ের কাঁধে রানার টয়োটা দেখা গেল, বাঁক ঘুরে কটেজের পথ ধরল সেটা। 'হ্যাঁ, রানা,' বলল সোহানা। জেনির মুখে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল, মনে হলো কেঁদে ফেলবে, তারপর অদৃশ্য হলো সেগুলো, আনন্দের আভা ফুটে উঠল চেহারায়।

আশরাফকে সোহানা বলল, 'ওকে নিয়ে যাবে তুমি, আশরাফ? রানার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে দিয়ো, তারপর কিছু খাইয়ো ওকে। মি. লংফেলো বিদায় নেয়ার আগে রানার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা।'

'অনুপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি লাগছে। তোমাদের বিজনেস কনফারেন্স আমার হার্টবিট বাড়িয়ে দেয়। চলো, জেনি। রানার কান কামড়াবার জন্যে ষাট সেকেন্ড সময় পাবে তুমি।'

মারভিন লংফেলোকে নিয়ে কটেজের সামনে পৌঁছুল সোহানা, দূর থেকেই দেখা গেল ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। ওর দিকে ছুটে গেল সোহানা, ইচ্ছে করেই খানিকটা পিছিয়ে পড়লেন মারভিন লংফেলো। দেখলেন, রানা ও সোহানা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল না, একজন আরেকজনের কাঁধে হাত রেখে হাসল শুধু। তারপর এক পা পিছিয়ে এসে রানার হাতটা ধরল সোহানা, জ্যাকেটের আস্তিন সরিয়ে কব্জিটা পরীক্ষা করল। ক্ষতটা প্রায় শুকিয়ে গেছে। হাতটা ছেড়ে দিল সোহানা, অপর হাতটা তুলে মুক্তোগুলো নাড়াচাড়া করল, বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে বললে না তো?'

'ও, ওগুলো।' সোহানার চোখে তাকিয়ে আছে রানা। 'সামনে তুমি থাকলে আর কিছু আমি দেখতে পাই না। হ্যাঁ, ভাল দেখাচ্ছে, তবে শুধু তোমার গলায় রয়েছে বলে।'

তারপর দু'জনেই ওরা মারভিন লংফেলোর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'হ্যালো, মি. রানা?' এগিয়ে এলেন বিএসএস চীফ।

'হ্যালো, স্যার। জেনির ব্যাপারে আশরাফ কি যেন বলে গেল, ঠিক বুঝলাম না,' ওদের দু'জনের দিকেই পালা করে তাকাল রানা। জেনির অসাধারণ গুণটা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করল সোহানা।

চিবুকে আঙুল ঘষছে রানা। 'সন্দেহ নেই, আশরাফের সাবজেক্ট। আমি জানতাম, কি যেন একটা গোপন করে রাখছে মেয়েটা। তোমার ধারণা, এই কারণেই পেনিফিদার ধরতে চাইছে ওকে?'

মারভিন লংফেলো বললেন, 'পেনিফিদার পাইপ খুঁজবে কেন?'

'শুধু যে পাইপ তা তো নয়,' বলল সোহানা। 'আশরাফের ধারণা এই গুণটির দ্বারা আরও অনেক কিছু খুঁজে বের করা সম্ভব।'

'যেমন?'

'এখনও আমি জানি না। এই কারণেই যে পেনিফিদার তাকে ধরতে চাইছে, জেনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। মুশকিল হলো, এ-ব্যাপারে কথা বলতে লজ্জা পায় সে। সব কথা খুলে বললে হয়তো দু'একটা ক্লু পাওয়া যাবে। আমাদের আরও জানতে হবে, কোথায় কি করছে পেনিফিদার। তুমি কিছু জানতে পেরেছ, রানা?'

'আন্ডারগ্রাউন্ডের পুরানো কনট্যাক্টদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের অনেককেই বিশ্বাস করা যায় না। না, এখনও কিছু জানতে পারিনি। সিকিউরিটির ব্যাপারে কোথাও কোন ফাঁক রাখেনি পেনিফিদার।'

'আমি আমার কয়েকজন ইনফরমারকে এদিক-ওদিক পাঠিয়েছি, পেনিফিদারের কোন খবর পেলে জানাব,' বললেন মারভিন লংফেলো।

'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো।'

'আপনারাও আমাকে জানাবেন সব, যখন যা জানতে পারবেন,' সোহানার দিকে ফিরলেন বিএসএস চীফ। 'ড. জিমসনের ব্যাপারটা ভুলে যান। এ-ব্যাপারে মি. রানাকে আপনি কিছু বলেছেন?'

'সময় পেলাম কোথায়? যাই হোক, আপাতত ভুলেই থাকব। তবে ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না।'

'মাই ডিয়ার,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মারভিন লংফেলো, 'মাথার ওপর হাজারটা সমস্যা থাকলে এভাবে অ্যাডজাস্ট না করে উপায় কি।'

গজ সরিয়ে চাল দিল জেনি, বলল, 'চেক।'

আশরাফ বলল, 'দুঃখিত, চেক হয়নি। নিজের বড়েটার কথা ভুলে গেছ তুমি।'

'ধ্যাত!' নিজেকে ভেঙচে গজটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল জেনি, তারপর পকেট দাবার ছকের ওপর দ্রুত হাত বুলাল, ওটা তার হাঁটুর ওপর রয়েছে, বড় ছকটার মতই সাজানো। ঘুঁটিগুলো কোথায় আছে ভুলে গেলে এটার সাহায্য নেয় সে।

ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে। ওপরতলায় রয়েছে রানা, শেষ বারের মত পরীক্ষা

করে দেখতে গেছে আলট্রাসোনিক ও ইনফ্রারেড সিকিউরিটি সিস্টেম ঠিকমত কাজ করছে কিনা। সোহানার সঙ্গে ইতিমধ্যে জেনির নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে ওর। দু'জনেরই ধারণা, এখানে জেনির কোন বিপদ হবার ভয় নেই। পুলিস ও ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলছে, পেনিফিদার ইংল্যান্ডে আসেনি।

আশরাফ ও জেনির সঙ্গে লিভিংরুমে বসে রয়েছে সোহানা, কামরার আরেক প্রান্তে রেডিওগ্রাম থেকে সুচিত্রা মিত্রের ক্ষীণ কণ্ঠ বেরিয়ে আসছে। তন্ময় হয়ে শুনছে সোহানা; ওর ধারণা, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর-মাধুর্য সুচিত্রা মিত্রের গলায় যেন নতুন একটা মাত্রা এনে দেয়।

নিচে নেমে এল রানা, গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কিভাবে যেন ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল সোহানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, তারপর আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এক মিনিট পর রানার হাতে এক কাপ ধূমায়িত কফি ধরিয়ে দিল ও।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল। পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও, একটা হাতের কনুই রয়েছে ম্যান্টেল শেলফ-এর ওপর, সেই হাতেই মারভিন লংফেলোর রেখে যাওয়া আইডেনটিকিট ছবিটা ধরে রেখেছে।

সোহানা দেখল, হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল রানার চোয়াল দুটো। চোখে অবিশ্বাস, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। শুধু যে অবিশ্বাস তা নয়, ওর চোখে আরও কি যেন একটা রয়েছে, ঠিক চিনতে পারল না সোহানা। ভাবল, ভয়?

রানার আড়ষ্ট ভাবটুকু লক্ষ করেছে আশরাফও। কেউ কোন কথা বলছে না দেখে সজাগ হয়ে উঠেছে জেনিও।

নিস্তব্ধতা ভাঙল জেনিই, 'কি ব্যাপার?'

একটা হাত বাড়িয়ে জেনির কাঁধে মৃদু চাপ দিল। 'অপেক্ষা করো,' ফিসফিস করল সে।

মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল রানা, উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল, 'কোত্থেকে এল এটা?'

'মি. লংফেলো রেখে গেছেন। ড. জিমসনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমরা, তাঁর বাড়ির সামনে ভদ্রলোককে দেখি...কেন, তুমি চেনো?'

ম্যান্টেল শেলফে ছবিটা সাবধানে রেখে দিল রানা, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। 'হ্যাঁ। চিনি ওকে। কিন্তু সে আজ দশ বছর আগের কথা। আমি ভেবেছিলাম মারা গেছে।'

রানার হাত ধরে আর্মচেয়ারের দিকে এগোল সোহানা, ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও একটা হাতলের ওপর বসল। 'না, মারা যায়নি,' বলল ও। 'আমরা তাকে দেখেছি। যেদিন তুমি পানামা থেকে কথা বললে রেডিওতে। কি জানো তুমি ওর সম্পর্কে, রানা?'

পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল রানা, তাড়াতাড়ি ধরাল। পর পর কয়েকটা টান দিয়ে তাকিয়ে থাকল সিগারেটের লাল প্রান্তটার দিকে। 'তোমার মনে আছে, সোহানা, উরুগুয়ে সরকারের অনুরোধে বস একবার আমাকে

পাঠিয়েছিলেন ওখানে? একটা টেররিস্ট গ্রুপ ভাড়াটে যোদ্ধাদের সাহায্যে রাজধানীর আশপাশে লুঠপাট, খুন-খারাবি করছিল—পুলিস বা সেনাবাহিনী আসছে দেখলে পাহাড়ে পালিয়ে যেত। বস্ আমাকে নির্দেশ দেন, গ্রুপটার ভেতর ঢুকতে হবে, ওদের লীডারকে ধরে পুলিসের হাতে তুলে দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, অনেক বছর আগের কথা, তবু খানিকটা মনে আছে।'

'একটা প্রাইভেট প্লেন নিয়ে ওদের ঘাঁটিতে যাই আমি,' বলে চলেছে রানা। 'লোক মারফত আগেই ওদেরকে জানিয়েছিলাম আমার কাছে প্রচুর আর্মস আছে, বিক্রি করতে চাই। ওখানেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয় আমার, টেররিস্ট লীডারের ডান হাত হিসেবে কাজ করছিল। তাকেই সবাই বস্ হিসেবে মানত, এমনকি লীডারও তাকে সম্বোধন করত বস্ বলে। গড, হি ইজ রিয়েল ব্যাড, সোহানা। ব্যাড অ্যান্ড লাকি। উদ্ভট পাগলামি আছে তার মধ্যে, অবিশ্বাস্য ঝুঁকি নিয়ে অসম্ভব সব কাজ করে, কিন্তু কখনও বিপদে পড়ে না। উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা বলে কিছু নেই তার।'

'পেশাদার খুনী?' জানতে চাইল সোহানা।

'পুরোপুরি অ্যাবনরমাল একটা মানুষ। শুধু শরীরটা নয়, ভেতরটাও। এ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, সোহানা। কোন হিসাবের মধ্যে পড়ে না সে। তাকে তুমি কোন ছকের ভেতর ফেলতে পারবে না। আমি শুধু তার বৈশিষ্ট্য বা অভ্যেস সম্পর্কে বলতে পারি তোমাকে। রোজ চার-পাঁচ বোতল হুইস্কি খেতে পারে, ধরো এক মাস ধরে প্রতিদিন, কিন্তু মাতাল হবে না। তারপর হঠাৎ একদিন খাওয়া বন্ধ করল, বেশ কিছুদিন আর ছুঁলই না। যে পরিমাণ হেরোইন একবারে খায়, তার অর্ধেক খেলে আমরা চারজন মারা যাব...।'

'হেরোইন?'

'অথচ নেশা হয় না তার, অসুস্থও হয় না। ড্রাগস নেয়, কিন্তু অ্যাডিক্টেড নয়। এর মানে হল, নিজের ওপর টোটাল কন্ট্রোল আছে তার। গণ্ডারের মত কাঠামো, অথচ চিতার মত ক্ষিপ্র তার নড়াচড়া।' রানার চোখ আধবোজা হয়ে আছে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেকে বাধ্য করছে অতীতে ফিরে যেতে। 'শক্তিশালী...' বিড়বিড় করে বলল ও। 'বলা হয় মানুষের চেয়ে বারো গুণ বেশি শক্তি রাখে একটা গরিলা। আমার ধারণা, যে-কোন মানুষের চেয়ে অন্তত ছ'গুণ বেশি শক্তি রাখে সে। অ্যাবনরমালি স্ট্রং।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা, তারপর সোহানার দিকে তাকাল। 'তাকে আমি খুন করতে দেখেছি, সোহানা। কোন কারণ ছাড়াই, শুধু মজা করার জন্যে। হঠাৎ মেরে ফেলল, ব্যাপারটা সেরকম নয়। যাকে মারবে তাকে নিয়ে খেলবে, বুঝতে দেবে তাকে মারবে সে। শিকারকে ছেড়ে দেবে বারবার, সরে যেতে দেবে দূরে, তারপর ধাওয়া করবে। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এভাবে কষ্ট দিয়ে মারতে পারে, সে তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। লোকটার অনুভূতি বলে কিছু নেই, সারাক্ষণ হাসছে। এক লোকের সঙ্গে তার মতের অমিল হয়, ফলে মারামারি বেঁধে যায়—না, মারামারি নয়, ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ একতরফা। লোকটাকে আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে ফেলে সে।'

'মানে?'

'তিনদিন ধরে তাকে খুন করে সে। প্রথমে চোখ দুটো বের করে নেয়। তারপর শুধু ঘুসি মেরে তার একদিকের পাঁজরের সবগুলো হাড় ভেঙে ফেলে। কব্জি ভাঙে, কনুই ভাঙে, হাঁটু ভাঙে, একটা একটা করে। মাটিতে ফেলে কনুই দিয়ে হাজারটা গুঁতো মেরে লোকটার পেট বইয়ের মলাটের মত পাতলা করে ফেলে। সবচেয়ে অসহ্য ছিল তার অট্টহাসি। আরেক লোকের ঘাড়ের পিছনটা ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে সে। আধ ঘণ্টা পর মারা যায় লোকটা, ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল।'

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা। সিঁড়ির নিচে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন ড. জিমসন, দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল আশরাফ, তার গায়ের মাংস কিলবিল করে উঠল।

'লোকটার নাম কি বলো তো?' আবার রানার দিকে তাকাল সোহানা।

তিক্ত, ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'পাইথন,' বলল ও। 'মার্কাস পাইথন।'

দশ

বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে জেনি। আধ ঘণ্টা আগে তাকে 'গুডনাইট' জানাতে এসেছিল রানা, কিন্তু বসেনি।

প্যাসেজের আরেক মাথায় নিজের কামরায় শুয়ে সিগারেট ফুঁকছে আশরাফ, দরজায় শব্দ হতে মুখ তুলে তাকাল। ড্রেসিং গাউন পরে ভেতরে ঢুকল সোহানা, রঙটা যেন ঠিক অগ্নিশিখা। 'এই মুহূর্তে যদি পেনিফিদার এখানে এসে পড়ে, তোমার পিছনে গা ঢাকা দেব আমি—বলা যায় না, তোমাকে আমি জড়িয়েও ধরতে পারি,' বলল আশরাফ, হাসছে। 'তবে, চিন্তা নেই, তোমার ডান হাতটা ধরব না, যাতে তুমি গুলি করতে পারো। হাতটা লম্বা করে গুলি কোরো, তা না হলে আমার কানের ক্ষতি হবে।'

'পেনিফিদার এখুনি আসছে না। তবু বলছি, বাড়িটার সিকিউরিটি সিস্টেমে কোন খুঁত নেই। অ্যালার্ম ফিট করার সময় আলট্রাসোনিক সিস্টেমে ইনফ্রা-রেড মডিফিকেশন যোগ করেছে রানা। কটেজের দুশো গজের মধ্যে কেউ এলে বীম ব্রেক করবে তারা, সেই সঙ্গে অন হয়ে যাবে অ্যালার্ম।'

'সেই সঙ্গে আমিও খাটের তলায় লুকাব,' বলল আশরাফ। 'পেনিফিদার যদি ওই দুশো গজ বুকে হেঁটে আসে?'

'পেনিফিদার আসবে না, এলে তার ভাড়াটে কোন লোক আসতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে এলে ইস্পাতের জালে বাধা পাবে।'

তারের এই জাল বা পর্দা প্রতিটি দরজা ও জানালার পাশে কোন না কোনভাবে লুকানো আছে। ওগুলো দেখে বিস্মিত হয়েছে আশরাফ, স্বস্তিও বোধ করেছে। এখন সে জানে, স্ক্রীন অ্যালার্ম ফোন লাইনের মাধ্যমে গ্রামের পুলিস

স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত।

'বসো না। এসো, গল্প করি,' বিছানার একপাশে সরে এল আশরাফ, সোহানাকে বসার জায়গা করে দিল।

'না, আমাকে এবার যেতে হয়,' বলল সোহানা। 'আমার ধারণা, রানা আমাকে খুঁজবে।'

'তোমাকে খুঁজবে? কেন?' হাঁ হয়ে গেল আশরাফ।

'যদি বলি কেন, ভয়ে তোমার হাত-পা অবশ হয়ে যেতে পারে।' হাসতে হাসতে আশরাফের কামরা থেকে বেরিয়ে এল সোহানা।

প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে ও, রানার কামরার দরজা বন্ধ দেখল। তবে দরজার নিচে আলো দেখা যাচ্ছে। থামল সোহানা, কান পাতল। কোন শব্দ নেই। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে নক করল ও। ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল না, তবে একটু পরই দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা। ইতিমধ্যে জ্যাকেট ও টাই খুলে ফেলেছে ও, বাকি সব কাপড় পরেই আছে। দরজা বন্ধ করল ও, ওর হাত ধরে বিছানার দিকে এগোল সোহানা।

পাশাপাশি বসল ওরা। রানার হাতটা ছাড়ল না সোহানা। বলল, 'এখন এখানে কেউ নেই। আমি সবটুকু শুনতে চাই, রানা।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথার চুলে হাত চালাল রানা। 'বলব বলে আমি নিজেই যেতাম তোমার কাছে।' মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল ও। 'মার্কাস পাইথনকে আমি ভয় পাই।'

চমকে উঠল সোহানা। এ-কথা কার মুখে শুনছে ও? রানার মুখে? নিজেকে দ্রুত সামলে নিল ও। 'শুরু থেকে বলো, রানা। কোত্থেকে আরম্ভ হলো?'

'ওখানেই, উরুগুয়েতে। পরে আফ্রিকার একটা বন্দরে। দশ বছর আগের কথা, কাউকে গ্রাহ্য করতাম না। ভেবেছিলাম পাইথনকে কাবু করা আমার দ্বারা সম্ভব। আমার রিফ্লেক্স তখন এখনকার চেয়ে ভাল ছিল, জানতাম প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে কিভাবে বেসামাল করে তোলা যায়। কিন্তু পাইথনকে ছোট করে দেখে মারাত্মক ভুল করেছিলাম আমি।'

সোহানা অনুভব করল, রানার পেশী টান টান হয়ে উঠেছে। 'ব্যাপারটা ছিল একটা গরিলার সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু পাইথন যে শুধু শক্তিশালী তা নয়, তার মুভমেন্ট এত দ্রুত যে চোখে দেখা যায় না। আমি যে তাকে মারিনি বা আঘাত করিনি তাও নয়। অন্য কোন লোক হলে ছাতু হয়ে যেত, মারা যেত অনেক আগে। কিন্তু আমার জানা সব রকম মার খেয়েও বেজন্মাটা হাসতে থাকল। আমি তার একটা চুলও ছিঁড়তে পারিনি। একটা করে ঘুসি খায় আর হো হো করে হাসে। তারপর কিভাবে, কখন যেন একহাতে ধরে ফেলল আমাকে। অপর হাতটা দিয়ে ঘুসি নয়, শুধু একটা থাপ্পড় মারল। ওই একটাই। পড়ে যাবার পর নিজেকে আমার কাদার ডেলা মনে হলো।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে সোহানা।

'তার পা অসম্ভব খাটো, তোমার শরীরের মত মোটা একেকটা,'

অন্যমনস্কভাবে বলল রানা। 'লড়াইয়ের জন্যে কোন সুবিধে পাবার কথা নয়। কিন্তু লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। লাথি মেরে আমার পাঁজরগুলো ভাঙতে শুরু করল পাইথন। লাথি নয়, স্লেজহ্যামারের প্রচণ্ড আঘাত। একটা করে লাথি মারে, বার কাউন্টারে ফিরে গিয়ে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়, তারপর হাসতে হাসতে আবার এগিয়ে আসে। তোমাকে বলেছি, একটা ডকসাইড বার-এ ছিলাম আমরা?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সোহানা।

'বারে বারম্যান ছাড়া আর মাত্র তিনজন ক্রু ছিল। বারম্যান আগেই পালিয়েছিল, কারণ পাইথন সম্পর্কে জানত সে—কাউকে ধরলে খুন না করে ছাড়বে না। ক্রুরা লুকিয়েছিল কাউন্টারের নিচে। লুকালেও, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রসিকতা করছিল পাইথন। কোথায় কাকে কবে মেরেছে, সেই গল্প। একটা করে লাথি মারে, হুইস্কি খায়, গল্পের খেই ধরে, তারপর আবার লাথি মারার জন্যে এগিয়ে আসে। কিছুই করার ছিল না আমার, বুঝতে পারছিলাম মারা যাচ্ছি। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে নোংরা কৌতুক শোনাচ্ছিল সে, হাবভাব রীতিমত অভিজাত।'

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল সোহানা।

'তার আগে, পরেও, অনেকের হাতে মার খেয়েছি আমি, কিন্তু পাইথনের মার জীবনে কখনও ভুলব না। পাঁজরগুলো ভেঙে ভেতর দিকে ডেবে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিলাম। জানতাম, শুধু পাঁজরের হাড় ভেঙে ক্ষান্ত হবে না পাইথন। তারপর আমাকে মাফ চাইতে বলল সে। বলল, মাফ চাইলে, তার থুথু চাটলে, সে আমাকে প্রাণে মারবে না। আমার মাথা ঠিক কাজ করছিল না। বোধহয় বলেছিলাম, আমাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে আবার লড়তে চাই আমি।'

'কি বলল পাইথন?'

'বলল, কোন লাভ নেই। বলল, দশ মিনিট কেন, দশ হাজার বছর সময় পেলেও তার সঙ্গে লড়ার যোগ্যতা আমার হবে না। তারপর ঠিক কি ঘটল বলতে পারব না। সম্ভবত বারম্যান ফোন করেছিল। ছুটে এসে কে যেন খবর দিল, পুলিস আসছে। যাই ঘটুক, পাইথন ও ক্রুরা পালিয়ে গেল। জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম সীম্যান'স হসপিটালে শুয়ে আছি। ডাক্তার বলল, নিশ্চয় কেউ আপনার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়েছে। পাঁজরের হাড় ভেঙেছিল পাঁচটা। পিঠ আর বুকের চামড়া বলে প্রায় কিছু ছিল না। হাসপাতালে আমাকে আট হপ্তা থাকতে হয়। পুরোপুরি সুস্থ হতে সময় লাগে এক বছর।'

থামল রানা, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল। প্যাকেট থেকে বের করে রানাকে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দিল সোহানা। বলল, 'ব্যাপারটা আমাকে তুমি বলোনি কখনও।'

'বলিনি, কারণ শুনলাম জার্কাতায় নাকি কি এক উদ্ভট পাগলামি করতে গিয়ে মারা গেছে পাইথন।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'খবরটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম, কারণ ঝোঁক বা ইচ্ছেটাই ছিল বিশ্বাস করার। পাইথন আমার কি করেছে তা-ও আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কারণ ভুলে যাবার একটা ঝোঁক ছিল আমার ভেতর।'

'কিন্তু তারমানে এই নয় যে সে তোমার আত্মবিশ্বাস কেড়ে নিয়েছে,' জোর দিয়ে বলল সোহানা। 'গত দশ বছরে কম লড়তে হয়নি তোমাকে—প্রতিবারই জিতেছ, তা না হলে আজও সারভাইভ করছ কিভাবে। তোমার শক্তি বরং আরও বেড়েছে। আগের চেয়ে কৌশলী হয়েছ তুমি, বেড়েছে অভিজ্ঞতাও। তোমার রিফ্লেক্স কমে গেছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'তবু আবার যদি মুখোমুখি হই, পরিস্থিতি সেই একই থাকবে,' বলল রানা, গলার স্বর প্রায় নিরাসক্ত, যেন অন্য কারও বিষয়ে আলোচনা করছে ওরা। 'প্রচুর সময় নিয়ে পাঁজর ভাঙার ব্যাপারটা আমার অনেক গভীরে ছাপ ফেলেছে।' নিজের মাথায় টোকা দিল ও। 'পি.ডি.-র একটা ভূমিকা না থেকে পারে না।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। সাইকোলজিক্যাল ডমিনেশন-এর কথা বলছে রানা, যে-কোন ক্লোজ কমব্যাট-এ এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব না থেকে পারে না। এক ধরনের স্বস্তিবোধ করল সোহানা, কারণ রানা কোন বিভ্রান্তিতে ভুগছে না। বিষয়টা গভীরভাবে বিবেচনা করেছে ও, নিজের দুর্বলতার মাত্রা চিহ্নিত করেছে, তারপর সিদ্ধান্তে এসেছে ওর অবচেতন মনের এত বেশি গভীরে ছাপ ফেলেছে ব্যাপারটা যে যুক্তিসিদ্ধ আশ্বাসেও তা মোছা যাবে না।

সিদ্ধান্তটা অপ্রীতিকর, তবু মেনে নিয়েছে রানা, কোন রাখ-ঢাক না করে ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর কাছে প্রকাশও করে দিয়েছে।

'ড. জিমসনের ব্যাপারটা বলো আমাকে, এর মধ্যে যদি পাইথনের কোন ভূমিকা থাকে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, আছে বলেই আমার বিশ্বাস।' সংক্ষেপে ঘটনাটার বর্ণনা দিল সোহানা।

সব শুনে রানা বলল, 'ঘাড় মটকে মানুষ মারা পাইথনের একটা প্রিয় খেলা।' এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'আমাকে তাহলে ছুটিটা বাড়িয়ে নিতে হয়, সোহানা।'

'কেন?' বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল সোহানা।

'জেনির ভবিষ্যতের কথা ভেবে পেনিফিদারের একটা ব্যবস্থা করা দরকার,' বলল রানা। 'আমি চাই এ-ব্যাপারটা তুমি দেখবে। আর মি. লংফেলোর সঙ্গে কথা বলে আমি মাস-এ যাব, দেখি যদি কোন সূত্র পাই ওখানে—বেঁচে যখন আছে, তার সামনে আমাকে একবার দাঁড়াতেই হবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সোহানা। 'কিন্তু এই না তুমি বললে যে…।'

'হ্যাঁ, তাকে আমি ভয় পাই,' স্বীকার করল রানা। 'সেজন্যেই তো তার সঙ্গে আবার আমার দেখা হওয়া দরকার। এ-ধরনের একটা ভয় নিয়ে বেঁচে থাকব, তা কি করে হয়। এবার এটাকে তাড়াতে হবে।' হঠাৎ হাসল রানা। 'পি.ডি.-র কথা ভেবে চিন্তা কোরো না। প্রথমবার ভুল হয়েছিল, দ্বিতীয়বার সেই একই ভুল করব না। সে মারতে এলে আমি তাকে পাশ কাটিয়ে যাব। লক্ষ্য রাখব আমাকে যাতে নাগালের মধ্যে না পায়। ভেবে দেখো না, একটা কুকুরকে মারার জন্যে তার সাথে লড়ে কেউ? হয় বিষ খাওয়ায়, না হয় গুলি করে। এরকম আরও অনেক উপায় আছে।'

সোহানার মনে স্বস্তি, হাসল ও। 'বেশ, ঠিক আছে। কিন্তু প্ল্যানটা একটু

বদলে নিই এসো। প্রথম সমস্যা পেনিফিদার। আগে আমরা তাকে সামলাই। তারপর পাইথন। আমি চাই তুমি যখন তার সামনে দাঁড়াবে, আমি তোমার পাশে থাকব।'

চুপ করে থাকল রানা, মনে হলো আপত্তি জানাবে। তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। জিজ্ঞেস করল, 'জেনির সঙ্গে পরে কথা হয়েছে তোমার? পাইপ ছাড়া আর কিছু খুঁজত সে?'

'খুঁজত না মানে! মেক্সিকোয় রূপো আর আলাস্কায় সোনা খোঁজার কাজ করেছে সে, দু'বারই লারসেন মাইনিং কোম্পানির তরফ থেকে। জেনি বলেনি, তবে আমি বুঝতে পেরেছি, এ লাইনে দুর্লভ একটা প্রতিভা সে।'

'রূপো ও সোনা,' চিন্তিত সুরে বলল রানা। 'দুটোর ওপরই পেনিফিদারের লোভ থাকার কথা। তবে মাইনিং সম্পর্কে তার আগ্রহ হবে বলে মনে হয় না। প্রশ্ন হলো, জেনিকে তারা জোর করে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে কেন? মোটা বেতনে চাকরির অফার দিলেই তো পারত।'

'চাকরির এ-ধরনের অফার অনেক পেয়েছে জেনি, সবগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে,' বলল সোহানা। 'মেটাল খোঁজার কাজ ওই মাত্র দু'বারই করেছে সে। তুমি জানো, পাইপ খোঁজার পর অসুস্থবোধ করে সে? বলছে, মেটাল হলে প্রায় মারা যাবার অবস্থা হয়। এক ধরনের নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে পড়ে।'

'বোঝা গেল কেন পেনিফিদার কিডন্যাপ করতে চাইছে ওকে...।' রানার পাশে হঠাৎ বেজে উঠল ফোনটা। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল ও, সোহানাকে বলল, 'আমরা হয়তো এই ফোন কলের জন্যেই অপেক্ষা করছি।' মুখের সামনে রিসিভার তুলে বলল, 'মাসুদ রানা।'

ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ গ্যাসপার ডেলাভাইন কথা বললেন, 'মসিয়ে রানা, আপনার বন্ধু আর তার শিষ্য বিউভাইস-এ আছে বলে খবর পেয়েছি। হোটেল দে লা পেতিস, রুসেন্ট নিকোলাসে। ওরলিতে আমার এক লোক দেখতে পেয়ে পিছু নেয়।'

খুব বেশি দিন হয়নি পাঁচজন পেশাদার খুনীর হাত থেকে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ গ্যাসপার ডেলাভাইনকে ছিনিয়ে এনেছে রানা। এসপিওনাজ জগতে ওর কনট্যাক্ট-এর কোন অভাব নেই, তবে বিশ্বাসযোগ্য কনট্যাক্ট মাত্র দু'একটা। তালিকায় প্রথমে আসে গ্যাসপার ডেলাভাইন-এর নাম। 'আপনি নিশ্চয়ই ওদের আটক করছেন না?' জানতে চাইল রানা।

'ফ্রান্সে ওদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, মসিয়ে রানা। আপনি বললে অভিযোগ তৈরি করা যায়, তবে সেদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করার সময় আমার মনে হয়েছিল, আপনারা চান তাকে যেন না ঘাঁটানো হয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে।'

'আমার লোক আপনার বন্ধুদের ওপর নজর রাখছে। আপনি যদি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, সোজা বার লুইস-এ চলে যাবেন, ওটা বুলেভার্দ দ্য ল'আস-এ। ওখানকার ডোরম্যান আপনার লিঙ্ক। তাকে বলবেন মাদাম ফুরাবিনকে

আপনি একটা মেসেজ দিতে চান, তাহলেই যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে সে।'

'ধন্যবাদ, মসিয়ে ডেলাভাইন।'

'কখন আপনি ওখানে পৌঁছুবেন?' ডুক্সেম ব্যুরো-র চীফ জানতে চাইলেন।

'ভোরের মধ্যে। আমরা আনঅফিশিয়ালি যাব।'

'গুড। আপনাকে আর দেরি করিয়ে দেব না। গুডনাইট, মসিয়ে।'

'গুডনাইট।'

'আনঅফিশিয়ালি যাবে কিভাবে?' জানতে চাইল সোহানা।

'আমারও সেই প্রশ্ন,' দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল আশরাফ, হাতে একটা শার্ট।

'ভেবেছ কোন প্রস্তুতি না নিয়েই অপেক্ষা করছি আমি?' হাসল রানা। 'ডেভিড মরিসনকে বলে রেখেছি, সে তার সেসনা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। নব্বুই মিনিটের মধ্যে প্লেনে চড়ব আমরা। ডেভিডকে ফোন করে গান-র‍্যাক থেকে দু'একটা জিনিস নিয়ে আসি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

সোহানাও বেরুল, নিজের কামরায় ফিরছে। আশরাফ তার পিছু নিল।

'অনুমতি না নিয়ে আকাশপথে ফ্রান্সে ঢোকা বেআইনী,' বলল আশরাফ। 'তোমাদেরকে গুলি করে নামানো হবে।'

'ডেভিড মরিসন বছরে বারো বার চোরাই মাল নিয়ে ফ্রান্সে যাওয়া-আসা করে,' বলল সোহানা। 'চ্যানেল-এর দু'দিকেই উপকূলের বিরাট অংশ রাডারের আওতায় পড়ে না।'

'তবু ঝুঁকি তো বটেই।' সোহানার কামরায় ঢুকে শার্টটা পরতে শুরু করল সে।

ওয়ারড্রোব থেকে শার্ট আর ট্রাউজার বের করল সোহানা। 'আরে, তুমি শার্ট পরছ কেন?'

'কারণ জেনিকে দেখেশুনে রাখার জন্যে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছ তোমরা,' বলল আশরাফ। 'ড্রেসিং গাউনে নিজেকে আমার দুর্বল লাগে। মানে বলতে চাইছি, আরও বেশি দুর্বল লাগে।'

'এখানে খারাপ কিছু ঘটবে না, আশরাফ।'

'না। তবু সাবধানের মার নেই। অ্যালার্ম বেজে উঠলে কি করব আমি? বলে যাও।'

'অ্যালার্ম বাজবে না। যদি বাজেই পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে পুলিস। ইস্পাতের জাল ছিঁড়ে কারও পক্ষে সম্ভব নয় ভেতরে ঢোকে, অন্তত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। তা-ও যদি ঢোকে, শটগান দিয়ে ঠেকাবে তুমি।'

'ভাল বলছ!' ঠোঁট বাঁকাল আশরাফ। সোহানা তাকে একটা শটগান দিয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে গুলি ছুঁড়তে হয়। 'তারমানে, তোমরা না ফেরা পর্যন্ত ওটাকে বালিশের তলায় নিয়ে শুতে হবে আমাকে। কবে নাগাদ ফিরবে বলে আশা করব?'

'কাল,' বলল সোহানা। 'আর কিছু জানতে চাও? যদি না চাও, দয়া করে বেরোও এবার। দেখছ না, আমি কাপড় পাল্টাব।'

বদলে নিই এসো। প্রথম সমস্যা পেনিফিদার। আগে আমরা তাকে সামলাই। তারপর পাইথন। আমি চাই তুমি যখন তার সামনে দাঁড়াবে, আমি তোমার পাশে থাকব।'

চুপ করে থাকল রানা, মনে হলো আপত্তি জানাবে। তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। জিজ্ঞেস করল, 'জেনির সঙ্গে পরে কথা হয়েছে তোমার? পাইপ ছাড়া আর কিছু খুঁজত সে?'

'খুঁজত না মানে! মেক্সিকোয় রুপো আর আলাস্কায় সোনা খোঁজার কাজ করেছে সে, দু'বারই লারসেন মাইনিং কোম্পানির তরফ থেকে। জেনি বলেনি, তবে আমি বুঝতে পেরেছি, এ লাইনে দুর্লভ একটা প্রতিভা সে।'

'রুপো ও সোনা,' চিন্তিত সুরে বলল রানা। 'দুটোর ওপরই পেনিফিদারের লোভ থাকার কথা। তবে মাইনিং সম্পর্কে তার আগ্রহ হবে বলে মনে হয় না। প্রশ্ন হলো, জেনিকে তারা জোর করে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে কেন? মোটা বেতনে চাকরির অফার দিলেই তো পারত।'

'চাকরির এ-ধরনের অফার অনেক পেয়েছে জেনি, সবগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে,' বলল সোহানা। 'মেটাল খোঁজার কাজ ওই মাত্র দু'বারই করেছে সে। তুমি জানো, পাইপ খোঁজার পর অসুস্থবোধ করে সে? বলছে, মেটাল হলে প্রায় মারা যাবার অবস্থা হয়। এক ধরনের নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে পড়ে।'

'বোঝা গেল কেন পেনিফিদার কিডন্যাপ করতে চাইছে ওকে...।' রানার পাশে হঠাৎ বেজে উঠল ফোনটা। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল ও, সোহানাকে বলল, 'আমরা হয়তো এই ফোন কলের জন্যেই অপেক্ষা করছি।' মুখের সামনে রিসিভার তুলে বলল, 'মাসুদ রানা।'

ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ গ্যাসপার ডেলাভাইন কথা বললেন, 'মসিয়ে রানা, আপনার বন্ধু আর তার শিষ্য বিউভাইস-এ আছে বলে খবর পেয়েছি। হোটেল দে লা পেতিস, রুসেন্ট নিকোলাসে। ওরলিতে আমার এক লোক দেখতে পেয়ে পিছু নেয়।'

খুব বেশি দিন হয়নি পাঁচজন পেশাদার খুনীর হাত থেকে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ গ্যাসপার ডেলাভাইনকে ছিনিয়ে এনেছে রানা। এসপিওনাজ জগতে ওর কনট্যাক্ট-এর কোন অভাব নেই, তবে বিশ্বাসযোগ্য কনট্যাক্ট মাত্র দু'একটা। তালিকায় প্রথমে আসে গ্যাসপার ডেলাভাইন-এর নাম। 'আপনি নিশ্চয়ই ওদের আটক করছেন না?' জানতে চাইল রানা।

'ফ্রান্সে ওদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, মসিয়ে রানা। আপনি বললে অভিযোগ তৈরি করা যায়, তবে সেদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করার সময় আমার মনে হয়েছিল, আপনারা চান তাকে যেন না ঘাঁটানো হয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে।'

'আমার লোক আপনার বন্ধুদের ওপর নজর রাখছে। আপনি যদি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, সোজা বার লুইস-এ চলে যাবেন, ওটা বুলেভার্দ দ্য ল'আস-এ। ওখানকার ডোরম্যান আপনার লিঙ্ক। তাকে বলবেন মাদাম ফুরাবিনকে

আপনি একটা মেসেজ দিতে চান, তাহলেই যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে সে।'

'ধন্যবাদ, মসিয়ে ডেলাভাইন।'

'কখন আপনি ওখানে পৌঁছুবেন?' ডুক্সেম ব্যুরো-র চীফ জানতে চাইলেন।

'ভোরের মধ্যে। আমরা আনঅফিশিয়ালি যাব।'

'গুড। আপনাকে আর দেরি করিয়ে দেব না। গুডনাইট, মসিয়ে।'

'গুডনাইট।'

'আনঅফিশিয়ালি যাবে কিভাবে?' জানতে চাইল সোহানা।

'আমারও সেই প্রশ্ন,' দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল আশরাফ, হাতে একটা শার্ট।

'ভেবেছ কোন প্রস্তুতি না নিয়েই অপেক্ষা করছি আমি?' হাসল রানা। 'ডেভিড মরিসনকে বলে রেখেছি, সে তার সেসনা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। নব্বুই মিনিটের মধ্যে প্লেনে চড়ব আমরা। ডেভিডকে ফোন করে গান-র‍্যাক থেকে দু'একটা জিনিস নিয়ে আসি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

সোহানাও বেরুল, নিজের কামরায় ফিরছে। আশরাফ তার পিছু নিল।

'অনুমতি না নিয়ে আকাশপথে ফ্রান্সে ঢোকা বেআইনী,' বলল আশরাফ। 'তোমাদেরকে গুলি করে নামানো হবে।'

'ডেভিড মরিসন বছরে বারো বার চোরাই মাল নিয়ে ফ্রান্সে যাওয়া-আসা করে,' বলল সোহানা। 'চ্যানেল-এর দু'দিকেই উপকূলের বিরাট অংশ রাডারের আওতায় পড়ে না।'

'তবু ঝুঁকি তো বটেই।' সোহানার কামরায় ঢুকে শার্টটা পরতে শুরু করল সে।

ওয়ারড্রোব থেকে শার্ট আর ট্রাউজার বের করল সোহানা। 'আরে, তুমি শার্ট পরছ কেন?'

'কারণ জেনিকে দেখেশুনে রাখার জন্যে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছ তোমরা,' বলল আশরাফ। 'ড্রেসিং গাউনে নিজেকে আমার দুর্বল লাগে। মানে বলতে চাইছি, আরও বেশি দুর্বল লাগে।'

'এখানে খারাপ কিছু ঘটবে না, আশরাফ।'

'না। তবু সাবধানের মার নেই। অ্যালার্ম বেজে উঠলে কি করব আমি? বলে যাও।'

'অ্যালার্ম বাজবে না। যদি বাজেই পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে পুলিস। ইস্পাতের জাল ছিঁড়ে কারও পক্ষে সম্ভব নয় ভেতরে ঢোকে, অন্তত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। তা-ও যদি ঢোকে, শটগান দিয়ে ঠেকাবে তুমি।'

'ভাল বলছ!' ঠোঁট বাঁকাল আশরাফ। সোহানা তাকে একটা শটগান দিয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে গুলি ছুঁড়তে হয়। 'তারমানে তোমরা না ফেরা পর্যন্ত ওটাকে বালিশের তলায় নিয়ে শুতে হবে আমাকে। কবে নাগাদ ফিরবে বলে আশা করব?'

'কাল,' বলল সোহানা। 'আর কিছু জানতে চাও? যদি না চাও, দয়া করে বেরোও এবার। দেখছ না, আমি কাপড় পাল্টাব।'

*

কয়েকটা খেত আর মাঠের পর নিচু একটা পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পথ। পথের একদিকে গভীর বনভূমি, গাড়িটা গাছপালার ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছে। দৈত্যটা ব্যাকসীটে বসায় গাড়ির পিছন দিকটা নিচু হয়ে আছে।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে উঠে এল একটা টয়োটা, ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল, আরোহীরা কেউ এদিকে তাকালই না। এঞ্জিনের আওয়াজ এক সময় মিলিয়ে গেল দূরে।

হাসির দমকে কেঁপে উঠল পাইথনের শরীর, গাড়িটা দুলতে শুরু করল। হুইলে বসা লোকটা ঝিমুচ্ছিল, হঠাৎ সজাগ হলো সে।

'যাও, ফ্রান্সের বাতাস খেয়ে এসো,' বিড়বিড় করল পাইথন। 'এদিকে আমরা কাজে হাত দিই।'

ড্রাইভার বলল, 'অ্যাঁ?'

'একদম চুপ, কার্ল,' বলে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করল পাইথন, সেটার দিকে আগ্রহের সাথে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর সিদ্ধান্ত নিল ধূমপান করবে না। সিদ্ধান্তটা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূমপান করার নেশাটা নিস্তেজ হয়ে গেল, অনুভব করে মজা পেল সে। চুরুটটা ভেঙে দু'টুকরো করল, ফেলে দিল জানালা দিয়ে।

সীটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল সে, বলল, 'আমি এখন চিন্তা করব। আওয়াজ হবে। তুমি কোন কথা বলবে না। আমাদের হিরো আর হিরোইন কটেজ ছেড়ে চলে গেল, তাই না? অন্ধ মেয়েটা রয়েছে, আর রয়েছে অচেনা এক চরিত্র। এখন কি ওদেরকে ধরা যায়? বোধহয় যায়। তবে পাইথন ভাবছেন, না যায় না। কারণ হিরো মাসুদ রানা ও হিরোইন সোহানা চৌধুরীর মাথায় ঘিলু আছে। দু'জনেই ভারি সতর্ক। কাজেই, নিজেকে আমার মনে করিয়ে দেয়ার দরকার আছে যে এর পর মাসুদ রানার পাঁজর ভাঙার সময় কাজটায় কোন খুঁত রাখা চলবে না। এই বাস্টার্ড, কার্ল, আমার চিন্তা করার সময় খবরদার তুমি ঘুমাবে না। যদি দেখি ঘুমাচ্ছ, কান দুটো কামড়ে ছিঁড়ে নেব।'

ঝট করে শিরদাঁড়া খাড়া করল লোকটা। কথা বলল না।

'কথাটা সত্যি কিনা বলো,' আবার সকৌতুকে শুরু করল পাইথন, 'কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানব প্রজাতির মধ্যে রাতের বেলা যে ভয়টা থাকে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা দূর হয়ে যায়? জবাব দিয়ো না, কার্ল। বাধা জিনিসটা আমার একদম পছন্দ নয়। হ্যাঁ, আনন্দময় প্রভাতই হলো আমাদের সময়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে আমাদের ফোন করতে হবে। পাবলিক ফোন বুদ থেকে? না। ফুটোয় খুচরো পয়সা ঢোকানো বিরাট একটা ঝামেলার কাজ।'

সামনের দিকে ঝুঁকল সে, একটা প্রকাণ্ড হাত দিয়ে ড্রাইভিং সীটের পিছনটা ধরল। শিউরে উঠল কার্ল।

'একটা প্রাইভেট ফোন দরকার, নাকি বলা উচিত সেমি-প্রাইভেট?' পাইথনের গলায় চাপা উল্লাস। 'পুলিস স্টেশন এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ব্যাপারটা যেহেতু জরুরী, একটা ফোন করার অনুমতি ওদের কাছ থেকে আমি আদায় করতে

পারব বলে মনে করি। আবার হেলান দিল সে। 'হ্যাঁ, চলো, পুলিস স্টেশনেই যাওয়া যাক।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কার্ল, বিড়বিড় করে বলল, 'গড!' তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে।

মুখের ভেতর তিক্ত একটা স্বাদ, ঘুম ভেঙে গেল আশরাফের। চোখ মেলে হাতঘড়ি দেখল সে। সাড়ে সাতটা বাজে, সূর্য উঠে এসেছে। মাত্র দেড় ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে।

চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে চুলে আঙুল চালাল আশরাফ, তারপর প্যাসেজ ধরে জেনির কামরার দিকে এগোল। দরজাটা হা হা করছে, কিন্তু ভেতরে জেনিকে দেখল না সে। কান পাতল, শুনতে পেল নিচের কিচেন থেকে থালা-বাসনের আওয়াজ ভেসে আসছে।

ইনফ্রা-রেড সার্কিটের সুইচ অফ করল আশরাফ, তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সোহানার সঙ্গে পরামর্শ করে চাকরবাকরদের কাল রাতেই বলে দেয়া হয়েছে, তারা যেন কেউ সকাল ন'টার আগে কটেজে না আসে। ন'টার আগে গ্রাম থেকে আসতে পারে এক শুধু গোয়ালা আর ধোপা।

আকাশটা স্বচ্ছ নীল, যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ হয়ে আছে জমিন, মনটা অকারণ পুলকে ভরে উঠল আশরাফের। রাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে, এমনকি দিনের বেলাও ইস্পাতের জাল ও ওগুলোর অ্যালার্ম সার্কিট অন করে রাখবে, কটেজের ভেতর নিরাপদে থাকবে তারা। ব্যাপারটা যদি গোয়ালা বা ধোপার পছন্দ না হয়, ফিরে যাবে তারা। তবে এই মুহূর্তে সিদ্ধান্তটা কেমন যেন অবাস্তব লাগল তার। চাকরবাকররা ন'টার সময় আসবে। কি করবে ঠিক করতে পারছে না, দ্বিতীয় সুইচটার ওপর আঙুল রেখে ইতস্তত করছে। তারপর হাতটা সরিয়ে নিল। আগে কেউ আসুক, তারপর দেখা যাবে।

জানালার কাছ থেকে সরে আসতে যাবে, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথের ওপর পোস্টাপিসের লাল ভ্যানটাকে দেখতে পেল আশরাফ। স্বস্তিবোধ করে হাসল সে, সময়মত ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ইনফ্রা-রেড বীম অফ করে দিতে পেরেছে।

নিচে নেমে এসে কিচেনে ঢুকল আশরাফ। দেখল ওদের জন্যে একাই নাস্তা বানাতে শুরু করেছে জেনি। ইতিমধ্যে শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টেছে সে, চেহারায় ফুটে আছে তাজা ঝরঝরে একটা ভাব। শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল সে, হাসির মধ্যে কোন আড়ষ্টতা নেই। উদ্বিগ্ন যদি হয়ও, চেহারায় তা ফুটে উঠতে দেয়নি। 'হাই, আশরাফ।'

'হ্যালো, জেনি।' তার কাঁধে একটা হাত রাখল আশরাফ। 'তোমাকে দুশ্চিন্তায় কাতর দেখাচ্ছে না কেন? তা দেখালে আমার খানিক ভাল লাগত।'

'তোমাকে বুঝি সেরকম দেখাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। তোমার নাস্তা তৈরি হওয়ার আগে দাড়ি কামাবার সময় পাব?'

'যদি তাড়াতাড়ি করো।'

'চার মিনিট। ভাল কথা, গাড়ির শব্দ শুনলে ভয় পেয়ো না।'

'আগেই শুনেছি। পোস্ট ভ্যান। এঞ্জিনের আওয়াজটা আমার চেনা হয়ে

গেছে।'

শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আশরাফ। 'অথচ তোমার কাছে পৌঁছুবার জন্যে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে আরেকটু হলে মারা যাচ্ছিলাম আমি।' এঞ্জিনের আওয়াজটা এবার সে-ও শুনতে পেল। শব্দটা কিছুক্ষণ বাড়ল, তারপর হঠাৎ কমে গেল, দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘুরে দাঁড়াল সে। 'শুধু বোধহয় চিঠি। আবার যদি স্ট্যাম্প ছাড়া মুক্তোর কোন পার্সেল এসে থাকে, পিয়ন ব্যাটা টাকা চাইবে, আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দরজাটা খুলব কিনা।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল আশরাফ, প্যাসেজ হয়ে চলে এল হলরুমে। লেটার বক্সের ফ্ল্যাপ খোলা রয়েছে, কার্পেটের ওপর দুটো এনভেলাপ। ওগুলো তোলার জন্যে ঝুঁকল সে, কাচ ভাঙার বিকট শব্দে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল প্রতিটি নার্ভ।

ঝট করে সিধে হলো আশরাফ, জট পাকানো চিন্তা থেকে একটাকে বেছে নিয়ে মুহূর্তের জন্যে ভাবল, পোস্ট ভ্যানটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু সংঘর্ষের আওয়াজ এসেছে কটেজের পিছন থেকে। পরমুহূর্তে জেনির চিৎকার শুনতে পেল সে। প্যাসেজ ধরে তীরবেগে ছোটার সময় আরও একটা আওয়াজ হলো—কঠিন ধাতব জাল ছেঁড়ার রোমহর্ষক শব্দ।

কিচেনের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে জেনির সঙ্গে ধাক্কা খেল আশরাফ, খপ করে ধরে ফেলে স্থির করল তাকে। তারপর, জেনিকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল দৃষ্টি, দেখল ইস্পাতের গোটা জালটা ভাঁজ হয়ে দুমড়ে মুচড়ে গেল, বাইরে থেকে ছিঁড়ে সরিয়ে ফেলা হলো একপাশে। জানালায় থাকল শুধু ভঙ্গুর কয়েকটা কাঁচ।

জালটা অদৃশ্য হতেই উঁচু কার্নিসে লোকটার মাথা ও কাঁধ দেখতে পেল আশরাফ, তলপেট কুঁকড়ে হিমশীতল আতঙ্কের একটা খুদে বলে পরিণত হলো। প্রকাণ্ড দানবটা হাসল, কার্নিসের ভেতর দিকে হাত রেখে অনায়াস ভঙ্গিতে উঠে পড়ল জানালায়। তার একটা হাতে রক্ত লেপ্টে রয়েছে।

জেনির কানের কাছে ফিসফিস করল আশরাফ, নিজের গলা অচেনা লাগল তার। 'কটেজের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাও। দরজার সঙ্গে স্ক্রীন খুলে যাবে। জঙ্গলে চলে যাও। একটু পরই পুলিস এসে পড়বে।'

কথা বলার চেষ্টা করছে জেনি, তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। মৃদু ধাক্কা দিয়ে প্যাসেজে বের করে দিল তাকে আশরাফ, তার পিছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ভাঙা জানালা থেকে কামরার দিকে ঝুঁকে আছে পাইথন। চারদিকে তাকাল আশরাফ, একটা ছুরি বা ভারী ডাণ্ডা খুঁজছে। শটগানটা এখনও বিছানায়, বালিশের তলায়। ওটা হাতের কাছে রাখেনি বলে নিজের প্রতি রাগ হলো তার।

থালা-বাসন ছাড়া আর কিছু দেখল না আশরাফ, ইতিমধ্যে প্রায় কোন শব্দ না করে মেঝেতে নেমেছে পাইথন, স্টোভে বসানো গরম প্যান আর আশরাফের মাঝখানে একটা বাধা সে। ছোঁ দিয়ে শেলফ থেকে একটা সসপ্যান তুলে নিল আশরাফ। মারা যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তার মনে। তবে মৃত্যুটাকে হঠাৎ করে এই মুহূর্তে গুরুত্বহীন বলে মনে হল, শুধু যদি এই দৈত্যের হাত থেকে

জেনিকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে পারে সে। ঘৃণায় সারা শরীর রী রী করে উঠল তার, নিজের অজান্তে বিকৃত হলো মুখের চেহারা, অনুভব করল ভাঁজ খেয়ে মুখের ভেতর ঢুকে গেছে ঠোঁট।

পাইথন কোন বিরতি নিল না। আশরাফের দিকে দ্রুত এগোল সে, সাবলীল ভঙ্গিতে, অমোঘ নিয়তির মত। হাতের সসপ্যান দিয়ে পাইথনের প্রকাণ্ড মুখে আঘাত করার চেষ্টা করল আশরাফ, অনুভব করল গাছের মোটা একটা ডালের মত বাহুতে বাধা পেল সে, সরিয়ে দিল সসপ্যান ধরা হাতটাকে।

পাইথনের হাঁটুর নিচে হাড় লক্ষ্য করে লাথি চালাল আশরাফ, সংঘর্ষটা অনুভব করল, শুনতে পেল দানবটা হাসছে। তার চোখের সামনে বিস্ফোরিত হলো উজ্জ্বল আলো, দেখতে পেল কিচেনের ভেতর শূন্যে উড়ছে সে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল শরীরটা, তারপরই অসহ্য ব্যথা অনুভব করল। আতঙ্ক ও যন্ত্রণা যেন লাল কুয়াশার মত গ্রাস করল তাকে, যেন হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে এল একটা শব্দ—কিচেনের দরজা খুলল। আরও একটা শব্দ হলো। প্যাসেজের শেষ মাথা থেকে। জেনির আর্তচিৎকার।

লাল কুয়াশা কালো ও ভারী হয়ে উঠল, চাপা দিচ্ছে তাকে। কালো ও গাঢ় কুয়াশায় হারিয়ে যাবার আগে তিক্ত একটা চিন্তা এল আশরাফের মনে, মৃত্যুই এখন তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

বার লুইস-এর ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা। সকাল সাড়ে আটটা বাজে। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই যে মাসুদ রানা ও। বার-এর এক কোণে, দু'কাপ কালো কফি নিয়ে একটা টেবিলে বসে রয়েছে সোহানা। ওকে দেখেও বোঝার উপায় নেই আসল চেহারাটা কি রকম।

টেবিলে ফিরে এসে বসল রানা, কফির কাপে চামচ নাড়ছে। ওর আচরণে কোন ব্যস্ততা নেই, চেহারা নির্লিপ্ত, কিন্তু সোহানা জানে খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। শান্ত, নিচু গলায় বলল রানা, 'ফোন করেছিলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। জেনিকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।'

কাপটা তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল সোহানা। তারপর বলল, 'তারমানে ভুল তথ্য জোগান দিয়ে আমাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে, কাজটা যাতে নির্বিঘ্নে করতে পারে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'পেনিফিদার আর ক্রনেল রাত দুটোয় ওরলি ছেড়ে চলে গেছে, বার্সেলোনার প্লেন ধরে।'

'জেনিকে তাহলে কারা ধরে নিয়ে গেল?'

'বিস্তারিত কিছু জানতে পারেননি মসিয়ে ডেলাভাইন। মি. লংফেলো তাঁকে আধ ঘণ্টা আগে টেলিফোনে খবরটা দিয়েছেন।'

'আশরাফ?'

'নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। কটেজ থেকে মি. লংফেলোকে ফোন করে সে।'

এক মুহূর্ত পর সোহানা বলল, 'মেয়েটা না পাগল হয়ে যায়।'

'তা হবে না। জেনি খুব সাহসী। তাছাড়া, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত সে

যেভাবেই হোক আমরা তাকে উদ্ধার করব।'

'কিন্তু উদ্ধার করব কিভাবে,' সোহানার গলায় হতাশা। 'আমরা কি জানি কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'আমার ধারণা, আশরাফ হয়তো কিছু বলতে পারবে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'যদি না পারে, পেনিঙ্কিদারকে ধরব আমরা। ওর গলায় পা দিলে সব জানা যাবে।'